উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৩১১.৮০ (-৫৪৮.৩৯)

নিফটি : ২৩,৩৮১.৬০ (-১৭৮.৩৫)

কমল টাকার দর

মার্কিন ডলারের তুলনায় আরও তলিয়ে গেল ভারতীয় মুদ্রা টাকা। সোমবার এক মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য পৌঁছে যায় ৮৭ টাকা ৯৪ পয়সায়, যা সর্বকালীন রেকর্ড। » ৭

রায়দান স্থগিত

২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ বাতিল মামলায় সোমবার শুনানি শেষ হল সুপ্রিম কোর্টে। এদিন রায়দান স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৭° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন

রিয়াল ম্যাচ স্বপ্নের : স্যাভিনহো » ১২

শিলিগুড়ি ২৮ মাঘ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 11 February 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 263

গরহাজির প্রচুর পরীক্ষার্থী, নেপথ্যে বাল্যবিবাহ !

শুরু হয়েছে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা। শুধু চোপড়া ব্লকেই অনুপস্থিত ৫০০-র বেশি পরীক্ষার্থী। ছেলেদের মধ্যে অনেকে পড়াশোনা ছেড়ে কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অল্পবয়সে অনেকেরই বিয়ে হয়ে যাওয়ায় মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে।

মনজুর আলম

চোপড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : পাঁচশোর বেশি পরীক্ষার্থী গরহাজির থাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে শিক্ষা মহলে। চোপড়া ব্লকে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে সোমবার বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী প্রথম দিনের পরীক্ষায় বসেনি। ব্লকে এবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪২৬৬ জন। অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশই গতবার ফেল করেছে (সিসি ক্যান্ডিডেট)। যারা ফেল করছে পরবর্তীতে তারা পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে। ছেলেদের মধ্যে অনেকে পড়াশোনা ছেড়ে কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অল্পবয়সে অনেকেরই বিয়ে হয়ে যাওয়ায় মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে।

চোপড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা ভেনু ইনচার্জ ডঃ প্রশান্ত বসাক বলেন, 'যে সকল পরীক্ষার্থী গতবার অকৃতকার্য হয়েছে, পরবর্তীতে তাদের পড়াশোনা চালাতে অনীহা বাড়ছে। ছেলেদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অল্প বয়সে অনেকেরই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।'

মাঝিয়ালি হাইস্কুলে ৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ২১৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম দিন অনুপস্থিত ছিল ৯১ জন। তাদের মধ্যে ছাত্রী ৮২ জন, ছাত্র ৯ জন। একইভাবে কালীগঞ্জ হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রে ২১১৬ জনের মধ্যে এদিন অনুপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩০৪ জন। তাদের মধ্যে ছাত্রী ২৯৫ জন এবং ছাত্র ৯ জন। একটি ব্লক থেকে এত সংখ্যক পরীক্ষার্থীর অনুপস্থিতি উদ্বেগজনক বলে মনে করছে শিক্ষা মহল। এমনিতে এবার টেস্টে ব্লকের শতাধিক পরীক্ষার্থী গরহাজির ছিল। টেস্টে গরহাজিরদের অবশ্য ফর্ম ফিলআপের সুযোগ মেলে না। টেস্টে বসেও মাধ্যমিকে এত সংখ্যক পরীক্ষার্থী গরহাজিরের বিষয়ে উদ্বেগ শুরু হয়েছে। শিক্ষকদের অনেকের অভিমত, এবার অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের বেশিরভাগই সিসি ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ তারা হয়তো গতবার পাশ করতে পারেনি বা পরীক্ষায় বসেনি। ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও স্কুলছুটের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষকদের অভিমত, গ্রামীণ এলাকায় অনেকেরই কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে।

এদিন একইসঙ্গে ব্লকে মাদ্রাসা বোর্ডের দুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এবার আসারুবস্তি জালালউদ্দিন হাই মাদ্রাসার পড়ুয়াদের সেন্টার পড়েছে মদনগছ সিনিয়ার মাদ্রাসায়। এখানে অনুপস্থিত ১৮ জন।

এরপর দশের পাতায়

শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি এবং পরীক্ষা শেষের হাসি। মাধ্যমিকের প্রথম দিনে শিলিগুড়িতে। ছবি : তপন দাস

কাজে ফাঁকি, ১৬ ডাক্তারের বেতন বন্ধ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : 'আসি যাই, মাইনে পাই' করে প্রচুর চিকিৎসক নিয়মিত বেতন তুলছেন। কিছু চিকিৎসক আবার মাসের পর মাস আসেনই না। স্বাস্থ্য ভবন বা কলকাতার কোনও মেডিকেল কলেজে গিয়ে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি দিয়ে দেন। নিয়মিত অবশ্য বেতন পাচ্ছিলেন তাঁরা। এবার এমন ১৬ জন চিকিৎসকের বেতন আটকে দিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এই চিকিৎসকদের জানুয়ারি মাসের বেতন দেওয়া হয়নি।

মেডিকেল সূত্রে খবর, একাধিকবার নোটিশ করেও জবাব মেলেনি। নোটিশ পাওয়ার পরও নিয়মিত কাজে আসছেন না ওই অধ্যাপক চিকিৎসকরা। তাই জানুয়ারি মাস থেকেই তাঁদের বেতন বন্ধ রাখা হয়েছে। বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'পুরো বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

মেডিকেলে চর্চা

- অধিকাংশ অধ্যাপক চিকিৎসক নিয়মিত মেডিকেলে আসেন না
- কেউ কেউ স্বাস্থ্য ভবন বা অন্য মেডিকেলে গিয়ে উপস্থিতি জানান দেন
- চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজি নিয়ে একাধিকবার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদে
- এবার চিকিৎসকদের মাইনে বন্ধ করে সেই অভিযোগেই সিলমোহর দিল কর্তৃপক্ষ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে সিনিয়ার ডাক্তারদের একটা বড় অংশ দীর্ঘদিন ফাঁকিবাজি করছেন বলে অভিযোগ। সরকারি নিয়মে রবিবার বাদে সপ্তাহের বাকি ছ'দিনই অধ্যাপক চিকিৎসকদের কর্মস্থলে থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কলকাতা থেকে এখানে কর্মরত চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ অনিয়মিত। কিছু চিকিৎসক মাসে একবার এসে দু'দিন থেকে চলে যান। কিছু চিকিৎসক পালা করে নিজেদের মধ্যে দুটি টিম তৈরি করে সপ্তাহে দু'দিন করে থাকছেন। একদল সোমবার এসে বুধবার চলে যান। অপর দলটি বুধবার এসে শুক্রবার চলে যান। বাকি সময় তাঁরা কলকাতায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। ফলে মেডিকেলের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেকটাই ডাক্তারি পড়ুয়া নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। আরজি কর কাণ্ডের পর এখানকার বেশ কিছু চিকিৎসক কাজে ফাঁকি দিয়ে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে আন্দোলনের নামে মিটিং, মিছিল করছেন। অভিযোগ, তাঁদের কেউই নিয়ম মেনে ছুটি নেন না। আর এখানে ডাক্তারি পড়ুয়াদের পঠনপাঠন হচ্ছে না, হাসপাতালে রোগী চিকিৎসাও ভেঙে পড়ছে। যার দায় স্বাস্থ্য দপ্তরকে নিতে হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

“ বারবার ভুলে ক্ষমা নয়

উদয়নকে ধমক মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : কোনও বিতর্কিত মন্তব্য না করতে বা অসৌজন্যমূলক আচরণ না করতে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপরেও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বা তাঁর দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রকেও বারবার বিতর্কিত মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে। দু'দিন আগেই বিতর্কিত মন্তব্য করে দলনেত্রীর ধমক খেয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। এবার সরাসরি উদয়ন গুহ, সাবিনা ইয়াসমিন ও সাবিত্রী মিত্রর দিকে তাকিয়ে তাঁদের সতর্ক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশন শুরুর আগে বিধানসভার নৌশাদ আলি কক্ষে দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মমতা। সেখানেই তিনি

দোসর সাবিনাও

- প্রায়শই উলটো-পালটা কথা বলে বিতর্কে জড়িয়েছেন উদয়ন গুহ
- পরে ক্ষমাও চেয়েছেন, কিন্তু চিঁড়ে ভেজেনি তাতে
- উদয়নের ডেপুটি সাবিনা ইয়াসমিনও একাধিকবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন
- মুখ্যমন্ত্রীর রোষানলে পড়েছেন মদন মিত্র ও সাবিত্রী মিত্রও

উত্তরবঙ্গের এই তিন নেতা-নেত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বারবার ভুল করলে কিন্তু আর ক্ষমা নয়। নিজেদের বক্তব্যের জন্য আমজনতার কাছে আপনারা ক্ষমা চান।'

দু'দিন আগেই টাকার বিনিময়ে মন্ত্রিত্ব পাওয়া যায় বলে মন্তব্য করেছিলেন বিধায়ক মদন মিত্র। ওই সাক্ষাৎকার দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দলনেত্রীর নির্দেশে তাঁকে ফোন করেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। তারপরই লিখিতভাবে ওই মন্তব্যের জন্য তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। আবার কিছুদিন আগে এক অনুষ্ঠানে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল অশোকনগরের তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর বিরুদ্ধে। তারপর দল তাঁকে শোকজ করেছিল। শোকজের জবাবে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন নারায়ণ। এদিন অভিযুক্ত সব বিধায়কই বিধানসভায় এসেছিলেন। বৈঠক শুরুর প্রথমেই উদয়ন গুহ, সাবিনা ইয়াসমিন, মদন মিত্রদের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বারবার বলা সত্ত্বেও অনেকেই সঠিক আচরণ করছেন না। পরে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন।

এরপর দশের পাতায়

পুলিশের অতিসক্রিয়তায় হয়রানি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় বাধা দিয়েছিলেন নার্সরা। সায় ছিল না পরিবারের সদস্যদেরও। অথচ একপ্রকার জোর করেই হাসপাতাল থেকে ছুটি করিয়ে দুই পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে গেল পুলিশ। শরীর সঙ্গ না দেওয়ায় পরীক্ষাকেন্দ্রেই অসুস্থ হয়ে পড়ল মাদক কারবারিদের হাতে জখম আরফিন আনসারি ও সাইনা আনসারি। পরে বাধ্য হয়ে ফের হাসাপাতালে নিয়ে আসা হয় তাদের। শেষমেশ বেডে বসেই পরীক্ষা দেয় তারা।

পরিবারের অভিযোগ, পুরো বিষয়টি ঘটেছে খালপাড়া ফাঁড়ির ওসি সুদীপ দত্তর 'অতিসক্রিয়তার' জেরে। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় এভাবে হয়রান হতে হওয়ায় স্বস্তি নেই আরফিন ও সাইনারও।

সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। মাদক কারবারিদের হাতে প্রহৃত হতে হয়েছিল সিভিক ভলান্টিয়ার নজরুল আনসারির পরিবারের সদস্যদের। মারধরের জেরে রবিবার হাসপাতালে ভর্তি হয় আরফিন ও সাইনা। দুজনেই এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।

পরিবার সূত্রে খবর, এদিন সকালে খালপাড়া ফাঁড়ি থেকে ফোন যায় নজরুলের কাছে। জানতে চাওয়া হয়, আরফিন ও সাইনার পরীক্ষাকেন্দ্র কোথায়? এরপর ফের ফাঁড়ি থেকে ফের ফোন করে জানানো হয়, ওই দুই পরীক্ষার্থীর নাকি রবিবার রাতেই ডিসচার্জ হয়ে গিয়েছে। সেই কথা শুনে হাসপাতালে যান নজরুলের বৌদি জারিনা বেগম। এদিকে, খালপাড়া ফাঁড়ির ওসি তড়িঘড়ি আরফিন ও সাইনাকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। দুজনের জন্য জুতো, বোর্ড, পেন কিনে আনেন। এরপর পুলিশের ভ্যান পাঠিয়ে বাড়ি থেকে আনানো হয়

পরীক্ষা ভোগান্তি

- মাদক কারবারিদের হাতে জখম দুই পরীক্ষার্থীকে জোর করে ছুটি করায় পুলিশ
- হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়া হয় পরীক্ষাকেন্দ্রে
- সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে দুজনেই
- তড়িঘড়ি তাদের হাসপাতালে এনে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়

অ্যাডমিট কার্ড, স্কুলের ইউনিফর্ম।

জারিনার বক্তব্য, 'নার্সরা আমাদের দুই মেয়েকে ছাড়তে চাননি। পুলিশকে নার্সরা বলেছিলেন, হাসপাতালেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে। যদিও পুলিশ ওদের পরীক্ষাকেন্দ্রেই নিয়ে যেতে চাওয়ায় নার্সদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। এরপর আমাকে কার্যত জোর করেই ডিসচার্জ পেপারে সই করিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে পুলিশ।'

হাসপাতালেই ইউনিফর্ম পরিয়ে পুলিশের গাড়িতে চাপিয়ে আরফিন, সাইনাকে নিয়ে যাওয়া হয় পরীক্ষাকেন্দ্রে। এরপরই ঘটে বিপত্তি। পরীক্ষাকেন্দ্রেই অসুস্থ হয়ে যায় দুই পরীক্ষার্থী।

এরপর দশের পাতায়

ঢাকার রাস্তায় শিক্ষিকারা

ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ইটের বদলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা! শেখ হাসিনার অনলাইন বক্তৃতার জবাবে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' শুরু করেছে মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ১৫২১ জন। ধৃতদের প্রায় সবাই আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মী। এছাড়া 'প্রাক্তন' বিরোধী দল জাতীয় পার্টির কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিএনপি-র নেতারা ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেছেন। পরে বলেছেন, এই সরকার অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ।

তার মধ্যেই সোমবার বাংলাদেশে নাটকীয় ঘটনার কেন্দ্রে রইলেন নারীরা। হাসিনা-খালেদা দুজনেই বিদেশে। তাঁদের দেশের নারী শিক্ষকরা তুমুল বিক্ষোভে নামলেন রাস্তায়। প্রাথমিক শিক্ষকের

তসলিমার বইয়ের স্টল বন্ধ, চলছে ধরপাকড়

চাকরি পেয়েছিলেন তাঁরা। হঠাৎ সব বাতিল হয়ে গিয়েছে। শাহবাগ অঞ্চলে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা অবস্থান করেন বহু শিক্ষিকা। অনেকের কোলে ছিল শিশুসন্তান। পুলিশ তাদের তুলতে না পেরে শেষপর্যন্ত জলকামান ব্যবহার করে। তবে অনেক মহিলা শিশুসন্তানকে নিয়েই ভেজেন। পালিয়ে যান না।

এর পাশাপাশি ঢাকা বইমেলায় চর্চার কেন্দ্রে ছিলেন নারী। তিনিও হাসিনার মতো দেশছাড়া। তসলিমা নাসরিন। তাঁর একটি বই প্রকাশ হয়েছে অমর একুশে বইমেলায়। নাম চুম্বন। সেই বই তুলে নেওয়ার দাবিতে মৌলবাদীরা সোচ্চার হয়। পুলিশ শেষপর্যন্ত প্রকাশককে গ্রেপ্তার করে স্টলটিকে বন্ধ করে দিয়েছে।

সরকারের প্রধান ইউনূস অবশ্য বলেছেন, ভবিষ্যতে এভাবে স্টল

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

জাকিয়া জাফরি নেই, স্বস্তিতে মোদি

আশিস ঘোষ

এ মাসের প্রথম দিনটিতে নরেন্দ্র মোদিকে যথেষ্ট স্বস্তি দিয়ে চোখ বুজেছেন ৮৬ বছরের জাকিয়া নাসিম জাফরি। সেই ২০০২ থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ছিলেন মূর্তিমতী আতঙ্ক। বাকি দেশের কাছে তাঁর পরিচয়, তিনি প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরির স্ত্রী। ২০০২ সালে ভয়ংকর গুজরাট গণহত্যায় এহসানকে হারিয়েছিলেন তিনি।

ন্যায়বিচারের দাবিতে জাকিয়ার মাটি আঁকড়ে লড়াই তাঁকে পরিচিত করেছিল গোটা দেশে। ২২-২৩ বছর এ কোর্ট ও কোর্ট ঘুরে অন্যেরা যখন দম হারিয়ে ফেলে তখন তাঁর জেদি লড়াই নজর কেড়েছে সবার। আহমেদাবাদে চমনপুরা এলাকায় গুলবার্গা সোসাইটির পাঁচিলঘেরা আবাসন।

সেখানেই ৬৮ জনের সঙ্গে জীবন্ত পুড়ে ছাই হয়েছিলেন এহসান জাফরি। অন্যত্র থাকায় বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন জাকিয়া জাফরি। ঠিক তার আগের দিন গোদরা স্টেশনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন অযোধ্যা ফেরত ৫৯ জন করসেবক।

তারপর দাউদাউ বদলার আগুনে পুড়তে হয়েছিল গুজরাটকে। তখন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুলবার্গা সোসাইটিতে সেদিন আটকে পড়েছিলেন বহু মানুষ। প্রাক্তন সাংসদ জাফরি সাহেব ছিলেন গোটা আবাসনের বল-ভরসা। তিনি টানা ফোন করে যাচ্ছিলেন থানা, পুলিশ সর্বত্র। এমনকি দিল্লি থেকে মোদিকে ফোন করেছিলেন সোনিয়া গান্ধি। কোনও কাজ হয়নি। পুলিশ যতক্ষণে এসেছিল তাদের বিশেষ কিছু করার ছিল না। সবাই দেখেছে, বুঝেছে, কেউ কিছু বলেনি। ভিতরে ছটফট করছিলেন আটকে পড়া অসহায় মানুষ।

চার বছর পর ২০০৬ সালে জাকিয়া লিখিত অভিযোগ করেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও অভিযোগই নেয়নি। আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযোগ করেন। ২০২২ সালে জাকিয়ার অভিযোগ খারিজ করে সরকারের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)-কেই মান্যতা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। জাফরির সঙ্গে মামলা করেছিলেন বলে তিস্তা শীতলবাড়কেও সুপ্রিম কোর্ট জেলে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ বলে তাঁর তথ্যগুলো ভুয়ো। শেষমেশ ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পান তিস্তা। আর সেই ২০০৬ থেকে লাগাতার গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে নাছোড় লড়াইয়ে জাকিয়া হয়ে উঠেছিলেন বঞ্চিতের কণ্ঠস্বর।

এরপর দশের পাতায়

ভালোবাসার গল্প

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ শিলিগুড়ির এমনই এক অন্য কাহিনি

মৃত্যুর পরেও পুজো, মা-ই গোটা পৃথিবী

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : 'ও মা, মেরি মা, প্যায়ারি মা, মাম্মা!' বিনয় পাঠক অভিনীত 'দশভিদানিয়া' সিনেমাটি হয়তো অনেকেরই দেখা নেই। তবে কৈলাস খেরের গাওয়া মর্মস্পর্শী গানটি হয়তো শুনেছেন। মমত্ব কী তা এই সূত্রেই মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। সেই সিনেমায় বিনয় অভিনীত চরিত্র অমর নিজের মাকে ভালো রাখতে কোনও কসুরই রাখেননি। আর শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা শেখর পাত্র? যা করেছেন তা যে কোনও মাকে সন্তানসুখে পরিপূর্ণ করতে বাধ্য। খুব ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা'ই শেখরের পৃথিবী। তাঁকে প্রণাম করে দিন শুরু। সরস্বতীপুজো হোক বা লক্ষ্মীপুজো, সেই দিনগুলিতে আগে মায়ের পুজো করে তারপর নির্দিষ্ট দেবীর পুজো করতেন। সেই পর্ব আজও চলছে। আজকাল মায়ের প্রতি সন্তানদের বিরূপ আচরণের দুনিয়ায় এই উলটো ছবি মন ভালো করে দিতে বাধ্য।

ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে শেখর মাকেই নিজের জগৎ বানিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর বয়স যতই বেড়েছে সেই দুনিয়ার পরিধি ততই বড় হয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর ছেলেকে ঠিকমতো বড় করে তুলতে প্রমীলা প্রাণপণ পরিশ্রম করেছিলেন। সেই লড়াই দেখেই মা ছেলের 'রোল মডেল'। পুজোর কথা আগেই বলা হয়েছে। শেখর ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় থেকে এই অভিনব পুজো শুরু। পড়াশোনা শেষে শেখর পেশা হিসেবে গৃহশিক্ষকতাকে বেছে নেন। বাড়িতে পড়ুয়াদের পড়াতেন, কিন্তু মায়ের দিকেই সদাই নজর। প্রমীলার জন্য সবসময় তাঁর মনমতো খাবার তৈরি করা থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা, জামাকাপড়.... ছেলের কাজের শেষ নেই। প্রমীলার হাতে সবসময়ই একটি কলিংবেল থাকত। শেখর অন্য ঘরে থাকলেও তাঁকে ডাকতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সে কারণেই এমন ব্যবস্থা। মায়ের দেখাশোনায় যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য বিয়েও করেননি।

দেবীরূপে মাকে পুজো করছেন শেখর পাত্র (বাঁয়ে)। তখনও বেঁচে মা প্রমীলা ।

এরপর দশের পাতায়

টেডি বিয়ারের টাকা জোগাড়ে জোড়া ছাগল চুরি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রেমিকাকে ১৯০০ টাকার টেডি বিয়ার কিনে দেওয়ার জন্য দুটি ছাগল চুরি করে টাকা জোগাড়ের সিদ্ধান্ত নেন মহারাজাহাট এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গির। কিন্তু বিধি বাম। ছাগল নিয়ে টোটোতে পালানোর সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা। তারপরে কপালে জোটে প্রেমিকার মিষ্টি হাসির বদলে উত্তমমধ্যম মার। থানায় রাত কাটিয়ে আপাতত জামিন পেয়েছে প্রেমিক।

রবিবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার ভাঙ্গাবাড়ি এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম জাহাঙ্গির আলম। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহারাজাহাট এলাকায়। সব ঠিকঠাক চলছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি ছাগল চুরি করে টোটোর সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামের বাসিন্দারা পথ আগলে ধরে। ওই টোটোচালককে জিজ্ঞাসাবাদের সময় পরে সে স্বীকার করে দুটি ছাগল চুরি করেছে। এরপর শুরু হয় গণধোলাই। খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায়নিয়ে আসে।

ছবি : এআই

ধৃত টোটোচালক পুলিশকে জানিয়েছে প্রেমিকাকে প্রেম দিবস উপলক্ষ্যে টেডি বিয়ার কিনে দেওয়ার জন্যই এমন কীর্তি করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল দিনভর ছাগল চুরির উদ্দেশ্যে হেমতাবাদের বাঙ্গালবাড়ি, বামন গ্রাম সহ একাধিক জায়গায় চেষ্টা চালিয়েছিল জাহাঙ্গির। কিন্তু কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টোটো নিয়ে শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রওনা দেয়।

ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালার বাসিন্দা সাজ্জাদ আলির কথায়, 'দুটি ছাগল টোটোতে তুলে নেওয়ার পর পাগুলো নাইলনের রশি দিয়ে ভালো করে বাঁধে। কিন্তু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ছাগলের বিকট আওয়াজে এলাকার বাসিন্দা ও রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে থাকা লোকজন টের পেয়ে যায় ছাগলটিকে কেউ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, কিছুতেই স্বীকার করছিল না অভিযুক্ত। এরপর গণধোলাই দিলে সমস্ত রহস্য ফাঁস হয়।' গ্রামের লোক জানতে পারে, ভাঙ্গাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা শহিদুল রহমানের ছাগল চুরি করে অভিযুক্ত টোটোচালক নিয়ে যাচ্ছিল। আপাতত তার টোটোটি এলাকায় আটকে রাখা হয়েছে।

> দুটি ছাগলের পা দড়ি দিয়ে বেঁধে টোটোতে তোলে। কিন্তু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ছাগলের বিকট আওয়াজে এলাকাবাসী টের পেয়ে যান। প্রথমে ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অভিযুক্ত স্বীকার করছিল না। এরপর গণধোলাই দিলে সমস্ত রহস্য ফাঁস হয়।
>
> **-সাজ্জাদ আলি** বাসিন্দা, পানিশালা গ্রাম পঞ্চায়েত

গরুমারায় আসবে নতুন সদস্য

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : বন দপ্তর প্রশিক্ষিত কুকুরের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চলে মোট সাতটি প্রশিক্ষিত কুকুর রয়েছে। সেই সংখ্যা বাড়িয়ে জঙ্গল সুরক্ষাকে আরও শক্তপোক্ত করতে চায় বন দপ্তর। উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'আরেকটি প্রশিক্ষিত কুকুরকে বন দপ্তরে শামিল করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। সেই কুকুরটিকে আনা হবে গরুমারায়।' কবে নাগাদ নতুন এই সদস্য গরুমারায় যোগ দেবে তা পরিষ্কার জানা যায়নি।

জঙ্গল পাহারায় এই ধরনের প্রশিক্ষিত কুকুরের অবদান যথেষ্ট। জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় অন্যতম ভূমিকা নেয় এরা। জঙ্গলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে বন দপ্তরের আধিকারিক ও গোয়েন্দাদের যোগ্য সঙ্গ দেয় প্রশিক্ষিত কুকুর। রাজ্যজুড়ে বন দপ্তরের কাছে প্রশিক্ষিত কুকুরের সংখ্যা ৯। গরুমারায় অরল্যান্ডো নামের একটি স্নিফার ডগ আছে। ইতিমধ্যেই চোরাশিকারিদের খুঁজে পেতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে সে। গরুমারা জঙ্গলের একটি বাইসনকে মেরে তার মাংস খেয়েছিল বেশ কয়েকজন শিকারি। অরল্যান্ডোর তৎপরতায়, সেই শিকারি দলের খোঁজ পায় বন দপ্তর। পাশাপাশি জঙ্গল পাহারাতেও তৎপর থাকে অরল্যান্ডো। ২০২০ সালে অরল্যান্ডোকে গরুমারায় আনা হয়। তাকে দেখভালের জন্য একজন কর্মী নিযুক্ত আছেন। বন দপ্তর সূত্রে খবর, জলদাপাড়া, গরুমারা, দার্জিলিং ডিভিশন বক্সায় যে সকল স্নিফার ডগ রয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগই জার্মান শেফার্ড ও বেলজিয়াম ম্যালিনোইস প্রজাতির। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়ে থাকে।

তার পাশাপাশি নতুন আরও এক কুকুর যোগ দিলে জঙ্গল নিরাপত্তা বাড়বে বলেই আশা বন দপ্তরের।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার নিয়ে ছুটে যান সত্তরোর্ধ্ব সন্তোষ

পাড়ায় বইপ্রেমীদের 'সান্তাদাদু'

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১০ ফেব্রুয়ারি : সাধারণ বিশ্বাসে সকলের কাছে সান্তাক্লজ নিজের স্লেজগাড়ি করে আসেন কেবল বড়দিনের সময়। কিন্তু কোচবিহারের বেশ কিছু জায়গার বইপ্রেমীদের কাছে সান্তাদাদু আসেন প্রায় প্রতিদিনই। তবে, এই সান্তাদাদুর কাছে আগে ছিল সাইকেল আর এখন রয়েছে বাইক। আর ঝুলিতে রয়েছে নন্টে-ফন্টে থেকে শুরু করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শার্লক হোমস থেকে শুরু করে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সবকিছুই। আর যদি কেউ এসবের বাইরে অন্যকিছু পড়তে চায় তাহলেও সমস্যা নেই। অনায়াসে বেরিয়ে আসবে মাছ চাষের বই কিংবা ফুল চাষ এমনকি রান্নার বইও। তিনি গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সন্তোষ দে সরকার।

বয়স সত্তরের কোটা পেরিয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত এই সরকারি কর্মচারী ২০০৫ সালে তাঁর বাবা প্রমথচন্দ্র সরকারের স্মৃতিতে নিজের বাড়িতেই তৈরি করেছিলেন একটি লাইব্রেরি। তারপর হঠাৎই ভাবেন আরও বেশি মানুষের মধ্যে বইকে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা। ব্যাস, বাবার নামেই তৈরি করে ফেলেন 'প্রমথ চন্দ্র মেমোরিয়াল মোবাইল লাইব্রেরি'। সবমিলিয়ে প্রায় ১৫০০ বই রয়েছে তাঁর লাইব্রেরিতে। তাঁর কথায়, 'মানুষ পড়তে চায়। শুধু তার হাতে পছন্দের বইটা পৌঁছে দিতে হবে। সব বয়সের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বই আমার কাছে রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ঘুরে সকলকে তাঁর পছন্দের বই হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করি।' তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে একজনও যদি পাঠক তৈরি হয়, তাহলেই তিনি নিজেকে সফল মনে করবেন বলে তিনি জানান।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার নিয়ে পাঠকের কাছে সন্তোষ দে সরকার। কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

> মানুষ পড়তে চায়। শুধু তার হাতে পছন্দের বইটা পৌঁছে দিতে হবে। সব বয়সের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বই আমার কাছে রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ঘুরে সকলকে তাঁর পছন্দের বই হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করি।
>
> **-সন্তোষ দে সরকার**

আগে এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার নিয়ে বিভিন্ন শহর এবং শহরতলিতে ঘুরে বেড়ালেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য এখন বেশি দূরে যেতে পারেন না। তারপরেও সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন তাঁর বাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। আর তাঁর গাড়ির আওয়াজের অপেক্ষাতেই যেন থাকেন পাঠকেরাও। যেমন, এদিন গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে তাঁর গাড়ির শব্দ শুনেই কার্যত আসে স্কুল পড়ুয়া সোনামণি, প্রিয়ম সহ আরও অনেকে। তাদের এক-একজনের এক-একরকম বইয়ের আবদার। হাসিমুখে তাদের সেই দাবি মেটান সন্তোষ। এতসবের মধ্যে অবশ্য কে কোন বই নিচ্ছে, কে কোনটা ফেরত দিল সে সমস্তটাও তুলে রাখেন নির্দিষ্ট রেজিস্টার খাতায়।

পাঠকদের বই পড়ানোর জন্য সন্তোষের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিক্ষক তথা কবি সুবীর সরকার। তাঁর কথায়, 'সন্তোষদা যে কাজটা করছেন তাকে নিঃসন্দেহে কুর্নিশ জানাতে হয়। উনি বাড়িতে বাড়িতে বই পৌঁছে দিয়ে নতুন পাঠক তৈরি করছেন। এধরনের কাজ আজকের দিনে অত্যন্ত দরকারি।'

বুক ফেয়ারের প্রশংসায় বালকৃষ্ণ

হরিদ্বার, ১০ ফেব্রুয়ারি : নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন পতঞ্জলি যোগপীঠের জেনারেল সেক্রেটারি আচার্য বালকৃষ্ণ। প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা ছিলেন তিনি। বালকৃষ্ণ বলেন, 'ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ারের মতো আয়োজন জনোপযোগী, যাতে বিশ্বস্তরীয় জ্ঞান সম্পৃক্ত সাহিত্য সুলভে পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, 'পতঞ্জলি যোগ-আয়ুর্বেদকে বিশ্বস্তরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।' যোগের বিষয়ে আচার্যের মন্তব্য, 'এটা গৌরবের যে যোগ আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ যদি সমানভাবে কোনও শব্দের অর্থ বুঝে থাকেন, সেটা হল যোগ। তাঁরা গভীরভাবে না জানলেও এটা জানেন যে, যোগ হল কিছু ব্রিদিং এক্সারসাইজ, ফিজিকাল এক্সারসাইজ, কিছু আসন এবং প্রাণায়ামের বিষয়।'

ভারত-ভুটান মৈত্রী বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভারত-ভুটান ফ্রেন্ডশিপ মিট (মৈত্রী বৈঠক) আয়োজিত হল শিলিগুড়িতে। দুই দেশের সীমান্ত এলাকার মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেখানে। সোমবার ইন্দো-ভুটান ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন ও ভুটান-ইন্দো ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভারতের পক্ষে রাজ বসু, বিবেক বৈদ, সঞ্জয় টিব্রুয়াল, ভুটানের পক্ষে দাসো সোনম তবগে, দাসো থিনলে দোরজি উপস্থিত ছিলেন।

কর্মখালি

পঃ বঙ্গে সব জেলায় Receptionist, Delivery Boy, Bank-এ D.S.O.-এর জন্য M/F প্রয়োজন। বেতন 14300 - 17700/-। M : 9679368850. (M/M)

•

কোচবিহারে বোলেরো পিক আপ গাড়ির জন্য ড্রাইভার চাই। মাসিক বেতন : ১৫,০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। ছুটি নিলে বেতন কাটা যাবে। M : 8972664987. (C/113199)

•

আমেরিকান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংস্থায় 2/3 ঘণ্টা সময় দিয়ে কাজ করে নিজের ইচ্ছে মতন আয় করুন। 8250680866. (K)

•

Company Secretary Girls Need Monthly 15000. (M) 9475927759. (C/114835)

•

শীঘ্র পুরুষ কর্মচারী চাই Restaurant ব্যবসার জন্য। Salary-10,000-12,000. স্থান-শিবমন্দির (নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটির পাশে)। বাইরের কর্মচারীর জন্য থাকা-খাওয়ার সুবিধা আছে। (M)-89670-75800. (C/114836)

অ্যাফিডেভিট

গত 05-02-2025 তারিখে EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি শুভাশিস রায় থেকে শুভাশিস দেবনাথ হইলাম। শুভাশিস দেবনাথ এবং শুভাশিস রায় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/114716)

E-TENDER

E-tenders are invited for : Installation of leaded Doors and taking out Ventilations from X-Ray Unit at Rambi Rural Hospital, Kalimpong, GTA. (2nd Call) (Tender ID : 2025_HFW_813182_1) (Last Date : 16.02.2025) within 05:00 P.M.
For details visit: **www.wbtenders.gov.in** The CMOH Office, Kalimpong, Email : **cmohkalimpong1@gmail.com**

Sd/- CMOH & Member Secretary, DH & FW Samity, Kalimpong.

Office of the Panchayat Samity
Tufanganj-I Panchayat Samity
Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide this office Memo No.391, NIT NO-15(EO)/2024-25 Dated : 10-02-2025. Last date of Bid submission is available slot as per website. Intending tenderers may contact this office for details.

Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-I Panchayat Samity

আজ টিভিতে

কৌশিকীর মেয়ের বিরুদ্ধে হামলার ষড়যন্ত্র করল কে?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ পরিবার, ১০.০০ শক্তি, দুপুর ১.০০ গ্যাঁড়াকল, বিকেল ৪.০০ রাজা রানি রাজি, সন্ধে ৭.৩০ বারুদ, রাত ১০.৩০ বদলা, ১.০০ মেঘে ঢাকা তারা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অন্যায় অত্যাচার, দুপুর ২.৩০ লোফার, বিকেল ৫.৩০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ৯.০০ দাদার কীর্তি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.২০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.২০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.১০ জোর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বনশ্রী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয় বিজয়

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৫ কুগল কুটাপ্পা, ২.২৫ সিম্বা, বিকেল ৫.৩১ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, রাত ১১.৩০ নবরত্ন

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৭ সিটিলাইটস, দুপুর ২.০৯ থালাইভি, বিকেল ৪.৩৩ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, সন্ধে ৬.২৬ অ্যাটাক, রাত ৯.০০ গল্লি বয়, ১১.৪২ সাহেব বিবি অওর গ্যাংস্টার-থ্রি

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.০০ পুলিশওয়ালা, দুপুর ২.১৫ সূর্যবংশম, বিকেল ৫.১৫ ডর @ দ্য মল, রাত ৮.১৫ নো পার্কিং, ১০.৪৫ চার্মস বন্ড

এমএনএস : দুপুর ১.০০ ওয়াইল্ড কার্ড, ২.২৫ সাংহাই নাইটস, বিকেল ৪.১৫ এলিয়েন্স ইন দ্য অ্যাটিক, বিকেল ৫.৪০ দ্য গিভার, সন্ধে ৭.১০ দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি, রাত ৯.০০ নন স্টপ, ১০.৪৫ ড্রাগনবল ইভোলিউশন

বারুদ সন্ধে ৭.৩০
কালার্স বাংলা সিনেমা

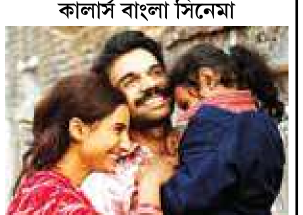

সিটিলাইটস বেলা ১১.৪৭
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

মিউন বিকেল ৩.১০ **রমেডি নাউ**

ভ্যালেন্টাইন পর্বে আজ প্রমিস ডে উপলক্ষ্যে পূজা মিত্র এবং শুভজিৎ সাঁতরা রাঁধবেন **বাটার ফ্রি ক্রিম ডিলাইট এবং চেরি ব্যানানা স্মুদি।**
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

বাংলাদেশি সহ গ্রেপ্তার তিন

পতিরাম, ১০ ফেব্রুয়ারি : পতিরামের একটি বাড়ি থেকে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতরা হলেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গির কবির (৫১) এবং মোহাম্মদ সাহিন শেখ (৩১)। জাহাঙ্গির কবিরের বাড়ি গাইবান্ধার ডেভিড কোম্পানি পাড়ায়। সাহিন শেখের বাড়ি রংপুরের চর বিশ্বনাথ গ্রামে। তাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ বাড়ির মালিক তৌহিদ মণ্ডল ওরফে টুকুকেও (৪৩) গ্রেপ্তার করে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জোতগোপালে একটি বাড়িতে দুই বাংলাদেশি আশ্রয় নিয়েছে। সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে জাহাঙ্গির কবির এবং মোহাম্মদ সাহিন শেখ এবং বাড়ির মালিক তৌহিদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো সোমবার বলেন, 'দুই বাংলাদেশি এবং ভারতে তাদের আশ্রয়দাতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' সীমান্তে কঠোর নজরদারির পরেও দুই বাংলাদেশি কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করল, তা নিয়ে রীতিমতো ধন্দে পুলিশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দু'দিন আগে রায়গঞ্জ স্টেশনে ধরা পড়ে দুই বাংলাদেশি। এরা হল মহম্মদ রাশেদুল ইসলাম (২৮) এবং মহম্মদ রফিকুল মিয়াঁ (৩৫)। রাশেদুলের বাড়ি বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার কদমতলায়। রফিকুলের বাড়ি গাইবান্ধার মহেশপুরে। শনিবার রাত ১১টায় স্টেশনে এই দু'জনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে জিআরপির সন্দেহ হয়। তারা পিসি পার্টিকে ফোন করে। পিসি পার্টি স্টেশনে পৌঁছে ওই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বাংলাদেশি বলে স্বীকার করে।

হুজুরের মাজারে জ্বলবে না ধূপকাঠি ও মোমবাতি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : বহু বছরের ঐতিহ্য ভাঙতে চলেছে হুজুর সাহেবের একরামিয়া ইসালে সাওয়াব কমিটি। এবছর হুজুরের মাজার চত্বরে ধূপকাঠি ও মোমবাতি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি সেগুলি জ্বালানো যাবে না বলে জানানো হয়েছে কমিটির তরফে। কমিটির সভাপতি তথা বংশধর গদ্দিনসিন হুজুর খন্দকার মহম্মদ নুরুল হকের কথায়, 'এবছর হুজুরের মাজারে ধূপকাঠি ও মোমবাতি জ্বালানো যাবে না। পরিবর্তে ফুল ও চাঁদোয়া দেওয়া যাবে।' সম্পাদক লুৎফর রহমান, কোষাধ্যক্ষ নূর নবিউল ইসলামরা বলেন, 'যানজটমুক্ত করার উদ্দেশ্যে রাস্তা থেকে দেড় ফুট ছেড়ে দোকানগুলিকে বসতে বলা হয়েছে। তবে মাজারে প্রবেশ পথে কোনও দোকান বসতে দেওয়া হবে না। পাশাপাশি মেলা চত্বরে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে।'

এবছর যাতে সুষ্ঠু ভাবে মেলা আয়োজন করা যায় সেজন্য সোমবার হুজুর মাজার চত্বরে একটি প্রশাসনিক সভা আয়োজন করা হয়েছিল। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল, বিডিও রেনজি লামো শেরপা, মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই, এসডিপিও আশিস পি সুব্বা, বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার সাজন সাহা, পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হীরক বিশ্বাস, দমকল কেন্দ্রের ওসি গোবিন্দ বর্মন সহ হুজুরের বংশধর এবং ইসালে সওয়াব কমিটির সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ধূপকাঠি ও মোমবাতির বিষয়টি সহ অন্যান্য ব্যাপারে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বললেন, 'কুম্ভ মেলায় অগ্নিকাণ্ডের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে নিরাপত্তা স্বার্থে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

হলদিবাড়ির হুজুরের মাজার চত্বরে ভিড়। -ফাইল চিত্র

হতাশ ব্যবসায়ীরা

- ঐতিহ্য ভাঙতে চলেছে ইসালে সওয়াব কমিটি
- ফুল ও চাঁদোয়া দেওয়া যাবে
- কুম্ভমেলার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এমন সিদ্ধান্ত
- এমন সিদ্ধান্তে হতাশ ব্যবসায়ীরা

এদিকে ধূপকাঠি ও মোমবাতি জ্বালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায় হতাশ ওই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। মেলার দিনগুলিতে মাজার চত্বরে একশো থেকে দেড়শো দোকানদার ধূপকাঠি ও মোমবাতি নিয়ে বসেন। কিন্তু এমন সিদ্ধান্তে তারা এবছর ব্যবসা করতে পারবেন না।

স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হক বলেন, 'প্রায় পাঁচ বছর ধরে ওই দিনগুলিতে মাজার চত্বরে ধূপকাঠি ও মোমবাতির ব্যবসা করে এসেছি। এতে ভালো লাভ হতো। কিন্তু এবছর ফুল নিয়ে বসতে হবে।'

NOTICE
Contractual Engagement Under Mid-Day-Meal Section

Applications are invited from eligible candidates for engagement to contractual post of 'Accountant' and 'Assistant Accountants' under Mid-Day-Meal Section, Office of the District Magistrate, Cooch Behar. May visit www.coochbehar.gov.in for details [Employment Notice No. 02/MDM/CBR dated 10.02.2025].

Sd/-
Additional District Magistrate (Dev)
Cooch Behar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বর, জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। **বৃষ :** বহুদিনের কোনও বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **মিথুন :** কর্মক্ষেত্রে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। ব্যবসার জন্যে অতিরিক্ত ধার করা ঠিক হবে না। **কর্কট :** আজ কোনও বন্ধুর সহায়তা পেয়ে লাভবান। মেয়ের চাকরির খবরে আনন্দ। **সিংহ :** অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবে। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। **কন্যা :** বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। ব্যবসায় আজ বাড়তি লাভ হতে পারে। **তুলা :** অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যা হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** সন্তানের জন্যে উদ্বেগ কেটে যাবে। বাবার পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটবে। **ধনু :** স্বনিযুক্ত প্রকল্পে আজ সাফল্য মিলবে। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **মকর :** পরিশ্রমে কাটবে দিনটি। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে ভুল করবেন। **কুম্ভ :** ব্যবসার জন্য বাড়তি ঋণ করতে হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **মীন :** পরিবারের কোনও সদস্যের কূটকচালে সংসারে অশান্তি। আজ কাউকে টাকা ধার দেবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২২ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ২৮ মাঘ, সংবৎ ১৪ মাঘ সুদি, ১২ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৫।২৬। মঙ্গলবার, চতুর্দশী রাত্রি ৬।৫৮। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ৬।৫৭। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৯।৫০। গরকরণ দিবা ৭।৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৬।৫৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৬।৫৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, রাত্রি ৬।৫৮ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৭।৪১ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩ গতে ৮।৩৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৩।২২ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৬।৫৮ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৬।৫৮ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৮।১৭ গতে ১০।৩৭ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।৩০ মধ্যে ও ৩।১৭ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৬ মধ্যে ও ৮।৫৪ গতে ১১।২২ মধ্যে ও ১।৫০ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জীবনের বড় পরীক্ষায়...

নির্বিঘ্নেই প্রথম দিন

সাগর বাগচী ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে শেষমুহূর্তে কেউ চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে বইয়ের পাতায়, কেউ আবার ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হচ্ছে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে। ভয়ে ভয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকলেও পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় পরীক্ষার্থীদের মুখের চওড়া হাসি জানান দিয়েছে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় প্রথম দিনে ভালোভাবেই উতরাতে পেরেছে তারা।

পড়ুয়াদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে পুলিশ মোতায়েন ছিল। পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে পুলিশের তরফে ফুল, পেন, চকোলেট দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে সোমবার থেকে শুরু হওয়া এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই মিটল শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিং জেলাজুড়ে। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার পাশাপাশি কালিম্পং ও দার্জিলিং শিক্ষা জেলাতেও এদিন সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের ছাত্র স্বস্তিক সরকার পরীক্ষা শেষে বলল, 'এত সহজ প্রশ্নপত্র হবে ভাবিনি। ভালো নম্বর আশা করছি।' পরীক্ষা ভালো হয়েছে বলে জানায় স্বস্তিকের বন্ধু মানব তালুকদারও। রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী কৌশল্যা বর্মনের কথায়, 'স্কুলে যা যা পড়ানো হয়েছিল সব মন দিয়ে পড়েছিলাম। তাই উত্তর লিখতে কোনও অসুবিধা হয়নি।' 'খুব চিন্তায় ছিলাম তবে প্রশ্নপত্র দেখে খুশিতে সব প্রশ্নর উত্তর লিখেছি', বলে জানাল শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী প্রিয়াংকা দাস।

এদিকে পরীক্ষা দিতে এসে অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছিল হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে আসা রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠের এক ছাত্রী। বিষয়টি নজরে আসতেই দ্রুত রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করেন বুদ্ধভারতী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অনিন্দ্য মিশ্র। অনিন্দ্যর কথায়, 'ওই ছাত্রীর স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তার স্কুল থেকে অ্যাডমিট কার্ডের ফোটোকপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে কড়া নজরদারিতে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ করানো হয়। শিলিগুড়ির পাশাপাশি পাহাড়ের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতেও বাড়তি নজর ছিল পর্যদের। কালিম্পং জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের কথায়, 'প্রথম দিনের পরীক্ষায় কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।' অন্যদিকে, দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় মোট ৩৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ৪৮০৯ জন পরীক্ষায় বসে। সেখানেও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিদ্যালয় পরিদর্শক টি বিশ্বাস জানিয়েছেন।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হাইস্কুলের দুজন ছাত্রী শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে এবং মহানন্দা বিদ্যামন্দির স্কুলের একজন ছাত্রী ও হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী স্কুলের একজন ছাত্রী উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়েছে।

ফাঁসিদেওয়াতেও প্রথম দিন নির্বিঘ্নেই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। এদিকে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে কুস্মিতা টোপ্পো নামে এক পরীক্ষার্থী। তাকে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকেই পরীক্ষা দেয় সে। অন্যদিকে, পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাওয়ায় সুশীল কুজুর নামে এক পরীক্ষার্থীকে ঘোষপুকুর থানার পুলিশ গাড়িতে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়।এদিকে, ইসলামপুরে অ্যাডমিট কার্ড ভুলে পরীক্ষাকেন্দ্রে চলে আসে সুহানা পারভিন নামে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরে সিভিক ভলান্টিয়ারের সাহায্যে বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ড এনে পরীক্ষায় বসে ওই পরীক্ষার্থী।

তথ্য সহায়তা : সৌরভ রায়, মহম্মদ আশরাফুল হক, শুভজিৎ চৌধুরী

কোথায় কত

- কালিম্পং জেলায় মোট ১৭টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ৩২১১ জন পরীক্ষায় বসেছে
- ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ২৪২৪ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে
- শিলিগুড়িতে প্রথম দিন ২৬৬ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল
- গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়ায় প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসে

প্রথম দিনের পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে উল্লাস ছাত্রীদের। সোমবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা পুলিশের

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথমদিনে রাস্তাঘাটে পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যায় না পড়তে হয় তার জন্য সোমবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে পুলিশের তরফে তাদের হাতে বিভিন্ন উপহারও তুলে দিতে দেখা যায়।

প্রথমদিনের পরীক্ষা শেষে হাসিমুখে মার্গারেট স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছিল নমিতা রায়। গেটের সামনে আসতেই কয়েকজন পুলিশকর্মী তাকে এগিয়ে দিলেন ফুল ও পেন। নীলনলিনী বিদ্যামন্দিরে ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং উপস্থিত থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে গোলাপ ও চকোলেট তুলে দেন। তিনি বলেন, 'পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতেই আমাদের এই উদ্যোগ।'

এদিন শহর ও শহরতলিতে সকাল থেকেই ট্রাফিক সামলাতে দেখা যায় ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে তিনবাত্তি মোড়, ফুলবাড়ি বাজার, ফুলবাড়ি ব্যারেজ রোড, বন্ধুনগরে পুলিশের তরফে হেল্প ডেস্ক করা হয়। অন্যদিকে, হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী স্কুলে এদিন ফুল হাতে দেখা যায় ভক্তিনগর থানার পুলিশকর্মীদের। পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসা পরীক্ষার্থীদের ফুল দিতে দেখা যায় তাঁদের। এনজেপি রেল কলোনি হাইস্কুলেও পরীক্ষার্থীদের গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা জানান এনজেপি থানার পুলিশকর্মীরা।

অন্য গল্প লিখল চার পড়ুয়া

পরীক্ষাকেন্দ্রে দৃষ্টিহীন তিন পরীক্ষার্থী জ্যোতি কুমারী, জিরকু ওরাওঁ এবং শুভম মুন্ডা। ফাঁসিদেওয়ায়। -সংবাদচিত্র

স্বপ্নপূরণে আলো ছড়াচ্ছে জ্যোতিরা

ফাঁসিদেওয়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : আসলে বড় স্বপ্ন দেখার জন্য চোখে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক নয়। জেদ এবং অধ্যবসায় জরুরি। তা প্রমাণ করে দিল বিধাননগরের তিন দৃষ্টিহীন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। রাইটারের সহায়তায় জীবনের বড় পরীক্ষায় বসল তারা। পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময় তাদের মুখের হাসি বলে দিচ্ছিল স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়েই গেল।

তারা সকলেই দৃষ্টিহীন। ভিমবার স্নেহাশ্রম দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে থাকে সকলেই। বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র থেকে জ্যোতি কুমারী, জিরকু ওরাওঁ এবং শুভম মুন্ডা এবছর মাধ্যমিক দিচ্ছে।

জ্যোতি বলে, 'ফাইনাল পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় নার্ভাস লাগছিল। পরীক্ষা ভালো হয়েছে।' জিরকুর কথায়, 'রাইটাররা আমাদের জন্য লিখে দিয়েছে। স্কুলের তরফে সকলেই সহযোগিতা করছে।' শুভম বলে, 'বাকি সকল পরীক্ষার্থীর মতো আমরাও পরীক্ষা দিয়েছি। খুব ভালো লাগছে।' ওদের সকলেই সংগীত ভালোবাসে। পড়াশোনা করতে সকলেই রেলওয়েতে চাকরি করতে চায় বলে জানিয়েছে। দেবস্মিতা চক্রবর্তী জ্যোতির হয়ে এদিন পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে বলে, 'এমন সুযোগ পেয়ে খুব ভালো লেগেছে।' জিরকু ও শুভমের হয়ে পরীক্ষা দেয় আয়ুষ দাস এবং বিপ্রতীপ পাল।

মাধ্যমিকে বসল বিশেষভাবে সক্ষম শ্রেয়ান

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : অদম্য জেদ ও ইচ্ছাশক্তিকে সম্বল করে রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দিল শ্রেয়ান বর্মন। বরদাকান্ত হাইস্কুলের বিশেষভাবে সক্ষম এই ছাত্রের মাধ্যমিকের সিট পড়েছে শিলিগুড়ির নেতাজি হাইস্কুলে। সোমবার বাকিদের সঙ্গে সেও এসেছিল পরীক্ষা দিতে। কেমন হল পরীক্ষা? প্রশ্নের উত্তরে শ্রেয়ান বলল, 'ভালোই হয়েছে।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রেয়ানের মস্তিষ্কের বিকাশ ঠিকমতো হয়নি। সে বিশেষভাবে সক্ষম। কিন্তু পড়াশোনায় আগ্রহ খুব। এবছর রাইটারের সাহায্য নিয়ে মাধ্যমিকে বসেছে সে। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় কি একটু ভয় হচ্ছিল? আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ছাত্রটি জানাল, 'সারাবছর পড়াশোনা করেছি। তাই কোনও ভয় নেই।' এই পরীক্ষার্থীর জন্য পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্কুলের তরফে।

নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ জানালেন, বাড়তি সময় না নিয়েই পরীক্ষা শেষ করেছে শ্রেয়ান.শান্তিনগরের বাসিন্দা পরীক্ষার্থী বলেছে, ' দিনে সাত ঘণ্টা পড়াশোনা করেছি। বাড়ি গিয়ে ইংরেজি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেব।'

শ্রেয়ানের রাইটার বরদাকান্ত স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র কর্ণজিৎ নন্দী। তার কথায়, 'পরের বছর আমিও পরীক্ষা দেব। রাইটার হওয়ার সুবাদে মাধ্যমিক কেমন হয়, তা বুঝতে পারলাম।' অন্যদিকে, ছেলের মাধ্যমিক পরীক্ষা ভালো হোক, তাই প্রার্থনা করছেন শ্রেয়ানের বাবা তপন বর্মন। তিনি বলেন, 'ছেলের মস্তিষ্কের বিকাশ ঠিকমতো না হওয়ার জন্য রাইটারের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। ও ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনা করতে খুব ভালোবাসে।'

বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্ক খড়িবাড়িতে

খড়িবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই খড়িবাড়ি হাইস্কুল এবং খড়িবাড়ি তারকনাথ সিঁদুরবালা বালিকা বিদ্যালয়ের বাইরে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে টাঙানো সিটিং অ্যারেজমেন্ট ফ্লেক্স নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। কিন্তু কী রয়েছে ওই ফ্লেক্স দুটিতে? দেখা যায় ফ্লেক্স দুটির নীচে একটি বেসরকারি কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের বিজ্ঞাপন দেওয়া রয়েছে। এও জানা যায়, যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের বিজ্ঞাপন রয়েছে সেই কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি খড়িবাড়ি হাইস্কুলেরই আইসিটি নিয়োজিত কম্পিউটার প্রশিক্ষক উজ্জ্বল চকদারের। যদিও বিতর্ক তৈরি হতেই ফ্লেক্সগুলি খুলে নেওয়া হয়।

যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সেই শিক্ষক অবশ্য দাবি করেন, 'দুটি স্কুলের থেকেই প্রধান শিক্ষিকাদের অনুমতি নিয়ে ফ্লেক্স ছাপানো ও লাগানো হয়েছে।' যদিও বিতর্কের মুখে পড়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়ে খড়িবাড়ি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সাধনা সাহা বলেন, 'বিষয়টি এতটা গভীরভাবে ভাবিনি। কাজটা ঠিক হয়নি।' প্রায় একই কথা বলেন তারকনাথ সিঁদুরবালা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সঞ্চিতা সরকার। তাঁর কথায়, 'ভুল হয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লেক্সগুলি খুলে ফেলা হয়েছে।'

এই অভিযোগও উঠেছে যে, খড়িবাড়ি স্কুলের ওই কম্পিউটার প্রশিক্ষক দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলে বসে বাইরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুলে ব্যবসা চালাচ্ছেন। খড়িবাড়ি হাইস্কুলের আইসিটি নিয়োজিত কম্পিউটার ওই প্রশিক্ষকের নিজের বেসরকারি কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি রয়েছে খড়িবাড়ি ফুলবরজোত এলাকায় তারকনাথ সিঁদুরবালা বালিকা বিদ্যালয়ের পাশেই। নিজের কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ছাত্রছাত্রী টানতেই তিনি এই ফ্লেক্সগুলি ঝুলিয়ে দেন।

খড়িবাড়ির একটি সরকার অনুমোদিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের কর্ণধার বিশ্বজিৎ রায় অভিযোগ, 'কীভাবে সরকারি পরীক্ষায় স্কুলের ভেতরে এভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ বেসরকারি সংস্থার বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। দ্রুত উপযুক্ত পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি।'

ভূমি দপ্তরের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ

মনজুর আলম

চোপড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া বিএলএলআরও দপ্তরে গত পাঁচ মাস ধরে মিস কেসের শুনানি বন্ধ। তাছাড়াও একাধিক ক্ষেত্রে পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। দিনের পর দিন দপ্তরে ঘুরেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না বলে একাংশ এলাকাবাসীর অভিযোগ। চোপড়ার বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, নিয়ম মেনে সব কাজই হচ্ছে। এমনকি মিস কেস সংক্রান্ত ব্যাপারেও নিয়ম মেনে আবেদনও নেওয়া হচ্ছে।

দপ্তর সূত্রে খবর, গত বছর সেপ্টেম্বরে একটি মিস কেসের শুনানি নিয়ে দপ্তরে সমস্যা হয়। ঘটনার পরই তৎকালীন মহকুমা শাসক দপ্তরের মিস কেস সংক্রান্ত শুনানি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

তবে শুধু মিস কেসই নয়, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেরই অভিযোগ, মিউটেশন, নট ফাউন্ড ও রেকর্ড সংক্রান্ত সমস্যা ঘিরেও তাঁরা হয়রান হচ্ছেন। বিএলএলআরও অফিসের প্রবীণ মুহুরিদের মধ্যে মনসুর আলম বলেন, 'নট ফাউন্ড সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। যে সমস্ত তথ্য অনলাইন পাওয়া যাচ্ছে না, সে ব্যাপারে কোনওরকম সহযোগিতা মিলছে না। সাধারণ মানুষকে এব্যাপারে হয়রান হতে হচ্ছে।' দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে অফিসের ভুলেই রেকর্ডে তথ্য সংক্রান্ত ভুল রয়েছে, এসব ক্ষেত্রে কয়েকমাস ধরে মিস কেসের শুনানির আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে না।

অন্যদিকে, চোপড়া বিএলএলআরও অফিসের মুহুরিদের ব্লক কমিটির সম্পাদক আব্দুল হালিম জানাচ্ছেন, অন্তত চার হাজার মিউটেশন পেন্ডিং রয়েছে। মিস কেসের ক্ষেত্রে আগের অন্তত তিন হাজার আবেদন ফাইলবন্দি হয়ে আছে। এদিকে, চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতে দুটি মৌজায় জমি রেকর্ডের কাজ নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে দপ্তরে ঘুরেও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৩ এবং ৭৩ নম্বর মৌজায় দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলছে। এলাকার কয়েক হাজার মানুষ বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন করতে না পেরে ফুঁসছেন।

যদিও, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ সিংহ বলছেন, নট ফাউন্ড ও মিউটেশন সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে এটা বলা ঠিক হবে না। কাগজপত্র সঠিক থাকলে এসব কাজ হচ্ছে। আর মাঝে দুয়ারে দরকার কর্মসূচির শিবিরে কিছুটা দেরি হয়েছে। প্রদীপের সংযোজন, 'মিস কেস শুনানি চালু করার অনুমতি সংক্রান্ত ব্যাপারে বর্তমান মহকুমা শাসকের কাছে শীঘ্রই আবেদন জমা করা হবে।'

লোকালয়ে হরিণ

নকশালবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের হুচাই মল্লিকজোতে সোমবার সকালে একটি হরিণের দেখা মেলে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তেই হরিণটিকে দেখতে গ্রামবাসী ভিড় জমাতে শুরু করেন। স্থানীয়রাই খবর দেন বাগডোগরা বন দপ্তরকে। পরে বন দপ্তরের কর্মী, আধিকারিকরা এসে হরিণটিকে উদ্ধার করেন।

বাগডোগরা বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানান, হরিণটির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর হরিণটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বিনামূল্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিল ফুলবাড়ি ই-অটো ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পরীক্ষার কয়েকদিন বিনামূল্যে ই-অটো পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে এসে যানবাহনের সমস্যার কারণে সঠিক সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে না। বিষয়টিকে মাথায় রেখে পরীক্ষার প্রথম দিনে ২০টি ই-অটো ফুলবাড়ি এবং শিলিগুড়িতে পরিষেবা দেয়।

সংগঠনের সদস্য সুব্রত মজুমদারের কথায়, 'যাতায়াতে পরীক্ষার্থীরা যাতে কোনওরকম দুশ্চিন্তা ছাড়াই নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে। তাই এমন উদ্যোগ।' পরীক্ষার দিনগুলোতে পরীক্ষার্থীরা অ্যাডমিট কার্ড দেখালেই এই সুবিধা পাবে। এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরাও।

পাশে পুলিশ, বন দপ্তর

খোকন সাহা ও কার্তিক দাস

বাগডোগরা ও খড়িবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : কার্সিয়াং বন বিভাগের বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে ২৮৪ জন। এই এলাকার পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষিতভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং পরীক্ষা শেষে বাড়ি পৌঁছানো বন দপ্তর, পুলিশের কাছে বেশ চ্যালেঞ্জের। তবে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় কোনও খামতি রাখেনি দুই বিভাগ। প্রথমদিন সকল পরীক্ষার্থী নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পেরেছে বলে কার্সিয়াং বন দপ্তর এবং প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার যে সকল পরীক্ষার্থী এবছর পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের এনবিএসটিসির বাস, বন দপ্তরের গাড়িতে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং পরীক্ষার পরে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের তরফে পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন সহায়তা করা হয়। বাগডোগরা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীর পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল গোঁসাইপুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হাইস্কুলে। কিন্তু তারা ভুল করে শুভমায়া সূর্য নারায়ণ হিন্দি হাইস্কুলে চলে যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিক গার্ডের পুলিশকর্মীরা তাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হাইস্কুলে পৌঁছে দেন।

অন্যদিকে, টুকুরিয়াঝাড় বনাঞ্চল লাগোয়া খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ এলাকার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিল বন দপ্তর। পরীক্ষার্থীদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয় বন দপ্তরের তরফে। সেই বাসে করেই বুড়াগঞ্জের হাতিডোবা থেকে পরীক্ষার্থীদের নকশালবাড়ি পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঐরাবতে করে পরীক্ষার্থীদের পৌঁছে দিচ্ছেন কার্সিয়াং বনবিভাগের কর্মীরা। সোমবার। -সংবাদচিত্র

বাজারমুক্ত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল চত্বর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্থায়ী বাজার তুলে দেওয়া হচ্ছে। ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ব্যবসায়ীদের দোকান ভেঙে নিয়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় প্রশাসনই দোকান ভেঙে দেবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'বাজার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুলিশকে বলা হয়েছে। পুলিশের তরফেই বাজার সরানোর কাজ হচ্ছে।' অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে, বাজারের প্রতিটি দোকান নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী শনিবারের মধ্যে ব্যবসায়ীদের দোকান সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে।

অতীতে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দোকান, বাজার ছিল। ২০১৩ নাগাদ রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্লাড ব্যাংকের পিছনে ফাঁকা জায়গায় বাজার বসানো হয়। সেখানেই সমস্ত ব্যবসায়ীকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই বাজার নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে। এখানে বহিরাগতদের আনাগোনার পাশাপাশি মদ, গাঁজার কারবার চলছিল বলে অভিযোগ। পাশে রয়েছে মেডিসিন, প্রসূতি, শিশুদের বিশেষ ওয়ার্ড। অথচ বাজারে গ্যাস জ্বালিয়ে দিব্যি চলে রান্নাবান্না। এখানে প্রচুর হোটেল, চায়ের দোকানও রয়েছে। কিছুদিন আগে আগুনে দুটি দোকান পুড়ে গিয়েছিল।

ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) প্রতিনিধিরা মেডিকেল পরিদর্শনে এসে বাজার নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। মেডিকেল কর্তারা বাজার তুলে দেওয়ার বিষয়ে সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য এতদিন কোনও পদক্ষেপ হয়নি বলে অভিযোগ।

সম্প্রতি বেআইনি বাজারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে মেডিকেল চত্বরে থাকা বাজার এবং অন্যত্র ছড়িয়ে থাকা দোকান তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেইমতো পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা সমস্ত দোকান তুলে দিয়েছে। কয়েকটি দোকানের অস্থায়ী কাঠামো আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়।

ব্লাড ব্যাংকের পাশের বাজারটিও ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছে। সোমবার গিয়ে দেখা গেল, অনেক ব্যবসায়ী দোকানঘর ভেঙে সরিয়ে নিচ্ছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যবসায়ীরা এক সপ্তাহ সময় নিয়েছেন। সেই সময়ের মধ্যে উঠে গেলে ভালো, না হলে পদক্ষেপ করা হবে।

সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ভিতরে থাকা দোকান। সোমবার। -সংবাদচিত্র

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের সাহেবগঞ্জ (এসবিজি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং পার্কিং-০৩-২৫। নিলাম শুরুর তারিখ : ২১.০২.২০২৫ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং ১, লট নং : পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-এমএক্স-৬৭-২৫-১, স্টেশন: সাহেবগঞ্জ। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-215/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পাঠানকোট-এর এক বাসিন্দা

পাঞ্জাব, পাঠানকোট - এর একজন বাসিন্দা অনিল কুমার - কে 14.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99A 05028 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সমস্ত খরচ মেটানোর জন্য অর্থ হল সকলের জন্য অপরিহার্য একটি সম্পদ। ডিয়ার লটারি আমাকে ভবিষ্যতের সমস্ত আর্থিক বাধা অতিক্রমের জন্য সুন্দর একটি সুযোগ প্রদান করেছে। ডিয়ার লটারির এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমাকে আমার জীবনের সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল স্বামীকে। ধৃত স্বামীর নাম ছিরিং তামাং। সে তার স্ত্রী অনুকৃতি প্রধান তামাংয়ের সঙ্গে শালুগাড়া বাজার এলাকায় থাকত।

গত শুক্রবার অনুকৃতির দাদা আশিস প্রধানের কাছে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমের তরফে ফোন করে জানানো হয়, তাঁর বোন মারা গিয়েছেন। আশিসের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনি বলেন, 'নার্সিংহোমে গিয়ে দেখি, বোনের নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। মুখের একাধিক জায়গায় মারধরের চিহ্ন। মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।' তারপর শনিবার আশিস ভক্তিনগর থানায় ছিরিংয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, 'ছিরিং মারধর করেছে আমার বোনকে। সে কারণেই ওঁর মৃত্যু হয়েছে।'

রবিবার রাতে ছিরিংকে শালুগাড়া থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে পুলিশকে জানিয়েছে, অনুকৃতি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এরপর সে তাঁকে নামিয়ে ওই নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। অনুকৃতির মৃত্যুর কারণ জানতে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা চলছে তদন্তকারীদের। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অনুকৃতির বাড়ি সুখিয়াপোখরিতে। ২০২০ সালে ছিরিংয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী একটি বারে কাজ করত। আশিসের অভিযোগ, 'কাজের সূত্র ধরেই ছিরিংয়ের এক তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই বোনের সঙ্গে ঝামেলা হত। এত ঝামেলার পরেও শুধুমাত্র সংসারের কথা ভেবে বোন ছিরিংকে ছাড়েনি। ছিরিং এমন কাণ্ড ঘটাবে ভাবতেও পারছি না।'

মাঠে অশান্তি, ধৃত তিন

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ফের অশান্তির ঘটনা নিউ জলপাইগুড়ি সংলগ্ন বাড়িভাসা মাঠে। রবিবার গভীর রাতে একদল নেশাগ্রস্ত তরুণ মাঠের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করে। প্রথমে ১০-১২ জনের মধ্যে মারামারি হয়। পরে আরও ১০-১২ জন সেখানে হাজির হতেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, হাতাহাতি চলতে থাকে। ঘণ্টাখানেক অশান্তি চলে। খবর যায় থানায়। এনজেপি থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছাতেই পালাতে শুরু করে সকলে। পিছুধাওয়া করে শেষপর্যন্ত তিনজনকে ধরতে সক্ষম হয় পুলিশ।

শিবম গোপ, মিহির দাস ও প্রীতম সাহা নামে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতরা যথাক্রমে ঠাকুরনগর, রেল হাসপাতাল মোড় ও বাঁশবাড়ির বাসিন্দা। সোমবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়েছে। ওই রাতের ঘটনা প্রথম নয়। এর আগেও ওই মাঠকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। যা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন সেখানকার বাসিন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পেলেই অভিযান চালানো হয়। গ্রেপ্তার করা হয় দুষ্কৃতীদের। ওই এলাকায় টহলদারি বাড়ানো হবে।

অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : সোমবার দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-র অফিসে ঘুম মনাস্ট্রির বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠান হল। মনাস্ট্রির প্রধান সোনম জ্ঞাৎসো, ডিএইচআরের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। দুপুর একটা থেকে প্রায় তিনটে পর্যন্ত চলে অনুষ্ঠান। পূজার্চনাও হয়। ডিএইচআরের ডিরেক্টর কেশব চৌধুরী বলেছেন, 'কয়েকদিন আগে দায়িত্ব পেয়ে এখানে এসেছি। আরও ভালো কাজের বিষয়ে আশাবাদী।'

চিকেন নেকের সুরক্ষায় নজর

নয়া রেলপথ হচ্ছে উত্তরে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : চিকেন নেকের সুরক্ষায় বাড়তি নজর দিয়ে চটেরহাট-ঠাকুরগঞ্জ নতুন রেললাইন পাতার সিদ্ধান্ত নিল রেল। ইতিমধ্যেই নতুন ২৪.৪ কিলোমিটার নতুন রেলপথের চূড়ান্ত সমীক্ষা রিপোর্ট জমা পড়েছে রেল বোর্ডে। চূড়ান্ত সমীক্ষা রিপোর্ট জমা পড়েছে আমবাড়ি ফালাকাটা-কুমেদপুর ১৭০ কিলোমিটার থার্ড লাইনেরও। এই দুটি রেলপথ তৈরি হলে ট্রেন চলাচলের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন ট্রেন চলাচল সম্ভব বলে দাবি করছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তারা। তবে চটেরহাট-ঠাকুরগঞ্জ রেলপথ নিয়ে আপত্তি উঠছে। কারণ নতুন লাইন তৈরি হলে দূরত্ব কমে যাওয়ায় ঠাকুরগঞ্জ এবং এনজেপির মধ্যে সরাসরি ট্রেন চলবে, আর এতেই গুরুত্ব কমবে বাগডোগরা-শিলিগুড়ি জংশন রুটের।

চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিচ্ছে কেন্দ্র। এবার কাজ শুরু করল রেল। গত বছরের জুলাই মাসে আরও দুটি প্রকল্পের সঙ্গে রেল হাতে নিয়েছিল চটেরহাট-ঠাকুরগঞ্জ নতুন লাইনের সমীক্ষার কাজ। রেল সূত্রে খবর, সোনাপুর ও বিধাননগর দিয়ে নতুন রেললাইন পাতার সমীক্ষার কাজ শেষ হয়ে এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে রেল বোর্ডে। কোথায় ক'টি নতুন স্টেশন তৈরি করতে হবে?

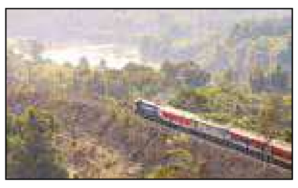

রেলের পদক্ষেপ

- চটেরহাট-ঠাকুরগঞ্জ নয়া রেলপথের সমীক্ষার রিপোর্ট জমা পড়েছে
- আমবাড়ি ফালাকাটা-কুমেদপুর লাইনের রিপোর্টও জমা পড়েছে
- এখন ঠাকুরগঞ্জ ও এনজেপির মধ্যে চলাচলের জন্য ৬৩ কিমি চলে ট্রেনগুলি
- ঠাকুরগঞ্জ-চটেরহাট প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এই দূরত্ব কমে ৪৫ কিমি হবে

তার জন্য কত জমি অধিগ্রহণ করতে হবে? সমস্তকিছু উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। ইতিমধ্যে রেলের তরফে রাজ্যের থেকে জমি চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, জমি অধিগ্রহণের সময় যাতে কোনও সময় সমস্যা না হয় তার জন্য প্রতিটি জায়গায় থাকার জন্য আরপিএফকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আমবাড়ি ফালাকাটা ও কুমেদপুরের মধ্যে থার্ড লাইনের ক্ষেত্রে জমিসমস্যা নেই।

বর্তমানে ঠাকুরগঞ্জ এবং এনজেপি'র মধ্যে চলাচলের ক্ষেত্রে ট্রেনকে ছুটতে হয় ৬৩ কিলোমিটার। কেননা, এই পথে ট্রেন চলাচল করে অধিকারী, গলগলিয়া, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি জংশন হয়ে। ঠাকুরগঞ্জ-চটেরহাট প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এই দূরত্ব কমে দাঁড়াবে ৪৫ কিলোমিটারে। পাশাপাশি, দিল্লির জন্য নতুন রুট তৈরি হবে। কেননা, দিল্লি-এনজেপির মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনগুলিকে আর কাটিহার হয়ে যাতায়াত করতে হবে না। সরাসরি ঠাকুরগঞ্জ হয়ে চলাচল করতে পারবে ট্রেনগুলি।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নির্মাণ বিভাগের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'চূড়ান্ত সমীক্ষা রিপোর্ট জমা পড়েছে। এখন শুধু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অনুমোদন এবং অর্থবরাদ্দের অপেক্ষা। প্রকল্পটি হলে এনজেপি রুটে বাড়তি ট্রেন চালানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি চিকেন নেকের নিরাপত্তায় আরও এক পদক্ষেপ এগোনো সম্ভব হবে।' তবে এমন প্রকল্প নিয়ে আপত্তি তুলেছে শিলিগুড়ি-বাগডোগরা রেলওয়ে উন্নয়ন ফোরাম। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গোপাল দেবনাথ বললেন, 'বাগডোগরা থেকে বিধাননগর হয়ে ঠাকুরগঞ্জ রেললাইন পাতার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না করে এখন নতুন লাইনের সংযোগ ঘটানো হচ্ছে চটেরহাটের সঙ্গে। এতে বাগডোগরা, শিলিগুড়ি জংশনের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ রাঙ্গাপানি-এনজেপি রুটটি খুলে দেওয়া হচ্ছে না।'

সরকারি অফিসের বকেয়া ভাড়া চার লক্ষ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : কলেজপাড়ায় বাড়িভাড়া নিয়ে চলছে সরকারি অফিস। লজ্জার বিষয়, গত কয়েকমাস ধরে বাড়িভাড়া মেটায়নি শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস কর্তৃপক্ষ। মালিক বারবার তাগাদা দিচ্ছেন। অভিযোগ, তাঁর কথা কর্ণপাত করছে না কেউ। এক-দুই হাজার নয়, বাড়ির মালিকের দাবি, ভাড়া বাবদ বকেয়া চার লক্ষের বেশি টাকা। মাঝে বাড়ির এক সদস্য বেশ কয়েকবার কলকাতায় বিকাশ ভবনে গিয়ে তদ্বির করে ৫০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও বকেয়ার পরিমাণ চার লক্ষের কাছাকাছি।

গত বছর বাড়িভাড়া বেড়ে মাসিক প্রায় ২৭ হাজার টাকা হয়েছে। কিন্তু মালিকের অভিযোগ, ভাড়া বাড়ার আগেই অনেক টাকা বকেয়া। শুধু বাড়িভাড়াই নয়, বকেয়া অফিসের টেলিফোন বিলও। যে কোনও মুহূর্তে টেলিফোন সংস্থা লাইন কেটে দিতে পারে বলে আধিকারিকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আর এমনটা হলে এসআই অফিসের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। ইন্টারনেট পরিষেবা নিয়েও সমস্যা রয়েছে বলে খবর। এককথায় চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে চলছে ওই অফিস।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক বিষয়টি শিক্ষা দপ্তরের ঘাড়ে ঠেলেছেন। তাঁর কথায়, 'শিক্ষা দপ্তর থেকে বিভিন্ন খাতে ঠিক করে টাকা আসছে না। তবে ভাড়া বাবদ কিছু টাকা এসেছিল, সেটা

কলেজপাড়ায় ভাড়াবাড়িতে এসআই অফিস

বাড়ির মালিককে দেওয়া হয়েছে। টেলিফোন বাবদ টাকা আসেনি।'

যে বাড়িতে শিক্ষা দপ্তরের অফিসটি চলছে, সেটির অবস্থা বেহাল। বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় ফাটল। পলেস্তরা খসে পড়েছে। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, মালিককে বাড়িটি সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সংস্কারের আগে বকেয়া ভাড়া চেয়ে বসেন। তারপর থেকে ওভাবেই রয়েছে বাড়িটি। চলছে অফিসও। এখানে কাজের পরিবেশ নেই বলে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বছর চারেক আগে বাবুপাড়া এলাকায় একটি প্রাথমিক স্কুলের জায়গায় শিক্ষা দপ্তরের একটি অফিস তৈরির পরিকল্পনা ছিল। ঠিক হয়, সেই বাড়িতে স্কুল পরিদর্শক সহ শিক্ষা দপ্তরের অন্য অফিসগুলি স্থানান্তরিত করা হবে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা এখন বিশবাঁও জলে। শিক্ষা জেলার অন্য অফিসগুলোও ভাড়াবাড়িতে চলছে। রাজ্যের বহু জেলায় শিক্ষা দপ্তরের নিজস্ব ভবন থাকলেও ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে শিলিগুড়ি অন্যতম। এই সমস্যা কবে মিটবে, চাতকের মতো অপেক্ষায় রয়েছেন ভাড়াবাড়ির অফিসের কর্মীরা।

কালভার্ট নির্মাণ বন্ধ করলেন স্থানীয়রা

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : লোহার রড কই? শুধুমাত্র সিমেন্ট, বালি, পাথর দিয়ে কালভার্ট নির্মাণের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল। অভিযোগ তুলেই ক্ষান্ত থাকেননি পাঁচকেলগুড়ির বাসিন্দারা। প্রতিবাদ জানিয়ে কালভার্ট নির্মাণ বন্ধ করে দেন। গত ১৫ দিন ধরে পাঁচকোলগুড়ির ভালোবাসা মোড়ে ওই কালভার্ট নির্মাণ হচ্ছিল। গত শনিবার হঠাৎ স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে পড়ে, লোহার রড ব্যবহার না করেই কেবল সিমেন্ট দিয়ে কাঠামো তৈরি হচ্ছে। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা কাজ বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি নির্মাণকর্মীদের বিরুদ্ধে কাজে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

কাজের দায়িত্বে রয়েছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। এই বিষয়টি এখনও তারা জানেই না। এসজেডিএ'র সিইও অর্চনা ওয়াংখেড়ের বক্তব্য, 'যেখানে কাজ হচ্ছিল সেখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখব।' তিনদিন হতে চলল কাজ বন্ধ। এখনও এসজেডিএ'র তরফে সেখানে কেউ গিয়েছেন বলে জানা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা শিবু রায় বলেন, 'এত বড় একটা কালভার্ট লোহার রড ছাড়া নির্মাণ করলে সেটা দ্রুত ভেঙে পড়বে। ঠিকাদার সংস্থা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছিল। সরকারি টাকা নয়ছয় হচ্ছিল। আমরা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।' প্রতিদিন ওই রাস্তা দিয়ে বহু ট্রলার, ডাম্পার, স্কুলবাস যাতায়াত করে। এইভাবে কালভার্ট তৈরি হলে দুর্ঘটনা ঘটবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁরা চাইছেন, সঠিকভাবে কাজ হোক। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

ওলটাল যাত্রীবোঝাই বাস

আহতদের উদ্ধারে এগিয়ে এল তিন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রথমদিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা ততক্ষণে শেষ। সোমবার বিকেল সাড়ে চারটে। ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা নকশালবাড়িতে। হাতিঘিসার অটল চা বাগান সংলগ্ন চানাপট্টি এলাকায় ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। দুর্ঘটনার জেরে প্রায় দু'ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। জখম প্রায় ২০ জন। স্থানীয়রাই জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এরই মাঝে দেখা যায় এক ভিন্ন ছবি। উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসে তিন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সকলকে হাসপাতালে পাঠানোর পরেই তারা বাড়ি ফেরে। তাদের নিয়েই এখন চর্চা হাতিঘিসায়।

পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন বিকেলে শিলিগুড়ি থেকে খড়িবাড়িগামী ওই যাত্রীবোঝাই বাসটি চানাপট্টিতে উলটোদিক থেকে আসা একটি স্কুটারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়। তারপরেই বাসটি রাস্তার ওপর উলটে যায়। দুমড়েমুচড়ে যায় স্কুটারটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাস কনডাক্টরের। মৃতের নাম অজয় রায় (২৬), তিনি খড়িবাড়ির অধিকারীর বাসিন্দা ছিলেন। দুর্ঘটনার কবলে পড়েন প্রায় ৫০ জন বাসযাত্রী। তাঁদের উদ্ধার করতেই স্থানীয়দের পাশাপাশি এগিয়ে আসে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রোহিত মাহাতো, মণীশ মাহাতো এবং মিথিলেশ মাহাতো।

তিনজনেই চানাপট্টির বাসিন্দা। হাতিঘিসা ভিনসেন্ট হাইস্কুলের ছাত্র। নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলে মাধ্যমিকের সেন্টার পড়েছিল তাদের। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পর মন হালকা করতে রাস্তার ধারে বসে আড্ডা দিচ্ছিল তিন বন্ধু। ঠিক সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

রাস্তার ধারে টিউবওয়েলে হাত ধুচ্ছিল রোহিত। তার কথায়, 'হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পাই। তারপর দেখি গোটা বাস রাস্তার ওপর পালটি খেয়ে পড়ে আছে। চারিদিকে চিৎকার। দৌড়ে গিয়ে বাসের জানলা থেকে যাত্রীদের বের করার চেষ্টা করি।' মিথিলেশ বলে, 'বাসের নীচে দরজায় একজন চাপা পড়ে ছিল। শুধু তার পা দুটো দেখা যাচ্ছিল। আর পাশ দিয়ে রক্ত বইছিল। পাড়ার অন্য লোকেদের সঙ্গে মিলে ওই ব্যক্তিকে বাসের নীচ থেকে বের করে নিয়ে আসি।'

৫০ জনের মধ্যে জখম ২০ জনকে নকশালবাড়ি গামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছ'জনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। ঘটনাস্থলে যান শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ সহ অনেকে। ঘটনার জেরে ওই রুটে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। যা সামাল দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পুলিশকে। দুর্ঘটনার পর স্কুটারে থাকা দুজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ি হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাসটিকে ক্রেনের সাহায্যে থানায় নিয়ে আসা হয়।

উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসা তিন পড়ুয়া। (ডানে) দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে নিয়ে যেতে আনা হয়েছে ক্রেন। সোমবার চানাপট্টি এলাকায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

চলমান দোকান।। কোচবিহারের পানিশালা গ্রামে বিভূতিভূষণ নন্দীর ক্যামেরায়।

সিডিপিও-কে স্মারকলিপি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

মেলেনি স্মার্টফোন, তথ্য আপলোডে 'না'

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : কয়েকবছর আগে সরকারের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মোবাইল দেওয়া হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় ২০২৩ সালে অক্টোবর মাসে 'ডিজিটাল স্ট্রাইক' শুরু করেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকারা। এবার তাঁদের 'টাইট' দিতে বিল পেমেন্ট না করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হল। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও নাছোড়বান্দা। 'সাবধানবাণী' পেয়েই সোমবার খড়িবাড়ি সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিককে পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে স্মারকলিপি দেয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতি।

ব্যাপারটা কী? নিয়ম অনুযায়ী, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের কবে কী কী পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হল, তার যাবতীয় তথ্য সরকারের পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপে আপলোড করতে হয়। কিন্তু কর্মী এবং সহায়িকাদের দাবি ছিল, তাঁদের কাছে স্মার্টফোন না থাকায় এই কাজ তাঁরা করতে অপারগ। তাই সরকারের কাছে মোবাইল দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। কিন্তু দাবি পূরণ না হওয়ায় তাঁরা 'স্ট্রাইক' চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ, অ্যাপে কোনও তথ্য আপলোড করছেন না। কাজ হচ্ছে খাতায়-কলমে। আর এতেই আপত্তি প্রশাসনের। কয়েকদিন আগে সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের (সিডিপিও) তরফে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অ্যাপে রিপোর্ট না করলে চলতি মাস থেকে আর ডিম, সবজির বিল পেমেন্ট করা হবে না। এতেই ক্ষুব্ধ হন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। তাঁরা পালটা হুঁশিয়ারি দেন, বিল পেমেন্ট না করলে মার্চ মাস থেকে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ বন্ধ করা হবে।

সিডিপিও-কে স্মারকলিপি।

> সরকারের ঘোষণা সত্ত্বেও আমাদের স্মার্টফোন দেওয়া হয়নি। তাই আমাদের ডিজিটাল স্ট্রাইক চলছে। তবে ম্যানুয়ালি সিডিপিও অফিসে তথ্য জমা দেওয়া হয়। কিন্তু এখন সিডিপিও জানিয়েছেন অ্যাপে তথ্য আপলোড করা না হলে বিল আটকে দেওয়া হবে।
>
> **মনা ভদ্র** *সভাপতি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতি*

সমিতির সভাপতি মনা ভদ্র বলেন, 'সরকারের ঘোষণা সত্ত্বেও আমাদের স্মার্টফোন দেওয়া হয়নি। তাই ডিজিটাল স্ট্রাইক চলছে। তবে ম্যানুয়ালি সিডিপিও অফিসে তথ্য জমা দেওয়া হয়। কিন্তু এখন সিডিপিও জানিয়েছেন অ্যাপে তথ্য আপলোড করা না হলে বিল আটকে দেওয়া হবে।' তাঁর খেদোক্তি, 'এমনিতেই কম টাকার চাকরি। ডিম, সবজি কেনার কোনও অগ্রিম টাকা দপ্তর থেকে দেওয়া হয় না। বেতনের টাকা দিয়ে শিশুদের খাওয়াতে হয়। দু-তিন মাস পরে টাকা মেটায়। সংসার চলে না।'

এদিকে সিডিপিও দাওয়া দোরজি শেরপা বলেছেন, 'সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপের মাধ্যমে শিশুদের খাবার দেওয়ার তথ্য আপলোড করা বাধ্যতামূলক। অফলাইনে কর্মীরা বিল করলে সেই কেন্দ্রগুলো কেন্দ্রীয় পোর্টালে বন্ধ হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। ফলে খরচের বিল দেওয়া হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে বিল পেমেন্টে সমস্যা হচ্ছে।' অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি মানা হবে? নাকি প্রশাসন নিজ অবস্থানে অনড় থাকবে? সমস্তটা সময়ই বলবে।

আক্ষেপ রোমার

সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত আদিবাসী এলাকা

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বহু মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না। এর জন্যে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমারেশমি এক্কা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতার মতো বহু প্রকল্পের আওতায় আনা হয়নি মহকুমা এলাকার আদিবাসী মহিলাদের একাংশকে, দাবি রোমার।

সম্প্রতি খড়িবাড়ির ভুলকাজোত, ফাঁসিদেওয়ার সিঙ্গিঝোরা চা বাগানের মতো এলাকায় গিয়ে বিষয়টি নজরে এসেছে রোমার। তিনি নিজে রাজ্যের ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সদস্য। রোমার দল তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের একাংশ এব্যাপারে সক্রিয় নয়, তাই সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এই নেত্রী।

সহকারী সভাধিপতির কথায়, 'আদিবাসী মানুষের সঙ্গে সংযোগে ভাষাগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দুয়ারে সরকার হলেও সেখানে গিয়ে অনেকে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারেন না। তেমন ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু তাঁরা সেটা করছেন না।' রোমার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নেপাল সীমান্তঘেঁষা ভুলকাজোত গ্রামে প্রায় ৬৫টি পরিবার রয়েছে যেখানে মহিলা এবং বৃদ্ধারা রাজ্যের কোনও প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। গ্রামে অনেকে আনারস চাষ করেন। কিন্তু আনারস চাষের ক্ষেত্রে যে সরকারি সহায়তা মেলে, সেটাও গ্রামবাসীদের জানা নেই।

পরিষেবা না পাওয়া মহিলাদের তালিকা জেলা শাসকের কাছে তুলে ধরেন রোমা। তাঁর বক্তব্য, 'জেলা শাসক ওই মানুষদের প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার জন্য পদক্ষেপ করছেন। জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়েই কাজ করব।' তবে যাঁদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা না করার অভিযোগ এনেছেন তিনি, এখনই দলের কাছে তাঁদের নিয়ে কোনও রিপোর্ট দিতে চাইছেন না এই নেত্রী।

স্কুটার চুরিতে ধৃত সহকর্মী

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ফুড ডেলিভারি সংস্থায় কাজ করতেন এক তরুণ। গত ২৯ জানুয়ারি তাঁর স্কুটারটি চুরি হয়ে যায়। ফলে উপার্জন বন্ধ হয়ে যায় ওই তরুণের। নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। খোঁজখবর শুরু করে পুলিশ। অবশেষে রবিবার তাঁর স্কুটারটি উদ্ধার হয়। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা ওই তরুণের সঙ্গে একই ফুড ডেলিভারি সংস্থায় কাজ করত।

শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা ওই তরুণের স্কুটারটি চুরি যায় ভক্তিনগরে থাকা ডেলিভারি সংস্থাটির একটি আউটলেট থেকে। ধৃতদের মধ্যে সূরজ প্রসাদ ডাঙ্গিপাড়া এবং সুশীল চৌধুরী কয়লা ডিপো এলাকার বাসিন্দা। সোমবার দুজনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সুরজ ওই ডেলিভারি সংস্থায় মাত্র তিনদিন কাজ করেছিল। পুলিশের ধারণা, আবহাওয়া বুঝতে সে সেখানে কাজে ঢুকেছিল। এরপর একদিন সুযোগ বুঝে ওই তরুণের স্কুটার চুরি করে সুরজ। এরপর স্কুটারটি সুশীলের হেপাজতে রাখা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা নেশায় আসক্ত।

সেলফি তোলার হিড়িক, উত্ত্যক্ত হয়ে তেড়ে এল হাতি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : সচেতনতায় প্রচার, দুর্ঘটনা কোনওকিছুতেই হুঁশ ফিরছে না। ফের গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝে জাতীয় সড়কে শাবক সহ একটি হাতিকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনা ঘটল। তাদের ঘিরে সেলফি আর ছবি তোলার হিড়িকে এক সময় মেজাজ হারিয়ে কয়েকজনের দিকে তেড়েও যায় হাতিটি। ডুয়ার্সের একাধিক জায়গায় বারবার এ ধরনের ঘটনায় ক্ষোভ ছড়ায় পরিবেশপ্রেমীদের মধ্যে। বন দপ্তরের কর্তারাও এমন ঘটনায় বিরক্ত।

উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'দিন-দিন এই ধরনের ঘটনা বৃদ্ধির বিষয়টি সত্যি উদ্বেগের। বনকর্মীরা এই ধরনের ঘটনা আটকাতে যথেষ্ট সচেষ্ট। কিন্তু মানুষ সচেতন না হলে এ ধরনের ঘটনা পুরোপুরি আটকানো সম্ভব নয়।'

সপ্তাহখানেক আগেই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসা একটি দাঁতালকে আর্থমুভার দিয়ে উত্ত্যক্ত করায় হাতিটি একসময় আর্থমুভারে ধাক্কা মারে। একটি নজরমিনারেও ধাক্কা মেরে হাতিটি গুরুতর আহত হয়। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন ফের হাতির সামনে গিয়ে সেলফি নেওয়া ও ছবি তোলার ঘটনা প্রকাশ্যে এল। ঘটনায় হাতি বা সাধারণ মানুষ কেউ আহত না হলেও মেজাজ হারিয়ে মাঝে মা হাতিটি তেড়ে আসে। সোমবার লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের মাঝে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মহাকালধামের কিছু আগে দুপুর বারোটা নাগাদ শাবক ও একটি বড় হাতি দাঁড়িয়ে পড়ে। যার ফলে জাতীয় সড়কের ওই পথে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। অনেকেই গাড়ি থেকে নেমে বা মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে মোবাইল দিয়ে হাতির ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অনেকেই আবার সেলফি নিতে শুরু করেন হাতিদের সঙ্গে। মিনিট দশেক এভাবে চলতে থাকায় এক সময় মা হাতিটি তেড়ে আসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে থাকা ব্যক্তিদের দিকে। তবে শেষপর্যন্ত হাতিটি কারও ক্ষতি করেনি। কিছুক্ষণ পরেই মা ও শাবক জঙ্গলে ফেরত গেলে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

এই ঘটনার পরেই ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। লাটাগুড়ির পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার অভিযোগ করেন, 'সাধারণ মানুষকে হাজার সচেতন করার পরও একই ঘটনা ঘটে চলেছে।'

ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, 'মানুষকে সচেতন করতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারপরও এ ধরনের ঘটনা মোটেই কাম্য নয়। এই ঘটনা রুখতে আগামীতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।' বন দপ্তরের লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'জঙ্গল লাগোয়া ওই এলাকা হাতিদের করিডর। প্রায়শই হাতিরা এখান দিয়ে রাস্তা পারাপার করে। প্রতিদিন জঙ্গলের পথে বনকর্মীরা লাগাতার নজরদারি চালান। এদিনও ওই পথে নজরদারি ছিল।'

গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝে জাতীয় সড়কে হাতি।

> মানুষ মানে কারা? যাদের মান এবং হুঁশ দুই-ই আছে। কিন্তু ইদানীং হুঁশটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না অনেকেরই। উত্তরে বাড়ছে বুনোদের ওপর অত্যাচার। কোথাও আর্থমুভারের ধাক্কায় হাতিকে জখম করার ঘটনা, কোথাও আবার বাইসনের লেজ ধরে টানাটানি। এবার হাতিকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনা লাটাগুড়িতে। বুনোদের রেহাই মিলবে কবে?

মন্ত্রীর দাবি

আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের ফ্লেক্স সরানোর অভিযোগ উঠল। সংগঠনের সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা ঘটনায় পুলিশি তদন্তের দাবি জানান।

ভবানী ভবনে জেরা

স্যালাইন কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের টেকনিকাল ডিরেক্টর মুকুল ঘোষকে সোমবার ভবানী ভবনে জেরা করলেন সিআইডি কর্তারা। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়।

নিট-ইউজি পরীক্ষা

এই বছরের নিট-ইউজি পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল এনটিএ। ৪ মে পরীক্ষা শুরু হবে। দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। ১৪ জুন পরীক্ষার ফল প্রকাশ।

গ্রেপ্তার তরুণ

মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অফিসের সামনে ঘোরাঘুরি করার সময় গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। পাসপোর্টে নাম রফিকুল বিশ্বাস। অথচ আধার কার্ডে সফিকুল। বাংলাদেশি বলে সন্দেহ পুলিশের।

আশীর্বাদ।। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন হলে ঢোকার আগে প্রবীণার আশীর্বাদ নবীনাকে। সোমবার নদিয়ায়।

শুভেন্দুদের আপত্তি অগ্রাহ্য রাজ্যপালের

ভাষণে রাজ্যের সাফল্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : গতবারের বাজেট অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই শুরু হয়েছিল। এবার বাজেট অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিধানসভায় এসে ভাষণ দিলেন। তবে রাজ্য সরকারের ঘোষিত নীতির মতো কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তবে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের খতিয়ান তিনি যখন তুলে ধরছিলেন, তখন বিরোধী বেঞ্চ থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বা বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল বারবার বিরোধিতা করছিলেন। তবে ভাষণ থামাননি রাজ্যপাল। এমনকি রাজ্যপালকে স্বাগত জানানোর জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আবেদনও জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শুভেন্দু সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী রাজ্যপালকে স্বাগত জানাতে যান। ১১ পাতার ভাষণের ১০ নম্বর পাতায় শুধুমাত্র এক জায়গায় উল্লেখ ছিল, 'আর্থিক অপ্রতুলতা এবং কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার আমাদের গ্রামীণ ভাইদের জন্য কর্মসংস্থান ও আবাসন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হটেনি এবং সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব তহবিল থেকে কর্মশ্রী ও বাংলার বাড়ি প্রকল্প চালু করেছে।'

বিধানসভায় রাজ্যপালকে স্বাগত জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অধ্যক্ষ। সোমবার। -রাজীব মণ্ডল

এদিন বেলা ২টো নাগাদ বিধানসভায় আসেন রাজ্যপাল। রাজ্য সংগীতের পর ভাষণ দিতে ওঠেন সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাজ্যপাল যখন বলতে শুরু করেন, তখন তার তীব্র বিরোধিতা করেন শুভেন্দু। 'আরজি কর কেন ঘটল?' এই স্লোগান তিনি তুলতে থাকেন। কিন্তু রাজ্যপাল ভাষণ না থামিয়ে লিখিত বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। এরপর নারী ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলতে শুরু করলে বিরোধী বেঞ্চ থেকে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল প্রতিবাদ করতে থাকেন। 'আরজি করের নির্যাতনের পরে কীভাবে নারী ক্ষমতায়নের কথা বলেন?' কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চে মহিলা তৃণমূল বিধায়করা পালটা চিৎকার করে অগ্নিমিত্রাকে থামিয়ে দেন। 'গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে নিয়মিত ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহের বিষয়টি সুনিশ্চিতকারী জলস্বপ্ন কর্মপ্রকল্পের অধীনে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ১৭৫.৩৯ লক্ষ গ্রামীণ গৃহস্থালির মধ্যে ৯৪.৮৬ লক্ষ বাড়িতে কলের জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে' বলে ভাষণে উল্লেখ করেন রাজ্যপাল। তখন শুভেন্দু বলেন, 'এই তথ্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এর সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই।'

রাজ্যপাল ভাষণ শেষ করে যখন অধিবেশনকক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া হয়। পালটা বিরোধী বেঞ্চ থেকে ভারত মাতা কি জয় স্লোগান তোলা হয়। রাজ্যপাল অধিবেশনকক্ষ ছেড়ে না বেরোনো পর্যন্ত দু-পক্ষের এই স্লোগান যুদ্ধ চলে।

উত্তর কলকাতার হেদুয়ায় এক পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে উৎকণ্ঠিত অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা। সোমবার আবির চৌধুরীর ক্যামেরায়।

মৈপীঠে বাঘ ধরতে গিয়ে জখম বনকর্মী

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে বাঘ, ধরতে গিয়ে তার আক্রমণের মুখে পড়লেন এক বনকর্মী। সহকর্মীদের চেষ্টায় কোনওরকমে প্রাণে বাঁচলেন তিনি। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই বনকর্মীকে বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপীঠের নাগেনাবাদে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার নদী পেরিয়ে মৈপীঠে ঢোকে ওই রয়েল বেঙ্গলটি। ফলে চরম আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে আসেন বনকর্মীরা। শুরু হয় বাঘ ধরার অভিযান। গোটা গ্রামকেই কার্যত জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। দিনভর চলে অভিযান। সোমবার সকালে নাগেনাবাদ এলাকায় বনকর্মীরা যখন বাঘের তল্লাশি করছিল, তখনই গণেশ শ্যামল নামে বন দপ্তরের 'টাইগার রেসকিউ' দলের এক কর্মীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘটি। তাঁর মাথা কামড়ে ধরে ও থাবা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে গণেশকে। সহকর্মীরা সেইসময় রীতিমতো লাঠি দিয়ে বাঘটিকে পিটিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই দৃশ্য ভাইরালও হয়। বনকর্মীদের প্রতিরোধে পালিয়ে যায় বাঘটি। বনকর্মীরা গণেশকে উদ্ধার করে কুলতলির জামতলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ওই বাঘটি স্থানীয় বাসিন্দা রূপচাঁদ মণ্ডলের ঘরের ভিতরে ঢুকে যায় বলে জানা গিয়েছে। বনকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটি ফাঁকা করে দেন। বাড়ির বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে দেন। রাত পর্যন্ত বাঘটি ধরা পড়েনি।

মমতা-শুভেন্দুর সৌজন্য দেখল বিধানসভা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : আবার শুভেন্দু-মমতা মুখোমুখি বিধানসভায়। আবার কথা দু'জনায়। সৌজন্যে রাজ্যপাল। সাকুল্যে ১৫ সেকেন্ডও নয়। কিন্তু বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে তার রেশ রয়ে গেল দিনভর। বিধানসভার ঘড়িতে তখন ১টা ৫৬ মিনিট। বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে রাজ্যপাল আসছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বিধানসভার গাড়ি বারান্দায় অপেক্ষারত অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই লবি দিয়ে নিজের দপ্তরের দিকে যাচ্ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখোমুখি হতেই চকিতে তাঁর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কী রে (তুই) রাজ্যপালকে রিসিভ করতে যাবি না? মুহূর্তের বিস্ময় কাটিয়ে চটজলদি শুভেন্দুও স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেন না..না। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছুঁয়ে বলেন, এটা তো ওঁনার কাজ।

বাকিটা নিয়মমাফিক। বাজেট ভাষণ দিয়ে বিধানসভার অধিবেশনকক্ষ ছাড়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালকে একান্তে কিছু বলতেও দেখা যায়। রাজ্যপালের ভাষণের সময় শুভেন্দু সহ বিরোধীদের বাধা দেওয়া নিয়ে হালকা সমালোচনাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে কার্যত তুই বলে সম্বোধন করাকেও সহজভাবেই নেন শুভেন্দু। তাঁর মতে, সরকারি অনুষ্ঠানে পদমর্যাদার কথা মাথায় রেখে (বিরোধী দলনেতা) সম্বোধন করা উচিত। তবে এক্ষেত্রে স্থান-কালটা বিচার্য। এদিন উনি রাজ্যপালকে রিসিভ করতে যাওয়ার সময় আচমকা দেখা হয়ে যাওয়ায় আমাকে এভাবে ডেকেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বয়স ও সম্পর্কের নিরিখে একে কোনও অনুচিত কাজ বলে মনে করেন না তিনি। তবে তৃণমূলে পরিস্থিতি বদলের ইঙ্গিত দিয়ে এর সঙ্গেই 'রসিক' শুভেন্দুর সংযোজন, আমরা তো একটু-আধটু খবর রাখি। ঘরের লোক না হলেও বাইরের লোককেও উনি এখন একটু গুরুত্ব দিচ্ছেন।

পরিষদীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত

কংগ্রেসকে ছাড়াই রাজ্যে লড়বে তৃণমূল

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লিতে আপের সঙ্গে কংগ্রেস জোট না করার জন্যই সেখানে আপ ফল খারাপ করেছে। কিন্তু এই রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। এখানে তাদের গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কংগ্রেস ছাড়াই এরাজ্যে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসছে। সোমবার বিধানসভায় নৌশাদ আলি কক্ষে তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠকে

নির্ধারিত সময়ে ভোট হলে ভোটের আর মাত্র এক বছর বাকি। এই রাজ্যে তৃণমূল একাই লড়বে। কারোর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এই কথাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'দিল্লির পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য। তার সঙ্গে এরাজ্যের কোনও সম্পর্ক নেই। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কংগ্রেস কিছুটা নমনীয় মনোভাব দেখালে এই ফল হত না।' মূলত কংগ্রেস ও আপের সমন্বয়ের অভাবের জন্যই দিল্লিতে আপের হার হয়েছে বলে মনে করেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, দিল্লিতে যেমন কংগ্রেস অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে, তেমনই এর আগে হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে আপ কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলেনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্ধারিত সময়ে ভোট হলে ভোটের আর মাত্র এক বছর বাকি। এই রাজ্যে তৃণমূল একাই লড়বে। কারোর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।' সেই প্রসঙ্গেই দলে সাংগঠনিক রদবদলের কথাও এদিন নিজেই তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দলের প্রত্যেকটা শাখা সংগঠনের রদবদল করা হবে।' দলের সাংগঠনিক রদবদল ছাড়াও ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক সংগঠনেও বদল করা হবে। শুধু জেলাস্তর নয়, ব্লকস্তরেও এই রদবদল করা হবে। প্রত্যেক বিধায়ককে ব্লকস্তরের কমিটিতে তিনজনের নামের তালিকা ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দেন, প্রত্যেক বিধায়কের কাছ থেকে পাওয়া ওই তালিকা খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে যাঁরা সংগঠনে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন ও জনসংযোগ সারছেন, তাঁদের যে গুরুত্ব দেওয়া হবে, সেই ইঙ্গিতও এদিন মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন।

এদিন জনসংযোগের প্রসঙ্গ তুলতেই ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদাহরণ দেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মোশারফকে দেখে শিখতে পারেন না। ও কী সুন্দর প্রতি বুথে গত এক মাস ধরে ঘুরে ঘুরে সংগঠন গুছিয়েছে। এরকমভাবেই সবাইকে এগোতে হবে। কিন্তু কয়েকজন কোনও জনসংযোগ করেন না। এইভাবে চলতে পারে না। আমার কাছে সব খবর আসে। এখন থেকে সংগঠনে মন দিন।'

এবার মাধ্যমিকে বাড়ল ছাত্রী

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন নির্বিঘ্নে কাটল। সোমবার ছিল প্রথম ভাষার পরীক্ষা। এবারের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯,৮৪,৭৫৩। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৫,৫৫,৯৫২। ছাত্রের সংখ্যা ৪,২৮,৮০৩। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়েই শুরু হয় পরীক্ষা। বড় কোনও অঘটন না ঘটলেও হুগলির চণ্ডীতলার গরলগাছা হাইস্কুলে এক পরীক্ষার্থীর হয়ে অন্য এক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে আসেন। কিন্তু ধরা পড়ে যান তিনি। আবার হুগলিরই কুমিরমোড়া আরএনকে হাইস্কুলের এক ছাত্রীর হয়ে অন্য এক ছাত্রী পরীক্ষা দিতে এসে ধরা পড়ে যান। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনের তরফে পরীক্ষার্থীদের স্কুলে ঢোকার আগে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অভিভাবকদের বসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

বিধানসভায় বোসের সুসম্পর্কের বার্তা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : আপাতত রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে 'শুক্লপক্ষই' চলছে। সোমবার বিধানসভায় তাঁর ভাষণ পাঠ করে একরকম সেটাই বোঝালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যদিও সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী সরকারের লেখা ভাষণই তাঁর পাঠ করার কথা। এদিন সেই পথেই তিনি হাঁটলেন নির্বিবাদে। অতীতে অবশ্য বিভিন্ন ইস্যুতে এমনকি বিধানসভার ক্ষেত্রেও রাজভবনের সঙ্গে নবান্নের সম্পর্কে তিনি কম জটিলতা ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেননি। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগও ওঠে রাজ্য সরকারের পক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ও তাঁর দল তৃণমূল প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে প্রায় খড়্গহস্ত হন।

রাজ্যপাল এদিন তাঁর ভাষণের পুরোটাই রাজ্য সরকারের গুণগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আরজি কর, সন্দেশখালি থেকে শুরু করে বিভিন্ন হিংসাত্মক ও দুর্নীতির ঘটনা নিয়ে এযাবৎ বিরোধী দল বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে তৃণমূল ও সরকারকে দাগিয়ে যত আন্দোলন ও প্রচার চালিয়ে এসেছে, এদিন রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে সেসবের ধারেপাশে না গিয়ে বরং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল বলে দাবি করেছেন। যা বিরোধী দল বিজেপিকে চরম

কিছু করার নেই রাজ্যপালের। সরকারের লেখা ভাষণ রাজ্যপাল শুধু পাঠ করেছেন।

শুভেন্দু অধিকারী

অস্বস্তির মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'কিছু করার নেই রাজ্যপালের। সরকারের লেখা ভাষণ রাজ্যপাল শুধু পাঠ করেছেন।'

শুধু রাজ্যের শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথাই বলেননি, সেইসঙ্গে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়েও রাজ্যপাল সরকারকে বাহবা দিয়েছেন এবং শুভকামনাও করেছেন। এমনকি রাজ্য সরকারের নীরব ক্ষমতায়নের নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয় নেতৃত্বের প্রশংসা করে রাজ্যপাল বলেছেন, সকলের সার্বিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রাজ্যপাল।

এদিন বিধানসভায় এসে রাজ্যপাল যে ভূমিকা নিলেন তাতে আপাতত সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার বার্তাই দিয়ে গেলেন তিনি। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি দিল্লি থেকে কেন্দ্রের নির্দেশেই আপাতত রাজ্য সরকারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি নিয়েই চলবেন তিনি। কেন্দ্রও সম্ভবত রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চায়। অন্তত বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে। প্রকাশ্যে দুয়ের মধ্যে বিভিন্ন নীতি ও ইস্যুতে যা বিরোধিতাই থাক না কেন।

মন্তব্য বিচারপতির

পুলিশ ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : পুলিশ অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। নারকেলডাঙায় একটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার মামলায় এমনটাই মন্তব্য করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ওই বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে পুলিশ ও পুরসভাকে ১০ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেঙে ফেলতে হবে বলে জানান বিচারপতি।

কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত বরো-৩ নারকেলডাঙা এলাকায় একটি পাঁচতলা বাড়ি বেআইনি নির্মাণ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। পুরসভা আদালতে রিপোর্ট পেশ করে এই নির্মাণ অবৈধ বলে স্বীকার করে। তারপরই ওই নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। তবে সোমবার পুরসভার তরফে জানানো হয়, ওই বহুতল থেকে বাসিন্দাদের সরানোর কাজে পুলিশের সহায়তা মিলছে না। তারপরই বিচারপতি জানিয়ে দেন, ওই নির্মাণ ভাঙতে পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তা না পাওয়া গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিতে পারবে পুরসভা।

বিজেপি থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি থেকে সতর্ক থাকতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের আগে দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সামনে শিবরাত্রি, রামনবমীর মতো অনুষ্ঠান রয়েছে। এসব নিয়ে ফের গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করবে বিজেপি। তাই সকলকে নিজের নিজের এলাকায় সতর্ক থাকতে হবে।

ইতিমধ্যেই, রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বড় মাপের মিছিল, সভা ও সমাবেশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'এবার রাজ্যজুড়ে সমারোহের সঙ্গে রামনবমী পালন করতে হবে। গত বছরের চেয়ে বেশি সংখ্যায় মিছিল করতে হবে সব এলাকায়।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, '২৬-এর ভোটে হিন্দু ভোটের মেরুকরণের লক্ষ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে হাতিয়ার করে বিজেপি যে শিবরাত্রি, রামনবমীর মতো অনুষ্ঠানকে কাজে লাগাতে চাইবে তা বুঝেই দলের বিধায়কদের আগাম সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে বালুর মন্ত্রিত্বে ফেরার জল্পনা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিনকয়েক আগেই জেলমুক্তি ঘটেছে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালুর। তারপর তিনি বিধানসভায় এসেছিলেন। সোমবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের শুরুর দিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা দলের পরিষদীয় বৈঠকেও তিনি হাজির ছিলেন। তারপরই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা মমতার প্রিয় 'বালু'র প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সহানুভূতিশীল কথায় বালুর মন্ত্রিত্ব ফিরে পাওয়া নিয়ে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। রাজ্য মন্ত্রীসভার আসন্ন রদবদলে যে বালুকে আবার রাজ্য মন্ত্রীসভায় মমতা ফিরিয়ে আনতে চান, তা মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই স্পষ্ট। এদিন মমতা বলেন, 'বালুকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখা হয়েছিল। ও সম্পূর্ণ নির্দোষ। ইডি ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ আদালতে জমা করতে পারেনি। সেই কারণেই বালু জামিনে ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। বিধানসভার অধিবেশনেও ও থাকবে। ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই।'

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন মমতা। দীর্ঘ ১০ বছর তিনি এই পদেই ছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর জ্যোতিপ্রিয়কে খাদ্য দপ্তর থেকে সরিয়ে বনমন্ত্রী করা হয়। এরপর ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে খাদ্য দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন

জ্যোতিপ্রিয়। ১৫ মাস জেলবন্দি থাকার পর তিনি ছাড়া পান। তারপরও তাঁর চিকিৎসা চলছে। এরই মধ্যে রবিবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র হাবড়ায় গিয়ে তিনি জনসংযোগ সারেন। এদিন বেলা ১২টার কিছু আগেই বিধানসভায় পৌঁছে যান জ্যোতিপ্রিয়। চেহারা আগের থেকে অনেক ভেঙে গিয়েছে। চোখে চশমার পাওয়ারও বেড়েছে। হাজিরা খাতায় সই করেই পরিচিত সাংবাদিকদের দিকে তিনি এগিয়ে যান। আগের মতোই তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে চলে যান বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষের ঘরে। মন্ত্রী না থাকায় এই মুহূর্তে বিধানসভায় তাঁর কোনও নিজস্ব ঘর নেই। তাই সাড়ে ১২টা পর্যন্ত নির্মল ঘোষের ঘরেই তিনি থাকেন ও জেলা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর চলে যান নৌশাদ আলি কক্ষে দলের পরিষদীয় বৈঠকে যোগ দিতে।

এদিন জ্যোতিপ্রিয়র প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর এই সহানুভূতিশীল মন্তব্যের পর জ্যোতিপ্রিয়কে অনেকটাই চনমনে লেগেছে। বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের পর কিছুক্ষণের জন্য অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। তখন জ্যোতিপ্রিয় অবশ্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই প্রসঙ্গে কোনও কথা বলতে রাজি হননি। তাঁকে কি ফের মন্ত্রীসভায় নিয়ে আসা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিপ্রিয় শুধু বলেন, 'এই নিয়ে কোনও কথা হয়নি। দল ও দলনেত্রী আমাকে যখন যা দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি পালন করার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে কী হবে আমি বলতে পারব না।'

হুগলির ত্রিবেণিতে আজ কুম্ভমেলা শুরু

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের মধ্যেই মঙ্গলবার থেকে হুগলির ত্রিবেণিতে শুরু হচ্ছে কুম্ভস্নান। এই কুম্ভমেলা ও স্নান ঘিরে রীতিমতো সাজোসাজো রব ত্রিবেণিতে। বুধবার এখানে হবে শাহি স্নান। ওইদিন ১০ হাজার প্রদীপ জ্বালানো হবে ত্রিবেণির সপ্তর্ষি ঘাটে। ৫০ হাজারেরও বেশি সাধুসন্ত ও পুণ্যার্থী কুম্ভস্নান করবেন বলে আশা ত্রিবেণি কুম্ভ পরিচালনা সমিতির।

এই মেলা ঘিরে প্রাচীন ইতিহাস আছে। জানা গিয়েছে, প্রায় ৭০০ বছর আগে এই কুম্ভমেলার শুরু। সেইসময় গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের পর সাধুসন্তরা ত্রিবেণিতে স্নান করতে আসতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল স্নান বন্ধ ছিল। সম্প্রতি নতুন করে আবার তা শুরু হয়েছে। মেলা উপলক্ষ্যে সোমবার থেকেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পুণ্যার্থীরা আসতে শুরু করেছেন। নাগা সন্ন্যাসীরাও মেলায় আসছেন। তাঁদের থাকার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ত্রিবেণির সংগম ঘাট ও সপ্তর্ষি ঘাট এবং সেচ দপ্তরের ঘাটে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রয়াগরাজের মতো এখানেও দুর্ঘটনা এড়াতে গঙ্গায় নেট দিয়ে ঘেরা হয়েছে। স্পিডবোটের মাধ্যমে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী জানান, যে সমস্ত পুণ্যার্থী আসছেন তাঁদের থাকার জন্য ত্রিবেণি শিবপুর স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য ৫০টিরও বেশি অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা এলাকা সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে।

তিন সম্মেলন সার, হল না জেলা কমিটি

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় আসনসংখ্যা শূন্য। তবু একের পর এক জেলা সম্মেলনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চিত্র স্পষ্ট। সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলনেও এই পরিস্থিতির ব্যতিক্রম হল না। তিনদিনের জেলা সম্মেলনের শেষদিনেও মধ্যরাত পর্যন্ত বৈঠক চলল, তবুও নতুন কমিটি গঠন করা যায়নি। একাধিক গোষ্ঠীর মতানৈক্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটি গঠন করা সম্ভব হল না। ১৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার বিদায়ি কমিটির প্রস্তাবিত তালিকা অনুযায়ী ভোটাভুটি হবে। তারপর নতুন জেলা কমিটি ও জেলা সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হবে।

সবার শেষে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্মেলন হয়েছে। শুক্রবার থেকে সম্মেলন শুরু হয়। ওইদিন থেকেই একাধিক নেতার অসন্তোষ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। সেই আঁচ অবশ্য আগে থেকেই ধারণায় ছিল আলিমুদ্দিনের। তাই সম্মেলন শুরুর প্রথমদিনই আলিমুদ্দিনের শীর্ষনেতারা উপস্থিত ছিলেন। জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তীকে নিয়ে বেশিরভাগ সদস্যই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এরিয়া কমিটিগুলি থেকে জেলা কমিটিতে কারা আসবেন, সেইসব নাম চূড়ান্ত করতে শনিবার রাত পর্যন্ত তিনবার বৈঠক হয়। রবিরারও জেলা সম্পাদকমণ্ডলী বৈঠকে বসে। কিন্তু কোনও সমাধানই করা যায়নি। ব্যতিক্রমীভাবে এবারই ভোটাভুটির মাধ্যমে নতুন জেলা কমিটি ঘোষিত হবে সিপিএমে। নিয়ম অনুযায়ী জেলা কমিটিতে ৭৫ জন থাকার কথা। তবে অতিরিক্ত ২৬-২৭ জন নিজেদের নাম যোগ করেন। শেষপর্যন্ত মধ্যমগ্রাম ও সল্টলেকের দুই নেতা বাদে বাকিরা নাম প্রত্যাহার করে নেন।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৮ মাঘ ১৪৩১

বাঙালির কুম্ভ

শেষ হল বাঙালির 'চতুর্দশ পার্বণ' বইমেলা। বিধাননগরে বারোদিন ধরে চলছিল এই উৎসব। যাকে 'বাঙালির কুম্ভমেলা' বলে আখ্যা দিয়ে গেলেন এক বিদেশি রাষ্ট্রদূত। ১৯৭৬ সালের ৩ মার্চ মাত্র ৫৪টি স্টল নিয়ে শুরু হয়েছিল বাঙালির এই পার্বণ কলকাতা বইমেলার। বিড়লা তারামণ্ডলের উলটো দিকের মাঠে যার পথ চলা শুরু। এই ৪৯ বছরের পথ চলায় মিলেছে 'আন্তর্জাতিক' তকমা। আগামী বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার ৫০ বছর।

যার জন্য এবারের বইমেলার শেষদিনে বিধাননগর পুরসভার কাছে পরের বারের জন্য এক মাস আগে মাঠ চেয়ে রাখল আয়োজক সংস্থা কলকাতা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। ২০২৬-এ মনের মতো করে মেলা প্রাঙ্গণ সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এই দীর্ঘ যাত্রাপথ কেমন ছিল? কলকাতা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মেলায় সর্বাধিক প্রকাশনী সংস্থা ১,০৫৭টি অংশ নিয়েছিল।

অর্থাৎ শুরুর দিন থেকে এই বছর পর্যন্ত এক হাজার তিনটি স্টল বেড়েছে। স্থান সংকুলান না হওয়ায় আরও বহু প্রকাশনা সংস্থাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ দিতে হয়েছে বলে গিল্ড সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়ের দাবি। এবার হাজারেরও বেশি লিটল ম্যাগাজিন মেলায় টেবিল পেয়েছে। না পাওয়ার সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। আড়েবহরে ক্রমাগত বাড়তে থাকা কলকাতা বইমেলার জনপ্রিয়তার হাত ধরে আশির দশকে জেলায় জেলায় বইমেলা সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার।

পরে তা মহকুমা, ব্লক পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও সেই সংস্কৃতি বজায় রয়েছে। বইমেলা মানে পাঠকের মুক্তাঞ্চল। তাঁদের এক টুকরো স্বাধীন পৃথিবী। পাঠক, প্রকাশন, বই বিক্রেতা, লেখক, উদ্যোক্তা সবার হুটোপাটিতে মনে হয়, এই পুণ্যভূমির ধুলো মাখার এটাই হয়তো শেষ সুযোগ। সেজন্যই হয়তো ২০২৫-এ 'থিম কান্ট্রি' জার্মানির রাষ্ট্রদূত ফিলিপ আকারম্যান মেলার মাঠে দাঁড়িয়ে বলতে বাধ্য হন, 'বইমেলা বাঙালি ঘরানার কুম্ভমেলা।'

পুরাণ মতে, প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সংগমে স্নান করলে অক্ষয়-মোক্ষ লাভ হয়। লাখো মানুষের 'পদধূলি' মেখে জ্ঞান-মোক্ষ লাভ করে বইমেলা। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মানুষের হাতে হাতে অ্যানড্রয়েড কিংবা আইফোন। জেনারেশন-জি ও ৪০ বছরের কমবয়সি মিলেনিয়ালদের মনোজগতের খোঁজ পাওয়া এখন গবেষণার বিষয়। এজন্য সমীক্ষক নিযুক্ত করে তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ফরমায়েশি বই লিখিয়ে নেন বহু প্রকাশক।

এ তথ্য মনগড়া নয়, মেলার মাঠে দাঁড়িয়ে দিল্লির এক প্রকাশকের সহজ স্বীকারোক্তি। যতই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে রহস্য-রোমাঞ্চ বা ভৌতিক সিরিজে তরুণ প্রজন্ম মজে থাকুক না কেন, তারা যে বই পড়ছে মেলার মাঠে বেচাকেনা তার প্রমাণ। কলকাতার এক স্বনামধন্য সাংবাদিক-লেখকের দাবি, বর্তমান প্রজন্ম যদি বইয়ের জগতে না ঢুকত, তাহলে মেলায় এত মানুষ আসত না। মেলায় সমবেত মানুষের ৭০ শতাংশ তরুণ প্রজন্ম। তাঁরা বইমুখো না হলে এত বই বিক্রি হত না।

গিল্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩-এর বইমেলায় ২৫ লক্ষ মানুষ ছিলেন। ২০২৪-এ সংখ্যাটি হয় ২৯ লক্ষের কিছু বেশি। চলতি বছরের মেলায় সব রেকর্ড গুঁড়িয়ে বারোদিনে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। এই ক'দিনে মেলায় প্রায় ২৭ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে গিল্ডের দাবি। বেশ কয়েকজন প্রকাশক জানালেন, ফি বছর স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ের বাইরে ভিন্ন স্বাদের বই বিক্রি হয় প্রায় ৫০০ কোটি টাকার।

এটা শুধুমাত্র পাঠকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের হিসাব। এর বাইরে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতের সংগ্রহ। সবমিলিয়ে বছরে আটশো থেকে হাজার কোটি টাকার বইয়ের ব্যবসা হয়। যে কোনও উৎসবের পিছনে থাকে ব্যবসায়িক লক্ষ্য। পিছিয়ে থাকে না বইমেলা। সেজন্যই হয়তো কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা হয়ে উঠেছে বাংলার অন্যতম জাতীয় উৎসব। পেয়ে গেল 'কুম্ভমেলা'-র তকমাও।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

জল মাপতেই বঙ্গ সফরে ভাগবত

দিল্লি যখন পদ্মের, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত তখন বাংলায়। এই প্রথম রাজ্যে এতদিন। দুটোর যোগসূত্র কী?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

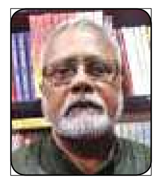

ছাব্বিশ বছর পর দিল্লির তখত দখল করেছে বিজেপি। রাজ্য হিসাবে দিল্লি যদিও যথেষ্ট ছোট, কিন্তু ভবিষ্যতের জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির এই দিল্লি জয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। দিল্লি জয়ে এবার যথেষ্টই মরিয়া ছিল বিজেপি। দিল্লি জয়ের জন্য কোনও অস্ত্রেই তারা শান দিতে কসুর করেনি। এরই পাশাপাশি আরএসএস সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল দিল্লিতে বিজেপিকে জিতিয়ে আনতে। আরএসএস যেমন করে থাকে, নিঃশব্দে, উইপোকার মতো, তেমনই কেজরিওয়ালের ঘরের মেঝেতে গর্ত খুঁড়ে বিজেপির জন্য সুড়ঙ্গ বানিয়ে দিয়েছিল। দিল্লিতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আরএসএসের হিন্দুত্বের নিঃশব্দ প্রচার বিজেপির সহায়ক হয়েছে এ অস্বীকার করা যাবে না। বিজেপি-আরএসএসের এই সম্মিলিত কৌশলের মুখে কেজরিওয়ালের গোঁ আর কংগ্রেসের ইগো বিজেপির পথ আরও প্রশস্ত করে তুলেছে।

বিষয়টা বিজেপির দিল্লি বিধানসভা দখলেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। যাঁরা জাতীয় রাজনীতির খবর রাখেন, তাঁরা সকলেই মানছেন, কেজরিওয়ালকে পরাস্ত করে উজ্জীবিত বিজেপি এবার অন্য বিরোধীদের দিকে তার থাবা আরও প্রসারিত করবে। এই বছরের শেষে বিহার বিধানসভার নির্বাচন। সামনের বছর এই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। এটা এখন থেকে আন্দাজ করা খুব কঠিন নয় যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তেজস্বী যাদবকে মোকাবিলা করতে বিজেপি-আরএসএস যৌথ আক্রমণ চালাবে। বিজেপি প্রকাশ্যে, আরএসএস তাদের কর্মপন্থা অনুসারে অন্তরালে।

এতখানি কথা এই জন্যই বললাম যে, দিল্লি যখন জিতে নিচ্ছে বিজেপি, তখন এই রাজ্যে এক দীর্ঘ সফরে এসেছেন সংঘের সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। ভাগবতের এই সফরটি নিয়ে তেমন আলোচনা হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু ভাগবতের সফরকে গুরুত্ব না দেওয়া অনুচিত হবে। বিশেষ করে দিল্লি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে যদি এই সফরকে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে এই রাজ্যের রাজনীতিতেও এই সফরের গুরুত্ব কতখানি।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, কোনও রাজ্যে এত দীর্ঘদিনের সফর সংঘপ্রধান করেন না। এই রাজ্যের ক্ষেত্রে এবার তার ব্যতিক্রম হচ্ছে। এই রাজ্যে এবার ভাগবতের সফরসূচি নয়-দশদিনের। যা শুনলাম, তাতে সোমবার কলকাতায় সংঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সদর দপ্তরে এই প্রান্তের বিভিন্ন সাংগঠনিক বৈঠক করেছেন ভাগবত। মঙ্গল ও বুধবার এই কলকাতাতেই সংঘের অখিল ভারতীয় সভা। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কলকাতায় সংঘের অখিল ভারতীয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ১৪ তারিখ বর্ধমানে সংঘের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করবেন। ১৬ তারিখ বর্ধমান জেলার তালিতে কর্মী সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। এর আগে ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি শহিদ মিনারে সংঘের এক সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন ভাগবত। এরই ফাঁকে গত শনিবার সংঘপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন আরজি কর হাসপাতালে নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মা।

সর্বদাই নিজেকে যেমন একটা ঘেরাটোপের অন্তরালে ঘিরে রাখতে চায় আরএসএস, এক্ষেত্রেও সংঘপ্রধানের এই দীর্ঘ বঙ্গ সফর সম্পর্কে মুখে কুলুপ এঁটেছে তারা। তারা যতই মুখে কুলুপ আঁটুক এটুকু বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কারণ নয় যে, সংঘপ্রধান জলহাওয়া পরিবর্তনের জন্য এই রাজ্যে দীর্ঘ সফরে আসেননি। তাঁর এই সফরের পিছনে একটি গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই রয়েছে।

সংঘের লৌহপ্রাচীরের ফাঁক গলে যেটুকু খবর ছিটকে-ছাটকে আসছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে '২৬-এর নির্বাচনের আগে এই রাজ্যে জল মাপতে এসেছেন সংঘপ্রধান। এই সফর থেকেই আগামী রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনকে পাখির চোখ করে আরএসএসের প্রচারের রূপরেখাটি তৈরি করে দিয়ে যাবেন। সেই রূপরেখা অনুসারে আরএসএস অবিলম্বে তাদের নিঃশব্দ প্রচারাভিযান, যাকে হুইসপারিং ক্যাম্পেন বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না, শুরু করে দেবে।

লক্ষণীয়, এই সফরে তিনদিন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাংগঠনিক বৈঠক সারবেন সংঘপ্রধান। তারপর দু'দিন অখিল ভারতীয় সভা। এই বৈঠকগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থাও ছকে ফেলা হবে। যাঁরা আরএসএসের কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত, তাঁরা জানেন আরএসএস তার রাজনৈতিক শাখা বিজেপির অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টটি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রধানত বেশি ভরসা করে বিভিন্ন রাজ্যের সংঘের কার্যকর্তাদের ওপর। এই রাজ্যের ক্ষেত্রেও তাই।

এর আগে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে এই রাজ্যের সংঘ কর্মকর্তারা যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা সংঘপ্রধানকে খুশি করতে পারেনি। হালে এই রাজ্যে বিজেপির অবস্থা সংঘের কার্যকর্তাদের বিজেপি সম্পর্কে আরও ক্ষুব্ধ করেছে। বিজেপির অভ্যন্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা যে সরকার গঠনের অবস্থায় বিজেপিকে পৌঁছে দিতে পারবে না তা উপলব্ধি করেছেন সংঘের কার্যকর্তারা। ফলে এবারেও সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপি সম্পর্কে তাঁদের রিপোর্ট সংঘপ্রধানকে খুশি করবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে রাজ্য বিজেপির নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গেও সংঘপ্রধান কথা বলতে পারেন।

এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিজেপির দুর্বল সংগঠনের ওপর ভরসা না করে সংঘকে নিজের মতো করে নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার করতেই পরামর্শ দেবেন সংঘপ্রধান। অবশ্য বরাবরই সংঘে নিজের মতো একটি বিকল্প প্রচারের রূপরেখা তৈরি করে। সেটা প্রধানত বাড়ি বাড়ি প্রচার, বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকা বিলি এবং প্রবুদ্ধ সভার মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে একটি জনমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। বিজেপির বিশৃঙ্খল সাংগঠনিক অবস্থায় সংঘের তৃণমূল স্তরের বাড়ি বাড়ি প্রচারেই সংঘপ্রধান বেশি গুরুত্ব দেবেন, এটাই অনুমেয়।

এই দীর্ঘ সফরে তাহলে আরএসএসের দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্তকে কী নির্দেশ দিয়ে যেতে পারেন সংঘপ্রধান? শতবর্ষে পা রেখে আরএসএসের এখন প্রধান অস্ত্র হিন্দুত্ব। যে অস্ত্রে বিজেপিকে ক্রমাগত শান দিয়ে যেতে আরএসএসই বলেছে। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা হয়েছে, এমন উক্তি করে সংঘপ্রধান ভাগবত নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি উগ্র হিন্দুত্বের হাতিয়ারেই ভরসা রাখতে চাইছেন। সেক্ষেত্রে '২৬-এর নির্বাচনের আগে আরএসএস এবং বঙ্গ বিজেপিকেও সেই অস্ত্রে কীভাবে শান দেওয়া যায় সে পরামর্শই দিয়ে যাবেন তিনি। সাংগঠনিক শক্তিতে নয়, হিন্দুত্বের হাওয়া তুলে যতটুকু লাভবান হওয়া যায়, সে চেষ্টাই করতে বলবেন।

আরএসএস-ঘনিষ্ঠ এক বিজেপি নেতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল ভাগবতের এই সফর নিয়ে। তাঁর বিশ্লেষণ, 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এই রাজ্যে হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করে তোলার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এই রাজ্যে হিন্দুদের ভিতর যতটা প্রভাব ফেলবে অতটা অন্য রাজ্যে নয়। বিশেষ করে, রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা বিধানসভাগুলিতে হিন্দুদের একটা বড় অংশের ভিতর প্রভাব পড়বে।' এই পরিস্থিতিকে কি কাজে লাগাতে চান ভাগবত? উত্তর এল, 'এখন থেকেই সীমান্ত এলাকাগুলিতে এবং যেসব কেন্দ্রে হিন্দু ভোটার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য, সেসব জায়গায় বাড়ি বাড়ি প্রচার চালিয়ে হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করার পরামর্শই সংঘপ্রধান দিয়ে যাবেন।'

এতে কি বাজিমাত করা যাবে শেষ পর্যন্ত? আরএসএস-ঘনিষ্ঠ ওই বিজেপি নেতাটি বলছিলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প হওয়ার মতো কোনও নেতা আপাতত এই রাজ্যে নেই। সেটা আরএসএস জানে। বিজেপিও জানে। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে যতই দুশো পারের কথা বলা হোক না কেন, সংঘ এবং বিজেপি দু'পক্ষই জানত ক্ষমতা এখনও দূর অস্ত। লক্ষ্য ছিল কর্মীদের উজ্জীবিত করে আসনসংখ্যা বাড়ানো।' তাঁর পরবর্তী সংযোজন, 'দুর্ভাগ্য, গতবার বিধানসভা ভোটের পর যত দিন গিয়েছে, রাজ্য বিজেপি ততই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। সেই জায়গা থেকে বিজেপিকে তুলে ধরতে একটা চেষ্টা তো করবেই সংঘ। আর সেজন্য এবার হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করার লক্ষ্যে আরএসএস ক'দিনের ভিতরই সীমানাঘেঁষা এলাকাগুলোয় নিবিড়ভাবে নিঃশব্দ প্রচার চালানো শুরু করবে। ক্ষমতা হয়তো এবারও দখল করা সম্ভব হবে না। তবে অন্তত একশোর কাছাকাছি বিজেপিকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবে সংঘ।'

শেষ পর্যন্ত ভাগবতের কৌশলে কতটা পদ্ম বাংলার মাটিতে ফুটবে, তা বলে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালটা কৌশল।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৮২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯৪৪

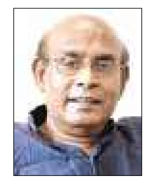

বিশিষ্ট পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কংগ্রেস নমনীয় হয়ে আপের সঙ্গে দিল্লিতে জোট করলে বিজেপি এভাবে জিততে পারত না। আবার এটাও ঠিক, হরিয়ানায় আপ যদি কংগ্রেসকে নিয়ে চলত, তাহলে ফল অন্যরকম হত। ওই রাজ্যেও আপ কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া করেনি। তাই নির্বাচনের এই ফল।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ওকল্যান্ড বিমানবন্দর থেকে আলাস্কা এয়ারলাইন্সের বিমান ওড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেসময় এক যাত্রী সামনে বসা মহিলার চুল টেনে ধরেন। বিমানকর্মী লোকটিকে সিটের সঙ্গে চেপে ধরে মারতে থাকেন। একজন মহিলার চুলের গোছা ছাড়িয়ে নেন। ঘটনার জেরে বাতিল উড়ান।

ভাইরাল/২

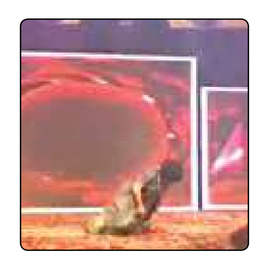

জিম করতে গিয়ে, কখনও কথা বলার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা। দিদির বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচছিলেন এক তরুণী। হঠাৎ মঞ্চে লুটিয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা।

জনমন জনমত

অর্ধসমাপ্ত সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র

আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে আলিপুরদুয়ারের প্রাণকেন্দ্রে কোটি কোটি টাকায় তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র। লক্ষ্য ছিল, সংস্কৃতিচর্চা, অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এখানকার অগণিত আদিবাসী ও বিভিন্ন জনজাতির ব্যবহৃত ট্র্যাডিশনাল জিনিসপত্র সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত করা, উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য জগতে স্বনামধন্যদের স্মৃতি রক্ষা করা প্রভৃতি। তারপর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র সমাপ্ত করে চালু করার কোনও প্রয়াস দেখা যায়নি।

এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট কোনও দল বা সংস্থার নয়। তাই আলিপুরদুয়ার জেলার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে বাকি থাকা কিছু কাজ সম্পূর্ণ করে আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন দলের সব নেতা-নেত্রী, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এভাবে জনগণের করের টাকায় তৈরি সরকারি প্রতিষ্ঠান (তা সে যে আমলেই তৈরি হয়ে থাকুক না কেন) অর্ধসমাপ্ত বা অচল অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে না।

এই প্রতিষ্ঠানটির বাকি থাকা কাজ সম্পন্ন করে চালু করা হলে এখানকার নাট্যদল, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সভা, আলোচনা, বিভিন্ন সংস্কৃতি সংরক্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হয়ে থাকবে। সংস্কৃতিপ্রেমী শিল্পীরা বা বিভিন্ন সংগঠন কম খরচে একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে তাদের অনুষ্ঠান করার সুযোগ পাবে।

জ্যোতির্ময় রায়, নিউ আলিপুরদুয়ার।

আগে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে প্রশাসনকে

কিছুদিন পরপরই বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়, কয়েকজনের প্রাণ যায়, নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন- এবারে কড়া হাতে এইসব বেআইনি কারবার বন্ধ করা হবে। তারপর সব চুপচাপ। কিছুদিন পর আবার বিস্ফোরণ। এছাড়া বোমা তৈরির কারখানাও আমাদের রাজ্যে কম নেই। বোমা তৈরি করতে গিয়ে বহু মানুষের হাত-পা উড়ে যাওয়ার খবর প্রায়ই চোখে পড়ে।

বাজি-পটকার চাহিদা সারাবছরই তুঙ্গে। প্রিয় দল খেলায় জিতলে, বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দ করতে, কোনও নির্বাচনে জিতলে এবং বারো মাসে চোদ্দো রকমের পুজোয় আনন্দ প্রকাশ করতে বাজি না হলে চলে? বোমার চাহিদা নির্বাচনের সময় ছাড়া তুলনামূলকভাবে কম।

আসলে নেতা ও প্রশাসনের কর্তাদের ম্যানেজ করে এইসব বেআইনি কারখানা সারা রাজ্যে রমরমিয়ে চলছে। প্রশাসনকে যদি দুর্নীতিমুক্ত না করা যায়, তাহলে এইসব বেআইনি কারবার কোনও দিনই বন্ধ হবে না।

আশিস রায়চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

ঐতিহ্যবাহী তিস্তাবুড়ির গান চিরদিনের

তিস্তাবুড়ির একাধিক নাম। কোথাও তিনি পুজো পান তিস্তাবুড়ি নামে, কোথাও বা মেচেনি, কোথাও ভেদেইখেলি।

মলয় চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গের মানুষের নানা সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়েছে তিস্তা নদী। আর এই তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে সৃষ্টি হয়েছে এক অন্য ধারার গান। যা তিস্তাবুড়ির গান বা মেচেনি গান বা ভেদেইখেলি গান নামে পরিচিতিলাভ করেছে। দেবী তিস্তার মিথকথার ওপর ভিত্তি করে দেবীকে তুষ্ট করার জন্য রাজবংশী সমাজ আরাধনা করে এই দেবীর। তাঁদের বিশ্বাস তিস্তাবুড়ি ঝড়ঝঞ্ঝার দেবী। তাই ঝড়ের হাত থেকে মানুষজন, জীবজন্তু, খেতখামার রক্ষা করার জন্য দেবী তিস্তার উপাসনা। তিস্তাবুড়ির একাধিক নাম রয়েছে। কোথাও তিনি পুজো পান তিস্তাবুড়ি নামে, কোথাও বা মেচেনি, কোথাও ভেদেইখেলি আবার কোথাও বা ঘাটোপুজো রূপে।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে তরাই ডুয়ার্সের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের রাজবংশী সমাজের মহিলারা দেবীর প্রতীক হিসেবে একটি ছাতাকে ফুল, বেলপাতা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ান এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। গ্রামে গ্রামে এই পরিক্রমার সময় দেবী তিস্তাবুড়ির উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় নানা পর্যায়ক্রমিক গান। রাজবংশী সমাজের মহিলারা একত্রিত হয়ে তিস্তাবুড়ি পুজোর জন্য দল গঠন করেন। সেখানে একজন দলনেত্রী নির্বাচিত হন, যাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় এই পুজো। দলনেত্রীকে বলা হয় 'মাড়েয়ানী'। সারা মাস ধরে খেলে বেড়ানোর পর মাসের শেষে সংক্রান্তিতে হয় পুজো। ফটামারা, বন্দনা, নামানী, জাগানি, বিল্যাস, দেহর, ভুরাভাসানি ইত্যাদি নানা পর্ব

বিভাজনে গাওয়া হয় এই তিস্তাবুড়ির গান।

তিস্তাবুড়ির গানগুলোতে রাজবংশী নারীদের অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে সঙ্গে আরও নানা বিষয়বস্তু উঠে এসেছে। এই গানগুলোতে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি সমাজের নানা দিক যা নারীর ব্যক্তিগত অনুভূতি, রীতিনীতি, লোকাচারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু হল তিস্তাবুড়ির গানে অধ্যাত্মবাদকে অতিক্রম করে সামাজিক দিকের বহিঃপ্রকাশ।

তিস্তাবুড়ি পুজোর জন্মখণ্ডে গাওয়া গানগুলোতে আমরা দেখতে পাই সামাজিক লোকাচারের প্রভাব। যেখানে একজন মানবশিশুর জন্মলগ্নে যে নিয়ম আচারগুলো পালন করা হয় রাজবংশী সমাজে, সেই আচারগুলোই উঠে এসেছে গানে–

'নাড়ি কাটিতে ছাওয়া কান্দাইস না/ কালা হাইরানী/ কিনিয়া দিম তোক নাল পাটানী।'

তিস্তাবুড়ির গানের সঙ্গে একদিকে যেমন সম্পৃক্ত হয়েছে রাজবংশী সমাজের রীতিনীতি, অপরদিকে উঠে এসেছে ব্যবহার্য জিনিসপত্র থেকে শুরু করে খাদ্যতালিকার মৌলিকত্বও। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মানুষের জীবনযাপন মূলত সহজ সরল। আর সেই সারল্যের প্রভাব পড়েছে তাদের খাওয়া খাদ্যেও। রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত অকৃত্রিম খাদ্যবস্তুগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় তিস্তাবুড়ি ঠাকুরের নানা পর্যায়ক্রমিক গানে।

তিস্তাবুড়ির গানগুলো যে সময়ে মুখে মুখে গীত হয়েছে সেখানে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন পেশার পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। আর এই পেশাগুলোর সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবনচিত্র পরিস্ফুট হয়েছে এই গানে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল হাতিয়ার ছিল কৃষিকাজ। আর কৃষিকাজের নানা বিবরণ আমরা পাই তিস্তাবুড়ির গানে। নানা কৃষিজ ফসলের উল্লেখ যেমন এখানে পাওয়া গিয়েছে, সেইসঙ্গে প্রকৃতি কতটা প্রভাব ফেলেছে এই ফসল ফলানোর সময় সেটাও পরিস্ফুট হয়েছে।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬২

পাশাপাশি : ১। যে দূত যুদ্ধে পরাজয়ের খবর আনে ৩। সম্মান প্রদর্শন করা ৫। শ্রেণি নির্বিশেষে সব মানুষ ৬। অন্যায় কাজ বা অপকর্ম করা ৭। অসুস্থ বা অত্যাচারিত ব্যক্তি ৯। যা গলে গিয়ে তরল হয়ে বয়ে যাচ্ছে ১২। যে গবাদি প্রাণীর বাচ্চা হবে ১৩। একটা ঘোড়ায় টানে এমন দু-চাকার গাড়ি।

উপর-নীচ : ১। যে ভয় পায় না ২। শাসানি বা চোটপাট ৩। কোনও বিষয়ের সমাধান ৪। আমার সোনার ___ চাই বলে গান আছে ৫। কাপড়ের বুনোট ৭। কাঁচা হলুদের মতো রং ৮। মুসলিম প্রথায় অভিবাদন ৯। পিরের কবর সংলগ্ন স্মৃতিসৌধ ১০। দিনের প্রথম ভাগ ১১। বহুতলে উঠতে যে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।

সমাধান ■ ৪০৬১

পাশাপাশি : ১। দুর্বাসা ৪। বেহাগ ৫। বাহ ৭। মশক ৮। দণ্ডবৎ ৯। ঝকমারি ১১। অসম ১৩। তিল ১৪। হংস ১৫। তীবর।

উপর-নীচ : ১। দুর্গম ২। সাবেক ৩। বাগদাদ ৬। হঠাৎ ৯। ঝটিতি ১০। রিক্তহস্ত ১১। অসতী ১২। মকর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিয়োগ দুর্নীতি রায়দান স্থগিত

শেষ শুনানিতেও বহাল যোগ্য-অযোগ্য জট

একনজরে

সিবিআইয়ের দাবি

- পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে যে ওএমআর শিটের ডেটা পাওয়া গিয়েছে সেটা ঠিক। কারচুপি হয়েছে এসএসসির কাছে থাকা তথ্যে

চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী

- চাকরিপ্রার্থীদের কে কত নম্বর পেয়েছেন, সেই সংক্রান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করেনি এসএসসি। অথচ কলকাতা হাইকোর্ট মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ মানা হয়নি

শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ

- পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে যে ওএমআর শিট উদ্ধার হয়েছে সেগুলি নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। কমিশন নাকি বনশল কার কাছে থাকা তথ্য আসল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ কারও কাছে আসল ওএমআর শিট নেই

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : এসএসসির মাধ্যমে ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ বাতিল মামলায় সোমবার শুনানি শেষ হল সুপ্রিম কোর্টে। বিভিন্ন পক্ষের আইনজীবীদের সওয়াল-জবাবের পরও মিলল না যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করার রাস্তা। ফলে দিনের শেষে এসএসসির পুরো প্যানেল বাতিল হওয়ার শঙ্কা থেকে গেল। এদিন রায়দান স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ।

শুনানির শুরুতেই বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের আইনজীবী মনিন্দর সিং স্বীকার করে নেন, যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে যে ওএমআর শিটের ডেটা পাওয়া গিয়েছে, সেটাই ঠিক বলে জানান সিবিআইয়ের আইনজীবী। তাঁর মতে, কারচুপি হয়েছে এসএসসির সার্ভারে থাকা তথ্যে। বলেন, 'নায়সা আমাদের জানিয়েছে, তাদের কাছে পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিটের ডেটা নেই। আমরা যে ডেটা সংগ্রহ করেছি সেটা স্ক্যানটেকের। তদন্তকারীরা নায়সার প্রাক্তন কর্তা পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকেও ডেটা উদ্ধার করেছেন। স্ক্যানটেক ও বনশলের ডেটা মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ২টি ডেটা মিলছে। এর থেকে সিবিআইয়ের ধারণা হয়েছে বনশলের কাছে থাকা ডেটাই ঠিক। এসএসসির কাছে থাকা ডেটা কারচুপি করে বদলে ফেলা হয়েছে।' ওই আইনজীবী জানান, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সন্দেহজনক চাকরিপ্রার্থীরা সিবিআইয়ের হেপাজতে থাকা ওএমআর শিট দেখেছেন। কেউ দাবি করেননি যে সেগুলি তাঁদের নয়। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বনশলের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ওএমআর শিট নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। কমিশন নাকি বনশল কাদের তথ্য আসল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ কারও কাছে আসল ওএমআর শিট নেই। কমিশনও এক্ষেত্রে কোনও আলোকপাত করতে পারেনি।

এপ্রসঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী বলেন, 'একজন অযোগ্যও যদি চাকরিতে বহাল থাকেন, তাহলে সেটা একজন যোগ্যকে বঞ্চিত করা হবে। তাই কে কতদিন ধরে চাকরি করছেন সেটা বিবেচ্য হতে পারে না।'

মেধাতালিকায় নাম না থাকা চাকরিপ্রার্থীদের তরফে আইনজীবী বিভা মাখিজার বক্তব্য, চাকরিপ্রার্থীদের কে কত নম্বর পেয়েছেন, সেই মেধাতালিকা প্রকাশ করেনি এসএসসি। অথচ কলকাতা হাইকোর্ট মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ মানা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষার পর মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হয়। কারা ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাবেন, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করতে হয়। মোট শূন্য পদের চারগুণ প্রার্থীকে নিয়ে প্যানেল তৈরি করতে হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই নিয়মভঙ্গ করেছে এসএসসি। অভিযোগ অস্বীকার করেননি এসএসসির আইনজীবী। তিনি জানান, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের তথ্য তাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু ওএমআর শিটে কারচুপি তথ্য কমিশনের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে পুরো প্যানেল বাতিলের প্রস্তাব দেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, একসঙ্গে ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন তাহলে কীভাবে যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করা হবে? উত্তর মেলেনি। এরপরেই রায়দান স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ।

মহাকুম্ভে ডুব রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। শনিবার প্রয়াগরাজে।

দিল্লির মসনদে নারী মুখই খুঁজছেন বিজেপি নেতারা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি জয়ের পর পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তারই খোঁজে পদ্মশিবির। নবনির্বাচিত বিধায়কদের মধ্য থেকেই দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করা হবে। সেক্ষেত্রে বিজেপি জাতিগত সমীকরণকেও গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সম্ভবত তফশিলি জাতি থেকেই একজন বিধায়ককে বেছে নিতে পারে এক্ষেত্রে।

এছাড়াও পূর্বসূরিদের ধারা মেনে অর্থাৎ সুষমা স্বরাজ, শীলা দীক্ষিত, অতিশী মারলেনার পর এবার বিজেপি শিবির থেকেও মহিলা বিধায়কই মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের। এদিকে বিজেপি দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে চিঠি পাঠিয়ে 'শিশমহল'-এর সমস্ত সম্পত্তির বিভাজনের দাবি জানিয়ে বলেছে, কেজরিওয়ালের বিলাসবহুল বাসভবনে নতুন 'মুখ্যমন্ত্রী' থাকবেন না।

গেরুয়া শিবির দিল্লিতে দলিত সম্প্রদায় থেকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের কথাও ভাবছে। পাশাপাশি নতুন মন্ত্রীসভায় মহিলা ও দলিতদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে। বিজেপির নবনির্বাচিত ৪৮ জন বিধায়কের মধ্যে চারজন মহিলা রয়েছেন— নীলম পাহেলবান, রেখা গুপ্ত, পুনম শর্মা এবং শিখা রায়। নীলম পাহেলবান নাজফগড় আসন থেকে প্রথম মহিলা বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, রেখা গুপ্ত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সভাপতি, পুনম শর্মা ওয়াজিরপুর থেকে জয়ী হয়েছেন এবং শিখা রায় আপের বর্ষীয়ান নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজকে পরাজিত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কেজরিওয়াল তাঁর সরকারি বাসভবন সংস্কার ও সজ্জায় প্রায় ৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই খরচের মধ্যে শুধুমাত্র পর্দার জন্য ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি নেতারা কেজরির 'শিশমহল' বলে কটাক্ষ করে আসছেন এবং নির্বাচনি প্রচারের সময় এই ইস্যুটি বারবার তুলে ধরেছিলেন। মোদিও পরোক্ষভাবে কেজরিওয়ালের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'কেউ কেউ জাকুজি, স্টাইলিশ শাওয়ারে মন দেন, তবে আমরা হর ঘর জল-এ ফোকাস করি।'

দিল্লির পর এবার পঞ্জাব নিয়ে উদ্বিগ্ন আপ

মান সহ বিধায়কদের তলব কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি ও অমৃতসর, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি হাতছাড়া হওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টাও কাটেনি। পঞ্জাবে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে আম আদমি পার্টি (আপ)। কংগ্রেস, বিজেপি বাদে আপ দেশের একমাত্র দল, যারা একাধিক রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল। শনিবার সেই কৃতিত্ব হারিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। এদিকে দিল্লি বিধানসভা ভোটে বিজেপির কাছে আপের হার নিশ্চিত হতেই বিস্ফোরক দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা তথা পঞ্জাব বিধানসভার বিরোধী দলনেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া। কংগ্রেস নেতার দাবি, রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা আপের অন্তত ৩০ জন বিধায়কের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। ওই বিধায়করা আপ নেতৃত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের কাজে খুশি নন। তাঁরা যে কোনও দিন কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন।

বাজওয়ার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক নেতা। তারপরেই পঞ্জাবের বিধায়কদের তড়িঘড়ি দিল্লিতে তলব করেছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দলের তরফে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মান এবং বিধায়কদের সঙ্গে দেখা করবেন কেজরিওয়াল। আপের বিবৃতি অনুযায়ী, 'মঙ্গলবারের বৈঠক পরবর্তী কৌশল ঠিক করার জন্য একটি সাংগঠনিক সভা। ভবিষ্যৎ কৌশল তৈরির জন্য দলের সব ইউনিটের মতামত নেওয়া হচ্ছে।'

অন্যদিকে বাজওয়ার দাবি, 'আপের অন্দরে নেতৃত্বের লড়াই আসন্ন। রাজধানীর (দিল্লি) দলীয় নেতৃত্ব মানকে সরিয়ে দিতে পারেন। পঞ্জাবের আপ বিধায়ক এবং কর্মীদের একাংশ দলের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পক্ষে।' তিনি আরও বলেন, 'লুধিয়ানা (পশ্চিম) বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হতে চলেছে। কেজরিওয়াল হয়তো পঞ্জাব থেকে বিধায়ক হওয়ার জন্য এই আসনটির দিকে নজর রাখছেন।'

২০২২-এর বিধানসভা ভোটে ১১৭ আসনের পঞ্জাব বিধানসভায় ৯২টি দখল করেছিল আপ। কংগ্রেসে নেমে গিয়েছিল ১৮টি আসনে। শিরোমণি অকালি দল জিতেছিল মাত্র ৩টিতে। কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যের ১৩টি কেন্দ্রের মধ্যে আপ প্রার্থীরা মাত্র ৩টিতে জয়ী হয়েছেন। তারপর থেকে পঞ্জাব-আপে ভাঙনের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা চলছে।

লন্ডনের স্টেশনে বাংলা বিতর্কে ইন্ধন মাস্কের

লন্ডন, ১০ ফেব্রুয়ারি : লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনে ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক সাইনবোর্ড নিয়ে বিতর্ককে উসকে দিলেন টেসলার কর্ণধার এলন মাস্ক। স্টেশনের নাম কেন বাংলায় লেখা হবে, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ব্রিটিশ এমপি রুপার্ট লো। রবিবার গ্রেট ইয়ারমাউথের এমপি রুপার্ট লো এক্স-এ লেখেন, 'এটা লন্ডন। এখানে স্টেশনের নাম ইংরেজিতেই থাকা উচিত, শুধু ইংরেজিতে!' পোস্টের সঙ্গে তিনি হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনের একটি ছবিও দেন। লো'র দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে রিটুইট করেন মাস্ক। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, ব্রিটেনের রাজনীতিতে মাথা গলানোর চেষ্টা করছেন মাস্ক। এটা তারই গৌরচন্দ্রিকা।

২০২২ সালে লন্ডনের পরিবহণ দপ্তর হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনে বাংলা ভাষার সাইনবোর্ড অনুমোদন করে। তারা এই সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ব লন্ডনের বৃহত্তম বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে। সেইসময় লন্ডনের পরিবহণ দপ্তরের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে শুধু হোয়াইটচ্যাপেলই নয়, লন্ডনের সাউথহল স্টেশনেও ইংরেজির পাশাপাশি পঞ্জাবি ভাষা (গুরমুখী)-র সাইনবোর্ড রয়েছে। কারণ, ব্রিটেনের বৃহত্তম পঞ্জাবি সম্প্রদায়ের বসবাস ওই এলাকাতেই।

ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ করের ইঙ্গিত ট্রাম্পের

মার্কিন সফরে পাঁচ ক্ষেত্রে নজর মোদির

মোদি বার্তা

- বন্ধু ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক
- তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, শক্তিসম্পদ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা
- কৌশলগত অংশীদারিকে জোরদার করা
- ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে হওয়া দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

ওয়াশিংটন, ১০ ফেব্রুয়ারি : দু-দিনের ফ্রান্স সফর সেরে ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ওয়াশিংটন যাত্রা স্বাভাবিকভাবে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন আমেরিকা সফর মোদির সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফরগুলির একটি হতে চলেছে। প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিয়েই ট্রাম্প যেভাবে কানাডা, মেক্সিকো ও চিন থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর চড়া হারে কর বসিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশের বেআইনি অভিবাসীদের আমেরিকা-ছাড়া করছেন, তা ভারতের চিন্তা বাড়িয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকায় আমদানি হওয়া যাবতীয় অ্যালুমিনিয়াম এবং ইস্পাতের ওপর ২৫ শতাংশ করের কথা ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। এই দুই ধাতু এবং এগুলি দিয়ে তৈরি জিনিসের বড় অংশ ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি করা হয়। ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সমস্যায় পড়বে ভারতীয় সংস্থাগুলি। প্রতি বছর এদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ পড়াশোনা এবং কর্মসূত্রে আমেরিকায় যান, অদূর ভবিষ্যতে সেই বৈধ বিদেশযাত্রাতেও রাশ টানতে পারেন ট্রাম্প। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন মার্কিন বহুজাতিকগুলিতে কর্মরত ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরা।

ট্রাম্প-মোদির বৈঠকে বাণিজ্য ও অভিবাসন জট কাটে কি না সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সব মহল। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর এক বিবৃতিতেও সেই ইঙ্গিত রয়েছে। মোদি জানিয়েছেন, মূলত ৫টি ক্ষেত্রকে পাখির চোখ করে আমেরিকা যাচ্ছেন তিনি। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে যেসব ক্ষেত্র গুরুত্ব পাবে, সেগুলি হল- তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, শক্তিসম্পদ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা। তাঁর কথায়, 'বন্ধু এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমন্ত্রণে ফ্রান্স হয়ে দু-দিনের জন্য আমেরিকা যাচ্ছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।' তিনি আরও বলেন, 'জানুয়ারিতে তাঁর (ট্রাম্পের) ঐতিহাসিক নির্বাচনি জয় এবং শপথের পর এটি হবে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তবে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি বিস্তৃত বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম মেয়াদে একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে খুব টাটকা রয়েছে।'

কূটনৈতিক সূত্রে খবর, ঘোষিত ৫টি ক্ষেত্র ছাড়াও আমেরিকায় বসবাসকারী অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতা নিয়েও ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে পারেন মোদি। ৩ দিনের সফরে মঙ্গলবার প্যারিস রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও সেখানে এআই অ্যাকশন সামিটে সহ সভাপতিত্ব করবেন তিনি।

প্যারোলে মুক্তি

আজ সংসদে 'জঙ্গি' রশিদ

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হলেও সন্ত্রাসবাদে অভিযুক্ত হওয়ায় জেলবন্দি। কিন্তু এবার লোকসভার বাজেট অধিবেশনে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন তিনি, মানে বারামুলার সাংসদ আবদুল রশিদ শেখ ওরফে ইঞ্জিনিয়ার রশিদ। দিল্লি হাইকোর্ট তিহার জেলে বন্দি জম্মু ও কাশ্মীরের নির্দল সাংসদকে দু'দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়েছে। ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি রশিদ বিশেষ পুলিশি নজরদারিতে সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি বিকাশ মহাজন তাঁর রায়ে জানিয়েছেন, রশিদ ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে পারলেও তাঁকে কয়েকটি শর্ত মানতে হবে। নিশ্ছিদ্র পুলিশি নিরাপত্তায় তিনি সংসদে যাবেন এবং ফেরত আসবেন। সংসদের ভিতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংসদের মহাসচিবের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হবে। এছাড়া তিনি মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং কথা বলতে পারবেন না সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। বারামুলার সাংসদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের তহবিলে অর্থদানের অভিযোগ রয়েছে। ২০১৯ সালে গ্রেপ্তারের পর তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ)-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা শুরু হয়। অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী হাফিজ সঈদের।

রেকর্ড নীচে টাকার দাম

মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন ডলারের তুলনায় আরও তলিয়ে গেল ভারতীয় মুদ্রা টাকা। সোমবার এক মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য পৌঁছে যায় ৮৭ টাকা ৯৪ পয়সায়, যা সর্বকালীন রেকর্ড। দিনের শেষে অবশ্য পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়ে এক ডলারের বিনিময় মূল্য হয়েছে ৮৭ টাকা ৪৩ পয়সা।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মার্কিন ডলার চাঙ্গা হওয়ায় ক্রমশ দাম কমছিল টাকার। বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য যুদ্ধের আশঙ্কা এবং বিদেশি লগ্নিকারীদের এদেশ থেকে টানা লগ্নি সরিয়ে নেওয়ায় আরও দুর্বল হয়েছে টাকা। পরিস্থিতির এখনই কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভবনা কম বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা। অনেকের দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যত বেশি শুল্ক চাপাবেন, তত দাম বাড়বে ডলারের। যার ফলে আরও দাম কমতে পারে ভারতীয় মুদ্রার।

ধাক্কা খেয়েছে শেয়ার বাজারও। দিনের শেষে সেনসেক্স ৫৪৮.৩৯ পয়েন্ট নেমে ৭৭৩১১.৮০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এক সময়ে সেনসেক্স নেমে গিয়েছিল ৭৭১০৬.৮৯ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ১৭৮.৩৫ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৩৩৮১.৬০ পয়েন্টে।

দ্রুত জনগণনার দাবি সোনিয়ার

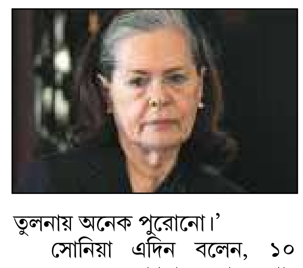

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির বিধানসভা ভোটে শূন্যের হ্যাটট্রিক করার দু'দিনের মধ্যেই আবার জাতগণনার দাবি তুলল কংগ্রেস। সোমবার রাজ্যসভায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি জাতগণনা নিয়ে 'ধীরে চলো' নীতি নেওয়ার অভিযোগ তোলেন নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ২০২১ সালের জনগণনার রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। ফলে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের অনেককেই এখনও খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী সরকারি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর কথায়, 'খাদ্য সুরক্ষা আইনের সুবিধাভোগীদের তালিকা ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে, যা বর্তমান জনসংখ্যার তুলনায় অনেক পুরোনো।'

সোনিয়া এদিন বলেন, ১০ বছর অন্তর জনগণনা হওয়ার কথা। এতদিন তা-ই হয়ে এসেছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম দশবার্ষিক জনগণনা চার বছরের বেশি বিলম্বিত হয়েছে। ২০২১ সালে এটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনও তা নিয়ে কোনও সুস্পষ্ট ঘোষণা নেই। তাঁর দাবি, 'সরকারি বাজেট বরাদ্দ দেখলে স্পষ্ট হয় যে, চলতি বছরেও জনগণনা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

খাদ্যের অধিকারের প্রসঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'সরকারের উচিত জনগণনার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং সমস্ত যোগ্য নাগরিককে খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা করা। কারণ, খাদ্য নিরাপত্তা কোনও বিশেষ সুবিধা নয়, এটা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার।'

সম্প্রতি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেছিলেন, বর্তমানে ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী খাদ্যসুরক্ষা আইনে সহায়তা করা হচ্ছে। এর ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের অন্তত ১৪ কোটি মানুষ।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ

ছুরিকাঘাতে খুন শিল্পপতি

হায়দরাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি : সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে নাতির হাতে নৃশংসভাবে খুন শিল্পপতি। মৃত ভিসি জনার্দন রাও (৮৬) হায়দরাবাদের ভেলজান গোষ্ঠীর কর্ণধার। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, শিল্পপতিকে পরপর ৭০ বার ছুরির কোপ মারেন নাতি কীর্তি তেজা (২৮)। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রবীণ শিল্পপতির। বাধা দেওয়ায় তেজা আঘাত করেন নিজের মাকেও। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারির এই ঘটনা শোরগোল ফেলেছে শহরে।

পুলিশ জানিয়েছে, আমেরিকা থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করে সদ্য হায়দরাবাদে ফিরেছিলেন অভিযুক্ত। মাকে নিয়ে আলাদা থাকতেন তিনি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই দাদুর ওপর রাগ ছিল নাতির। ঘটনার দিন দাদুর বাড়িতে গিয়েছিলেন তেজা। সেখানেই সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। নাতিকে সম্পত্তির ভাগ দিতে রাজি হননি জনার্দন। বচসা চরমে উঠলে রাগের বশে ছুরি দিয়ে দাদুকে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেরায় দাদুকে খুনের কথা স্বীকার করেছেন তেজা।

লোকসভায় বাজেট আক্রমণ কল্যাণের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আলোচনায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছিলেন। এদিন লোকসভায় বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ভারতের উন্নয়নের কৃতিত্ব জনগণের। কোনও ব্যক্তি একা তা দাবি করতে পারেন না। বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাজেট বরাদ্দ এবং ঘোষণাগুলি আদতে কতটা কার্যকর, তা বোঝার অন্যতম সূচক হল শেয়ার বাজারের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এবারের বাজেটের পর শেয়ার বাজার এক সপ্তাহেরও বেশি সময় স্থির রয়েছে, এমনকি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা আরভিএনএলের শেয়ারও পড়ে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এ থেকেই প্রমাণ হয় বাজেট জনস্বার্থ বিরোধী এবং অর্থনৈতিকভাবে অনৈতিক।

বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নির সীমা ৪৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশ করার সিদ্ধান্তেরও কড়া সমালোচনা করেন তিনি।

এছাড়াও বিমা ক্ষেত্রে জিএসটি কমানো হয়নি বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানকে স্মরণ করিয়ে বলেন, '২০১২ সালেই তিনি বিমায় ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নির বিরোধিতা করেছিলেন এবং এলআইসির মতো সংস্থায় সাধারণ মানুষের গচ্ছিত টাকার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।'

কল্যাণ অভিযোগ করেন, 'বাংলার জন্য কোনও প্রকল্প ঘোষণা করা হয়নি। পরিকল্পিতভাবে রাজ্যকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মনরেগা ও আবাস যোজনায় রাজ্যকে কোনও তহবিল দেওয়া হচ্ছে না।' তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, '২০২৬ সালে বিজেপি বাংলায় ৩০টি আসনও পাবে না।'

রাজ্যসভায় বাজেট নিয়ে তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখার সময় তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তিনি দ্রুত ঋতব্রতর মাইক চালুর দাবি জানান।

বাংলার বঞ্চনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিকভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাস্ত করতে না পেরে আর্থিকভাবে রাজ্যকে অবরুদ্ধ করা হচ্ছে। তবে যত বেশি অবরোধ করা হবে, বাংলার মানুষ ততই প্রবলভাবে তার জবাব দেবে। কারণ, বাংলা কখনও মাথা নত করবে না, বাংলা আত্মসমর্পণ করবে না।'

গ্রেপ্তার ৪

তিরুপতি, ১০ ফেব্রুয়ারি : তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদি লাড্ডুতে পশুর চর্বি মেশানো ঘি ব্যবহারের অভিযোগের ঘটনায় সিবিআই তদন্তে নেমে সোমবার ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল। অভিযুক্তরা হলেন, ভোলেবাবা ডেয়ারির প্রাক্তন ডিরেক্টর বিপিন জৈন এবং পমিল জৈন, বৈষ্ণবী ডেয়ারির কর্ণধার অপূর্ব বিনয় কান্ত চওদা এবং এআর ডেয়ারির এমডি রাজু রাজাশেখরণ। অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করা হলে তাঁদের ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মহাকুম্ভে মহাযানজট, যোগীকে কটাক্ষ

দীর্ঘ সড়কপথে ট্রাফিক জ্যামে আটকে মানুষ। সড়ক থেকে রেলপথ পুণ্যার্থীদের ভিড়ে ঠাসা প্রয়াগরাজ। সোমবার।

প্রয়াগরাজ, ১০ ফেব্রুয়ারি : যানজট এবার গিলে খেল কুম্ভকেও। কুম্ভের পথে এগিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, পা ফেলার জায়গাটুকু নেই। শুধু গাড়ি আর গাড়ি। চারদিকে গাড়ির হর্ন, চিৎকার। এমনই ছবি দেখা গেল প্রয়াগরাজে। এই অব্যবস্থার জন্য দায়ী করা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে।

তবু তার মধ্যেই সোমবার মহাকুম্ভে ত্রিবেণি সংগমে পুণ্যস্নান সেরেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এরপর রাষ্ট্রপতি অক্ষয়বট ও বড় হনুমান মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন।

মহাকুম্ভে ত্রিবেণি সংগমে ডুব দিতে কোটি কোটি পুণ্যার্থীর ভিড় হয়েছে প্রয়াগরাজে। লম্বা যানজটে আটকে অনেকেই ফিরতি পথ ধরেছেন। অনেকে আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই যানজটে আটকে থেকেছেন। ছোট, বড় গাড়ির ভিড়ে অচল হয়ে পড়েছে সড়কপথ। প্রায় ৩০০ কিলোমিটার লম্বা যানজটও দেখা গিয়েছে কুম্ভের রাস্তায়। এরই মধ্যে কানে এসেছে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের তারস্বরে ঘোষণা, 'দয়া করে আর এগোবেন না। ফিরে যান।' একই জায়গায় আট থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত আটকে থাকতে হয়েছে বহু পুণ্যার্থীকে। রবিবার থেকেই এই পরিস্থিতি চলছে। অতীতে এমন বড় যানজট কবে আর কোথায় হয়েছে, তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না।

পুণ্যস্নান রাষ্ট্রপতির

মহাকুম্ভে কোটি কোটি মানুষের ভিড় হবে, তা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল সরকার। সেইমতো অত্যাধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থাও রয়েছে বলে সরকার দাবি করেছিল। কিন্তু তারপরও একাধিকবার আগুন লেগেছে মেলায়। পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। কেন বারবার 'অব্যবস্থা'র কারণে সমস্যায় পড়ছেন পুণ্যার্থীরা, প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, 'সাধারণ ভক্তরা কি মানুষ নন? যানজটে আটকে থাকা হাজার হাজার ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত তীর্থযাত্রীকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। তাঁদের পাশে সেভাবেই দাঁড়ানো উচিত সরকারের।' তাঁর প্রশ্ন, 'সিনেমা বা বিনোদন করমুক্ত করা যেতে পারে, মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে আসা গাড়ির জন্য কেন তা করা হবে না?' অখিলেশের মতে, মহাকুম্ভে আসা গাড়ি যদি করমুক্ত করা হয়, তবে সমস্যার সমাধান হবে। মহাকুম্ভ আয়োজনে যোগী সরকার ব্যর্থ বলেও দাবি করেন অখিলেশ। তাঁর কথায়, 'সরকার মাঠে নেই, কেবল অহংকারে ভরা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।'

অস্বাভাবিক ভিড়ের কারণে ১৪ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) পর্যন্ত প্রয়াগরাজ সংগম স্টেশন বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন লখনউ নর্দার্ন রেলের সিনিয়ার ডিভিশনাল ম্যানেজার কুলদীপ তিওয়ারি। তবে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর দাবি, 'প্রয়াগরাজ জংশন স্টেশন বন্ধ হয়নি। স্টেশনের কাজকর্ম স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে।'

রামায়ণে রণবীরের বডি ডাবল

রামায়ণে এবার রণবীর কাপুরের বডি ডাবল এলেন। আসল রণবীর কোথায় জানেন? সঞ্জয় লীলা বনশালীর সেটে। না না, এ খবর শুনেই আঁতকে ওঠার কিছু নেই। আসল ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার করে বলি। রণবীর একসঙ্গে দুটো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছবির অফার পেয়েছিলেন। রামায়ণ এবং লাভ অ্যান্ড ওয়ার। প্রথমটি নীতিশ তিওয়ারির। দ্বিতীয়টি বনশালীর। রামায়ণের জন্য একটানা ডেট দিয়েছিলেন রণবীর। নীতিশ তাঁর এই মহাকাব্যিক ছবির প্রথম পর্বের প্রায় বিরাট অংশ শুটিং করে ফেলেছিলেন। রণবীর মোটামুটি তাঁর পর্বের সমস্তটাই শেষ করে ফেলেছেন। এবার খানিকটা প্যাচ ওয়ার্ক বাকি আছে। রণবীরের জন্য অপেক্ষা করলে সেই কাজের অনেক দেরি হয়ে যাবে। কারণ এখন তাঁর ডেটের সবটাই বনশালীর জন্য।

এদিকে রামায়ণের শুটিংয়ের পর এক বিরাট সময় ভিএফএক্সের জন্য বরাদ্দ আছে। সে সব সামলাতে সামলাতেই মে মাসের মাঝামাঝি থেকে আবার দ্বিতীয় পর্বের শুটিং শুরু হবে। রণবীর জুন মাসে এসে যোগ দেবেন। সুতরাং এখন আর অপেক্ষা করার মতো সময় নেই। কাজ চালাতেই হবে। তাই বডি ডাবল ছাড়া গতি নেই। অবশ্য সূত্রের খবর, যেটুকু প্যাচ ওয়ার্ক বাকি আছে, তার জন্য বডি ডাবল এলেও কোনও সমস্যা হবে না।

উল্লেখ্য, ২০২৬ দিওয়ালির সময় রামায়ণের প্রথম পর্ব মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় পর্ব আসছে পরের বছর দিওয়ালিতে।

করিনার উপলব্ধি

করিনা কাপুর বলেছেন এই কথা, এর সঙ্গেই বলেছেন সারা আলি খান, ইব্রাহিম আলি, তৈমুর আলি ও জেহাঙ্গির আলির প্রতি বাবা সইফ আলির দায়িত্ব ও কর্তব্যের চেহারা কেমন, তাও। অমৃতা সিংয়ের সঙ্গে বিয়ের পর সইফ, ইব্রাহিম ও সারার বাবা হন। পরে করিনার সঙ্গে বিয়ের পর তিনি তৈমুর ও জেহ-র বাবা হন। চার সন্তানের প্রতিই সইফ বাবা হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন। চারজনকেই তিনি সমানভাবে সময় দেন। কফি উইথ করণ-এ এসে করিনা বলেছিলেন, 'আমি সারা বা ইব্রাহিমের মা হতে পারব না, কারণ ওদের একজন দারুণ ভালো মা আছেন। সইফ ওদের চারজনেরই বাবা। তাই চারজনের সঙ্গেই বন্ডিং থাকটা দরকার। ছুটির দিনে সইফ চারজনের সঙ্গে কাটায়। সবাইকে সমান সময় দেওয়া জরুরি এবং এটা আমার খারাপ লাগে না। লোকে অবশ্য এ নিয়ে অনেক কিছু বলে—সেটা ঠিক নয়।'

সম্প্রতি সইফের ওপর বহিরাগত হামলা চালায় ছুরি নিয়ে, ছবার তাঁকে আঘাত করে। পরে সেই হামলাকারী শরিফুল ইসলামকে মুম্বাই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সেই ঘটনা নিয়ে সইফ বলেছেন, 'করিনা ডিনারে গিয়েছিল। আমি বাড়িতে। করিনা ফিরতে একটু কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত দুটো নাগাদ, বাড়ির এক কাজের লোক দরজা ধাক্কা দিয়ে বলে, একজন হাতে ছুরি নিয়ে জেহ-র ঘরে ঢুকে টাকা

আমি সারা বা ইব্রাহিমের মা হতে পারব না, কারণ ওদের একজন দারুণ ভালো মা আছেন। সইফ ওদের চারজনেরই বাবা। তাই চারজনের সঙ্গেই বন্ডিং থাকটা দরকার। ছুটির দিনে সইফ চারজনের সঙ্গে কাটায়। সবাইকে সমান সময় দেওয়া জরুরি এবং এটা আমার খারাপ লাগে না। লোকে অবশ্য এ নিয়ে অনেক কিছু বলে—সেটা ঠিক নয়।

চাইছে। আমি দৌড়োই, খালি পায়ে, খালি হাতে। তারপর আমাকে সে ছুরির আঘাত করে। করিনা জেহকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়। জেহ এই ঘটনার কিছুটা দেখেছে। পরে তৈমুর বাবার সঙ্গে হাসপাতালে যায়। সে খুবই শান্ত হয়ে গিয়েছিল।'

তৈমুরের সঙ্গে এই নিয়ে সইফের আলোচনা হয়েছে। সে ভেবেছিল লোকটির খিদে পেয়েছে। সইফও সেরকমই ভেবেছিলেন, কিন্তু ছুরির আঘাতের পর সেই চিন্তা মনে ছিল না।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, সইফের বাড়িতে ড্রাইভার ছিল না? উত্তরে তিনি বলেছেন, 'ড্রাইভাররা রাতে বাড়ি থাকে না। রাতে কোথাও যেতে হলে তাঁদের বলা থাকে আগেভাগে। সে রাতে গাড়ির চাবি খুঁজে পেলে আমি গাড়িতেই যেতাম, তবে শিরদাঁড়ায় ছুরি নিয়ে তা সম্ভব হত না। প্রথম অটোয় আমি হাসপাতালে যাই, পরেরটায় বাড়ির সকলে করিশমার বাড়িতে।'

এরপরে সইফ নিরাপত্তার জন্য বড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখবেন কিনা সে প্রশ্ন উঠছে। সইফ বলেছেন, 'মনে হয় না। বন্দুক আগে বাড়িতে ছিল, কিন্তু বাচ্চারা এসব নিয়ে খেললে বিপদ আছে। তাই রাখব না। আর আমার নিরাপত্তারও কোনও ঝুঁকি আছে বলে মনে হয় না। এটা একটা ডাকাতির ঘটনা ছিল কিন্তু এর ফলে ওই গরিব মানুষটার (শরিফুল ইসলাম) জীবন শেষ হয়ে গেল।' চার বছরের জেহ অবশ্য নিজের খেলনা প্লাস্টিকের ছুরি বাবাকে দিয়ে বলেছে, 'এবার থেকে এটা সঙ্গে রাখো। দুষ্টু লোক এলে তাকে মারতে পারবে।'

একনজরে সেরা ৫

প্রথমে করিশমা

হাম আপকে হ্যায় কৌন ছবিতে নিশা চরিত্রে প্রথমে মাধুরী নন, নির্বাচিত হয়েছিলেন করিশমা কাপুর। কিন্তু ছবিতে নিশা এক পরিণত মানুষ যে দিদির সন্তানকে নিজের বলে গ্রহণ করবে। করিশমার বয়স তখন কম, সেই পরিণতি তাঁর ছিল না, তাই মাধুরীর আগমন।

হারিয়ে দিল

দ্বিতীয়বার মুক্তির পর হর্ষবর্ধন রানে ও মাওরা হোকেন অভিনীত সনম তেরি কসম-এর এক লক্ষ সাতান্ন হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে প্রথম শনিবারে। পুনর্মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ টিকিট বিক্রিতে দু নম্বরে আছে। প্রথম দু দিনে আয় ৯.৫০ কোটি।

জুনেইদের জন্য

আমির খানের ছবি তারে জমিন পর ডিসলেক্সিতে আক্রান্ত বালক ঈশান অগস্তিকে কেন্দ্র করেই তৈরি। এই চরিত্রে অভিনয় করেন দর্শিল সাফারি। ঈশানের শিক্ষক হন আমির। ছোটবেলায় আমির-পুত্র জুনেইদের ডিসলেক্সি ধরা পড়েছিল। তা দেখেই আমির এই ছবি করেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জুনেইদ এই কথা বলেছেন।

জাট-কথা

সানি দেওল অভিনীত জাট-এ ৬ ভিলেন থাকবেন। সম্প্রতি জারিনা ওয়াহাব, সংযমী খের, রেগেনা কাসান্দ্রা, বান্ধবী শ্রীধর, মৌমিতা পাল, ভিশিকা কোটা, প্রণীতা পট্টনায়ক, দৌলত সুলতানা, আয়েষা খান যোগ দিয়েছেন ছবিতে। আছেন রণবীর হুড়া, ভিনীত কুমার সিংও। পরিচালক গোপীচাঁদ মালিনেনি। মুক্তি ১০ এপ্রিল।

সম্মানিত অনুপম

নোবেল জয়ী জেমস অ্যালিসন অভিনেতা অনুপম খেরকে তাঁর 'আশাবাদ'-এর দর্শন-এর জন্য সম্মানিত করলেন। রবিবার জিও কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজক স্যার এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, তারা ক্যানসার প্রতিরোধে কাজ করে। সম্মানিত অনুপম বলেন, 'নোবেল জয়ীর কাছ থেকে পেলাম অনন্য সম্মান। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অধ্যাপক সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং অন্যদের।

সোনুর শো ঘিরে গোলমাল

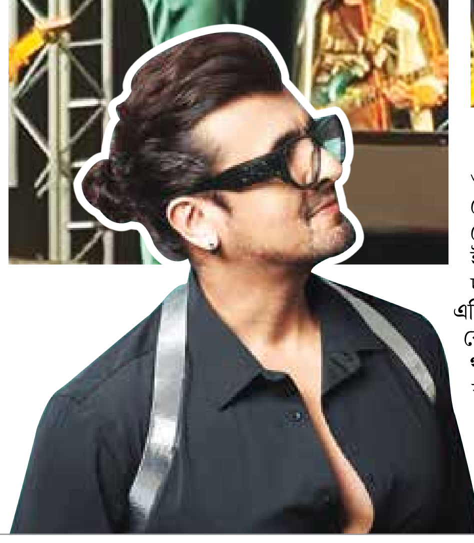

কলকাতায় গানের অনুষ্ঠানে রীতিমতো রেগে দর্শকদের ওপর চিৎকার করলেন সোনু নিগম। রবিবার এক অনুষ্ঠানে প্রেক্ষাগৃহ এমনিতেই ভর্তি ছিল। তার ওপর গায়কের সঙ্গে সেলফি তোলা, তাঁকে বারবার বিভিন্ন গানের অনুরোধ করা ইত্যাদির জন্য বেসামাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। অনেকেই দাঁড়িয়েছিলেন, বসার কথা বললেও কাজ হচ্ছিল না। এদিকে সময় চলে যাচ্ছিল। সময় মেপেই অনুষ্ঠান করতে হয়। রেগে গিয়ে সোনু নিজেই এরপর চিৎকার করেন, 'দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলে ভোটে দাঁড়ান। হয় বেরিয়ে যান নাহলে বসুন। আমাকে এরপরেও তো গান গাইতে হবে।'

এই ঘটনা নেটমহলে বেশ আলোড়ন ফেলেছে। কেউ বলেছে, আয়োজকরা কোথায়? কেউ বলেছে কি অবস্থা, শেষে সোনু স্যারকেই দর্শক সামলাতে হচ্ছে? সব মিলিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে সোনুর কলকাতার অনুষ্ঠান নিয়ে।

তথাগতর জীবনে এবার নতুন কে?

পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়ই তাহলে বাংলার ক্যাসানোভা? ঘটনা তো তেমনই দাঁড়াচ্ছে। বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়ও এখন অতীত হয়ে গেছেন। মানে, যার জন্য দেবলীনার সঙ্গে ন'বছরের দাম্পত্যে দাঁড়ি টেনেছিলেন তথাগত, সেই বান্ধবীকেও ভুলে গেছেন। কিন্তু কেন?

এখানেও ফিসফিসানিতে কান পাততে হবে। শোনা যাচ্ছে, তথাগতর জীবনে আবারও কোনও নারীর প্রবেশ ঘটেছে। তিনি নাকি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত। তথাগত নিজেও অবশ্য ব্যাপারটা স্বীকার করে নিয়েছেন। জানিয়েছেন যে, সম্পর্কটা বেশ সিরিয়াস। কিন্তু তার বয়স মাত্র দু মাস। তাহলে কি তাঁকেই বিয়ে করবেন? তথাগত জানাননি কিছু। শুধু বলেছেন, সময় এলে তিনি নিজেই সব জানাবেন।

কিন্তু মুশকিলটা হল, দেবলীনার সঙ্গে এখনও আইনগত বিচ্ছেদটাই তাঁর হয়নি। তাহলে তিনি যে কী করে আবার বিয়ে করতে পারেন, সে ব্যাপারে কেউই খোলসা করে কিছু বলেননি। এদিকে দেবলীনাও যে তাঁর 'ভালো বন্ধু' সৌম্যকে বিয়ে করে নিয়েছেন, এমন চর্চাও জোরদার। কিন্তু সেখানেও সেই একই প্রশ্ন–ডিভোর্সটা না করেই কীভাবে বিয়ে করছেন আবার? সব মিলিয়ে বেশ একটা কৌতূহল তৈরি হচ্ছে তাঁদের ঘিরে। আসল জবাবটা অবশ্য সময়ই দেবে।

ছেলের মুখ দেখালেন বিক্রান্ত

ছেলে বর্ধনের বয়স এক বছর হল। তাই এবার ছেলের মুখ জনসমক্ষে আনলেন অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে ও তাঁর স্ত্রী শীতল ঠাকুর। ছেলে পরেছিল সাদা শার্ট, বাদামি প্যান্ট, জুতো মোজা। মাথা ন্যাড়া, তবে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং আদুরে। বিক্রান্ত নীচে ক্যাপশন করেছেন, 'হ্যালো বলুন আমাদের সুন্দর বর্ধনকে'। বিক্রান্ত বাদামি কোর্ট পরেছিলেন, বাদামির ছোঁয়া ছিল শীতলের পোশাকেও। একেবারে পারিবারিক অ্যালবাম।

প্রসঙ্গত, বিক্রান্তকে দেখা যাবে আঁখোঁ কি গুস্তাখিয়াঁ ও ডন ৩-তে। শেষোক্তে তিনি ভিলেন।

ছাওয়া ছবির প্রচারে ভিকি, রশ্মিকা

যতক্ষণ না তাঁকে দেখতে শাম্ভজি মহারাজের মতো হচ্ছে, ততক্ষণ শুটিং শুরু করবেন না বলে ভিকি কৌশলকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন পরিচালক লক্ষ্মণ উতেকর। ভিকি তো শুনে থ! পঁচিশ কেজির পেশি বানানো কি চাট্টিখানি কথা? তার ওপর অমন লম্বা চুল আর দাড়ি? কিন্তু পরিচালক মশাই তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।

কিন্তু এমন সিদ্ধান্তের কারণ কী? লক্ষ্মণ উতেকরের সাফ কথা, চরিত্রাভিনেতাদের চরিত্রের মতো দেখতে হবে, কোনও ভিএফএক্স দিয়ে দর্শকদের ধোঁকা তিনি দেবেন না। আর সেই কারণেই এত কড়াকড়ি। 'ছাওয়া' মুক্তির আগে এমনই এক অদ্ভুত কথা শোনালেন ভিকি কৌশল। তাহলে শেষ অবধি কী হল? ভিকির শাম্ভজি মহারাজ হয়ে উঠতে সাত মাস সময় লেগেছিল। তারপর শুরু হয়েছিল শুটিং। কিন্তু শুটিং সেটে এসে ভিকি দারুণ চমকে গেলেন। অক্ষয় খান্না যে এভাবে হুবহু ঔরংজেব হয়ে উঠবেন, তা তিনি ভাবতেও পারেননি! সেটে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে দেখে ইতিহাস বই মিলিয়ে নিচ্ছেন ভিকি কৌশল। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। তবে চমক বলে চমক? একটা দৃশ্যে সত্যিই দু-হাজার জুনিয়ার আর্টিস্ট এবং দেশের ৫০০ জন সেরা স্টান্ট মাস্টার নিয়ে কাজ করেছেন পরিচালক লক্ষ্মণ উতেকর। কারণ ওই যে, তাঁর এক কথা–কোনও ভিএফএক্সের ধোঁকা তিনি দেবেন না। উপরে, ছবির প্রচারে অমৃতসরে ভিকি কৌশল ও রশ্মিকা মান্দানা।

হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার অপেক্ষায় পরীক্ষার্থীরা। সোমবার শিলিগুড়িতে। ছবি : তপন দাস

বড় পরীক্ষা বাবা-মায়ের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : কেউ পরীক্ষা দিয়েছেন ২৭ বছর আগে। কেউ আবার ইচ্ছে থাকলেও পরিবারকে সাহায্য করার জন্য কাজে ঢুকে গিয়ে মাধ্যমিক দেওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। সন্তানকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসে তাঁদের সেই পুরোনো স্মৃতি যেন নতুন করে নাড়া দিল। সোমবার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোর বাইরে বসে থাকা বাবা-মায়েদেরও মুখে ছিল চিন্তার ছাপ। কেউ আবার পরীক্ষাকেন্দ্রে সন্তানকে ঢুকিয়ে স্কুলের প্রধান দরজার সামনে গিয়ে সন্তানকে একঝলক দেখার জন্য বারবার উঁকি মারছিলেন।

পরীক্ষা শুরু হলে ছেলেমেয়ের পরীক্ষা কেমন হবে তা ভেবে পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনেই কেউ চুপ করে বসে থাকেন, আবার কেউ গীতা হাতে রেখে ঠাকুরের নাম জপ করতে থাকেন। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোর সামনে দেখা গিয়েছে সন্তানদের পরীক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের চিন্তার ছবি।

জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীকে বাবা-মায়ের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে আসতে দেখা গিয়েছে। কেউ বাবার বাইকে করে, কেউ আবার মায়ের সঙ্গে টোটোতে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছায়। তবে সন্তানরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকে গেলেও বাইরে অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখা গিয়েছে বাবা-মায়েদের। সবার মুখে একটাই কথা, প্রশ্নপত্র যাতে সহজ হয়। ছেলেমেয়েরা যাতে ঠিকমতো সব প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে।

ছেলের জন্য নেতাজি হাইস্কুলের সামনে বসে থাকা হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা পুষ্প ভৌমিক বলেন, 'ছেলের মাধ্যমিকের জন্য প্রায় এক মাস ধরে রাতে ঘুমোইনি। ছেলে রাতে পড়াশোনা করে। ওর যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাই অন্য ঘরে জেগে বসে থাকি।' অন্যদিকে, রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুলের এক পরীক্ষার্থীর মা ভালোরানি বর্মন জানান, ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সব কাজ করে মেয়েকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছি। মেয়ে পরীক্ষা দিতে ঢুকেছে মনে হচ্ছে নিজেরই পরীক্ষা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি শহরের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোর সামনে বসে থাকা অভিভাবকদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকেও পুলিশের তরফে নজর রাখা হয়েছিল। জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের এক ছাত্রীর মা বুড়ি বৈদ্য বলেন, 'প্রথমবার অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিল। তাই খুব চিন্তা ছিল। ঘাবড়ে না গিয়ে যাতে ঠিকভাবে সব প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে সেজন্যই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি।' আরেক অভিভাবক মৌমিতা কর দাস জানান, ভাইঝিকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছি। ওকে ছোট থেকেই আমি পড়িয়েছি তাই আজকে পরীক্ষাতেও নিজেই নিয়ে এসেছি।

পরীক্ষা নিয়ে চিন্তায় থাকলেও প্রশ্ন সহজ হওয়ায় পরীক্ষা শেষে হাসিমুখে ছেলেমেয়েদের বের হতে দেখে যেন স্বস্তির হাসি হাসলেন পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকা পিয়ালি দাস, রিয়া সরকার, তপন তালুকদার সহ অন্য অভিভাবকরাও।

মেয়েরা পরীক্ষা দিচ্ছে। বাইরে অপেক্ষায় মায়েরা। সোমবার তপন দাসের তোলা ছবি।

চার মায়ের কথা

ছেলের মাধ্যমিকের জন্য প্রায় এক মাস ধরে রাতে ঘুমোইনি। ওর যাতে অসুবিধা না হয় তাই অন্যঘরে জেগে বসে থাকি।
- পুষ্প ভৌমিক

ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সব কাজ করে মেয়েকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছি। যেন নিজেরই পরীক্ষা হচ্ছে।
- ভালোরানি বর্মন

খুব চিন্তা ছিল, ঘাবড়ে না গিয়ে যাতে ঠিকভাবে সব প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে, সেজন্যই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি।
- বুড়ি বৈদ্য

ভাইঝিকে ছোট থেকেই পড়িয়েছি, তাই আজকে পরীক্ষাতেও নিজেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।
- মৌমিতা কর দাস

পরীক্ষার্থীদের নিয়ে কেন টানাহ্যাঁচড়া

মাদকচক্রের পান্ডাদের মারে জখম হাসপাতালে ভর্তি দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে নিয়ে সোমবার পুলিশ গা বাঁচাতে যে অতিসক্রিয়তা দেখিয়েছে তা সত্যিই অবাক করার মতো। জোর করে তাদের পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া এবং আবার হাসপাতালে ফিরিয়ে আনার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ প্রয়োজনে সরকারি হাসপাতালে শিক্ষকের উপস্থিতিতে পরীক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থার বন্দোবস্ত রয়েছে, লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষক স্বপনেন্দু নন্দী।

মেয়ে পরীক্ষা দিয়ে বেরোনোর পর প্রশ্নপত্র দেখছেন মা। - তপন দাস

খোলা জানালা

রবিবার থেকে মহম্মদ নজরুল আনসারির দুই ভাইঝি আফরিন আনসারি ও সাইনা আনসারি একের পর এক যে সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সে কথাগুলোই ভাবছিলাম। শিক্ষক হিসেবে এই সব ঘটনা আমাদের খুব ব্যথিত করে। শিলিগুড়ি শহরের নাগরিক হিসেবে আমাদের সবসময়ই চাহিদা থাকে, আমরা একটি সুস্থ স্বাভাবিক নাগরিক জীবন চাই। সেটার জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা প্রশাসনের।

কিন্তু প্রশাসন কী সবসময় নিজের দায়িত্ব পালন করছে? সোমবারের ঘটনায় পুলিশ দায়িত্বের যে উদাহরণ দেখাল, সেটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। রবিবার থেকেই ওই দুই পরীক্ষার্থীর মনে এক ধরনের মানসিক চাপ তৈরি হয়েছিল। এদিন যেভাবে তাদের একবার হাসপাতাল থেকে পরীক্ষাকেন্দ্র, আবার পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া-আসা করা হল, তাতে করে ওই দুই পরীক্ষার্থীর মানসিক চাপ আরও অনেক বেশি বাড়ল। এই অবস্থায় পরীক্ষা কতটা ভালো হবে, তা নিয়ে তো একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। কারণ, ওরা দুজনই পারিপার্শ্বিক প্রচণ্ড রকমের চাপের মধ্যে ছিল।

আর কথা যখন হচ্ছে, প্রশাসনের। তখন এদিনের অতিসক্রিয়তার বিষয়টা সত্যিই অবাক করছে। একটা বিষয় এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, মাধ্যমিক পরীক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় পুলিশের কোনও কাজ নেই। শুধুমাত্র ভেনু সুপারভাইজারের নির্দেশ পালন করা ছাড়া। শুনতে পেলাম, ওই পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা জানিয়েছেন, জোর করে নাকি ওই দুই পরীক্ষার্থীকে পুলিশ পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে। যা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ। কারণ প্রয়োজনে সরকারি হাসপাতালে শিক্ষকের উপস্থিতিতে পরীক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থার বন্দোবস্ত রয়েছে। পরবর্তীতে কিন্তু সেটাই দেখা গিয়েছে। পুলিশ প্রশাসন এক্ষেত্রে অতিসক্রিয়তা দেখালেও ওই দুই পরীক্ষার্থীর বাড়ির এলাকায়

> মাধ্যমিক পরীক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় পুলিশের কোনও কাজ নেই। শুধুমাত্র ভেনু সুপারভাইজারের নির্দেশ পালন করা ছাড়া। শুনতে পেলাম, ওই পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা জানিয়েছেন, জোর করে নাকি ওই দুই পরীক্ষার্থীকে পুলিশ পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে। যা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ।

যে মাদকের কারবার চলছে, সেটা সর্বজনবিদিত। সেই ব্যাপারে প্রশাসন একদম নিশ্চুপ। ওই এলাকার কাউন্সিলারও জানেন যে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্য। আর প্রশ্ন যেখানে উঠছে সিসিটিভির, সেখানে প্রশাসনের উচিত এবারে চোখ খুলে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া, না হলে আগামীদিনে আমাদের জন্য আরও ভয়ংকর সমস্যা অপেক্ষা করছে।

আর একটা বিষয়ও বলে রাখা প্রয়োজন, কোনও পরীক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হলে প্রথমেই পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব, পৃথক ব্যবস্থা করে পরীক্ষা গ্রহণ করা। শুধুমাত্র অসুস্থ পরীক্ষার্থীদের জন্যই প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে একটি করে সিকরুম থাকা বাধ্যতামূলক।

স্কুল ছাত্রকে অ্যাডমিট কার্ড ফেরত দিচ্ছেন এএসআই রাজু রাই।

অ্যাডমিট কার্ড হারিয়ে ফিরে পেল ছাত্র

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক। ক'দিন পর শুরু হবে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর দশম শ্রেণির পরীক্ষা। তার আগে অ্যাডমিট কার্ড এবং বিভিন্ন নথি হারিয়ে বিপাকে পড়ল বেসরকারি স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্র। যদিও পরে অটোচালক ও পুলিশের সহযোগিতায় সে সমস্ত কাগজ ফিরে পেয়েছে।

শালবাড়ির বাসিন্দা শুভম মিত্তাল দাগাপুরের একটি বেসরকারি স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ে। সোমবার সকালে সে অটোতে চেপে দার্জিলিং মোড়ে আসে। তাড়াহুড়োতে অটো থেকে নেমে গেলেও সঙ্গে থাকা ব্যাগ নিতে ভুলে যায় ওই ছাত্র। অটোচালকও অন্য যাত্রীদের নিয়ে চলে আসেন এনজেপি স্ট্যান্ডে। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ দাবিদারহীন ব্যাগটি চোখে পড়ে চালকের। তিনি স্ট্যান্ডে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের এএসআই রাজু রাইয়ের কাছে ব্যাগটি জমা দেন। পুলিশ আধিকারিক তা খুলে দেখেন, তাতে রয়েছে অ্যাডমিট কার্ড সহ বিভিন্ন নথি। বুঝতে পারেন, কোনও ছাত্র ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে। নথিতে স্কুলের ফোন নম্বর দেওয়া ছিল। এএসআই সেই নম্বরে ফোন করেন। বিষয়টি জেনে স্কুলের তরফে ফোন করা হয় শুভমের পরিবারকে। পরীক্ষার মুখে অ্যাডমিট কার্ড হারিয়ে ওই ছাত্র এবং তার পরিবারের লোকেরা চিন্তায় পড়েছিলেন। তাই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভম ও তার মা এনজেপির উদ্দেশে রওনা হন। বেলা বারোটা নাগাদ তাঁরা এনজেপি স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছান। এএসআই রাজু রাই ব্যাগটি তাঁদের ফেরত দেন। শুভমের পরীক্ষা-প্রস্তুতির হালহকিকত জিজ্ঞেস করেন তিনি। কথাবার্তা শেষে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ফিরে যায় ওই পড়ুয়া। অটোচালক ও পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছে শুভম। কাগজপত্র ফিরে পেয়ে সে আপ্লুত। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে শুভম বলে, 'বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছিল। ব্যাগ ফেরত পাব, সত্যিই ভাবিনি। ভাগ্য ভালো যে ফেরত পেয়েছি, না হলে খুব সমস্যায় পড়তে হত।'

তিনটি পার্কিং লট তৈরির প্রস্তাব শহরে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : বাম আমলে শিলিগুড়ির বিধান রোডের একটি বিতর্কিত বহুতলের নীচের দুটি ফ্লোর শহরের পার্কিং লট হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হলেও বিষয়টি এখন বিশবাঁও জলে। এরই মধ্যে শিলিগুড়ির যানজট সমস্যা মেটাতে শহরের তিনটি পার্কিং লট তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে। এর মধ্যে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে টিবি হাসপাতালের জায়গায় পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে একটি পার্কিং লট তৈরি করার ব্যাপারে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির একটি নির্মাণ সংস্থার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনাও হয়েছে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর।

শিলিগুড়ি শহরে প্রতিদিন যানজট সামলাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হতে হয় ট্রাফিক পুলিশকে। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি তো আছেই। এই যানজটের অন্যতম কারণ যেমন গাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, তেমনি রয়েছে শহরের বেহাল পার্কিং ব্যবস্থা। বিশেষ করে হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, সেবক রোড, এসএফ রোড এলাকায় যেভাবে রাস্তার প্রায় অর্ধেক দখল করে দু'চাকা ও চারচাকার গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, অনেক সময় অ্যাম্বুল্যান্সকে পর্যন্ত যানজটে আটকে পড়তে হয়।

বিগত বাম সরকারের আমলে হিলকার্ট রোড, বিধান রোডের ওপর দিয়ে উড়ালপুল নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলেও তার কাজ শুরুই হয়নি। ফলে যানজট মেটানো সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে বিধান রোডে এসজেডিএ-র একটি বিতর্কিত বিল্ডিংয়ে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেই বিল্ডিংয়ের কাজ এখনও শেষই হয়নি।

তবে এবার তিনটি জায়গায় পার্কিং লট করার প্রস্তাব গেল পুর ভবনে। এর মধ্যে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে সেবক রোড এলাকায় ২.৬০ একর জমিতে তৈরি হবে নয়া বিল্ডিং। যার নীচে থাকবে মাল্টিলেভেল পার্কিং লট। এখন সেখানে থাকা পুরনিগমের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও টিবি হাসপাতাল, পার্কিং লট তৈরির সময় নতুন বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পুরো প্রকল্পটি হবে পিপিপি মডেলে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের সচিব অনাবিল দত্তর বক্তব্য, 'পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'পিপিপি মডেলে পার্কিং লট তৈরির জন্য একটি কোম্পানির সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। ওরা একটা প্ল্যান আমাদের দেখিয়েছে। ওটা নিয়ে কথাবার্তা চলছে। বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি পাশও হয়েছে।' তবে শুধু ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডেই নয়, মিলনপল্লিতে সেলস ট্যাক্সের পরিত্যক্ত জায়গায় ও তিনবাতি এলাকায় একটি জায়গাতেও পার্কিং লট করা হবে। তাছাড়া বিধান মার্কেটেও পার্কিং লট তৈরির প্রস্তাব রয়েছে।

৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে পার্কিংয়ের প্রস্তাবিত জায়গা। ছবি : সূত্রধর

> পিপিপি মডেলে পার্কিং লট তৈরির জন্য একটি কোম্পানির সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। ওরা একটা প্ল্যান আমাদের দেখিয়েছে। ওটা নিয়ে কথাবার্তা চলছে। বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি পাশও হয়েছে।
>
> **রঞ্জন সরকার** *ডেপুটি মেয়র*

প্রিয়জনের জন্য হাতি-ভালুক

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : কারও মন ছুটল পান্ডাতে, কেউ আবার পছন্দের সঙ্গীর জন্য কিনলেন দোকানে থাকা সব থেকে বড় হাতির টেডি। ভালোবাসার সপ্তাহের বিশেষ দিন টেডি ডে-তে মনপসন্দ টেডি পেয়ে হাসি দেখা গেল অনেকের মুখেই। কেউ কিনলেন প্রেমিকার জন্য, তো কেউ মেয়ের জন্য আবার কেউ বোনের জন্য তার প্রিয় ডোরেমনের টেডি কিনে উপহার দিলেন। সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন বাজারের পুতুলের দোকানগুলিতে দেখা গেল ভিড়। ছোট থেকে বড় বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন ধরনের টেডির বাহারে সেজে উঠেছিল দোকানগুলিও।

বিধান মার্কেকের একটি পুতুলের দোকানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে বাছাই করছিলেন সায়ন চক্রবর্তী। কোন রংয়ের টেডি কিনবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। শেষমেশ গোলাপি রংয়ের টেডি কিনে ফেললেন। তবে সৌরভের বাছাই করতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। কারণ তাঁর প্রেমিকার পছন্দ হাতি। তাই হাতির টেডি সামনে দেখেই সোজা দাম মিটিয়ে নিয়ে রওনা দিলেন।

এদিন শহরের পুতুলের দোকানগুলিতে এমন অনেককেই দেখা গেল যাঁরা নিজেদের প্রিয় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পুতুলের দোকানে ভিড় করেছিলেন। রাজীব সাহা এই দলের। তিনি বলছিলেন, 'এসব ডে সম্পর্কে খুব একটা জানি না। তবে আমার ১০ বছরের মেয়ের আবদার তারও টেডি ডে-তে টেডি লাগবে। তাই ওর জন্যই কিনতে এসেছি।' তেমনি নিজের আদরের বোনের জন্য টেডি কিনতে এসেছিলেন আশিস পাল। পকেটে বেশি টাকা ছিল না তাই দোকানদারকে বলেন ২০০ টাকার মধ্যে ছোট কোনও পুতুল দিতে। এমন অনেক আবেগ যেন মিলে যাচ্ছিল ভালোবাসার এই সপ্তাহে।

বছরে বিশেষ কিছু দিনে টেডির বিক্রি বেশি হয়। তার মধ্যে টেডি ডে অন্যতম বলে জানাচ্ছিলেন দোকানদার বিশ্বজিৎ সাহা। তাঁর কথায়, 'স্পেশাল এই দিনগুলিই তো আমাদের ভরসা। বেশ ভালো বিক্রি হচ্ছে আজকে। ৩০০ থেকে শুরু করে ছয় হাজার টাকা দরেরও টেডি বিকোচ্ছে।' ভালো বিক্রিতে মুখে হাসি বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী সনাতন সাহারও। পাঁচ ফুটের টেডি কেউ কাঁধে নিয়ে, আবার কেউ ছোট টেডি ব্যাগে পুরে পছন্দের মানুষকে সারপ্রাইজ দিয়ে দিনটিকে পালন করলেন।

টেডির সারপ্রাইজ

- সোমবার ৩০০ থেকে শুরু করে ছয় হাজার টাকা দরেরও টেডি বিকোল শহরে
- পাঁচ ফুটের টেডি কেউ কাঁধে নিলেন, কেউ ছোট টেডি ব্যাগে পুরে সারপ্রাইজ দিলেন
- টেডি মানেই যে ভালুক হবে তা নয়, হাতির টেডি কিনেও ফিরলেন কেউ কেউ

গণপিটুনিতে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের নিমন্ত্রণ সেরে দম্পতির বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় অল্পবিস্তর জখম হয় পাঁচ বছরের শিশু। আর সেই অপরাধে গ্রামের বাসিন্দারা ওই দম্পতিকে বেধড়ক মারধর করে। কেড়ে নেওয়া হয় বাইক। ঘটনাস্থলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন স্বামী। এরপর গ্রামের কিছু লোকজন জখম দম্পতিকে উদ্ধার করে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত স্বামীকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

জখম স্ত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। রবিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামীণ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম বিকাশ বর্মন (৪৯)। বাড়ি হেমতাবাদের সমসপুর সংলগ্ন মহাজমবাড়ি গ্রামে। পেশায় হেমতাবাদের এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

এই ঘটনায় মৃত ব্যক্তির ভাই অমল বর্মন রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাটোল ফাঁড়িতে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের নাম নবাব সিরাজদৌলা (২৮), বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বালিয়াদিঘি গ্রামে। অপরজনের নাম জালাল মহম্মদ (২৯)। তারও বাড়ি একই জায়গায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

সোমবার ওই দম্পতি রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল গ্রাম থেকে আত্মীয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে বাইক নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। বালিয়া এলাকায় অভিযুক্তদের আত্মীয়ের বিয়ে ছিল। সেখানে উচ্চস্বরে ডিজে বাজছিল। আচমকাই পাঁচ বছরের ছেলে বিয়েবাড়ি থেকে দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ওই দম্পতির বাইকের ধাক্কায় জখম হয়। এরপরেই গ্রামের বাসিন্দা ও বাড়িতে খেতে আসা নিমন্ত্রিতরা গণধোলাই দিতে শুরু করে ওই দম্পতিকে। ঘটনাস্থলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বিকাশ বর্মন। তাঁর স্ত্রীকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনাপ্রসঙ্গে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সুমিত্রা বর্মনের অভিযোগ, 'আত্মীয়ের বিয়েবাড়ি খেয়ে স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলাম। বালিয়াদিঘি এলাকায় রাস্তার পাশে একটি বিয়েবাড়ি চলছিল। সেখানে উচ্চস্বরে ডিজে বাজছিল। আচমকা একটি বাচ্চা আমার স্বামীর বাইকের ধাক্কায় জখম হয়। আমরা বলেছিলাম, চিকিৎসার যা টাকা লাগবে তা দেওয়া হবে। হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থাও করে দেব। কিন্তু আমাদের কথা না শুনে গ্রামের বাসিন্দারা লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে। ঘটনাস্থলেই আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। আমাকেও মারধর করে। আমি দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

আর গ্রেপ্তার হওয়া এক আসামি ওই শিশুর বাবা নবাব সিরাজদৌলা বলেন, 'বাইকের ধাক্কায় আমার ছেলে জখম হয়েছিল। পায়ের উপর দিয়ে মোটরবাইকের চাকা চলে গিয়েছিল। স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তার দেখিয়ে আমার ছেলেকে সুস্থ করি। এই ঘটনায় ওই দম্পতিকে মারধর করা হয়নি। ওই ব্যক্তির ঘটনাস্থলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।'

রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।' হেমতাবাদ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

যা ঘটেছিল

- বিন্দোল গ্রাম থেকে আত্মীয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে বাইক নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয় ওই দম্পতি
- বালিয়া এলাকায় অভিযুক্তদের আত্মীয়ের বিয়ে ছিল। সেখানে উচ্চস্বরে ডিজে বাজছিল
- আচমকাই পাঁচ বছরের ছেলে বিয়েবাড়ি থেকে দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ওই দম্পতি বাইকের ধাক্কায় জখম হয়
- এরপরেই গ্রামের বাসিন্দা ও বাড়িতে খেতে আসা নিমন্ত্রিতরা গণধোলাই দিতে শুরু করে ওই দম্পতিকে

রাজবংশীদের নিয়ে গিরিনের মন্তব্যে বিতর্ক

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হচ্ছে। সোমবার।

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : রাজবংশী সমাজের শিক্ষিতরাই এই সমাজের সবচেয়ে বড় বিপদ। সোমবার এমনটাই বললেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চিয়ারি খাঁড়িতে বিশ্ব উপনয়ন দিবসের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। গিরীন্দ্রনাথ বলেন, 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার দৌলতে যে মানুষগুলি এমপি, এমএলএ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন তাঁরাই ঠাকুর পঞ্চানন বর্মাকে সবচেয়ে বেশি অবজ্ঞা করেন।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, তা না হলে কেন রাজবংশী জাতির জনক ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার কোনও ছবি এইসব শিক্ষিত রাজবংশী সমাজের ঘরে দেখা যায় না?

বিশ্ব উপনয়ন দিবস উপলক্ষ্যে রবি ও সোমবার চিয়ারি খাঁড়িতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে উত্তরবঙ্গ কুলগুরু-কুলশিষ্য সম্প্রদায়। এদিন ছিল উপবীত গ্রহণ অনুষ্ঠান। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে মাথা মুড়িয়ে ৪০০ জনেরও বেশি উপবীত গ্রহণ করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ও ডাভ স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মধুসূদন শাস্ত্রী সবাইকে উপবীত প্রদান করেন। এদিন 'বিশ্ব উপনয়ন দিবস ও ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার অবদান' শীর্ষক এক আলোচনায় অংশ নেন পদ্মশ্রীপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়, প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন, সমাজসেবী কৃষ্ণ দাস, প্রাক্তন আমলা ডঃ অমলকান্তি রায়, ক্যাপ্টেন নলিনীরঞ্জন রায়, টয়াল সিং রায়, লেখক ননীগোপাল রায় প্রমুখ।

বিশ্ব উপনয়ন দিবস উদযাপন কমিটির সভাপতি হরদেব অধিকারী ও সম্পাদক করুণাকান্ত অধিকারী জানান, এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি খারাপ। তাই, ওই দেশের প্রতিনিধিরা আসতে পারেননি। নেপাল থেকে এসেছেন বিষ্ণুপ্রসাদ রাজবংশী, অসম থেকে রঞ্জিতকুমার সিংহ ও বিহার থেকে জ্যোতিষচন্দ্র অধিকারী। আগামী ১ ফাল্গুন ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনটি সমস্ত রাজবংশী সমাজকে পালনের আহ্বান জানান তাঁরা।

পুলিশের অতিসক্রিয়তায় হয়রানি

প্রথম পাতার পর

এরপর ফের তাদের অ্যাম্বুল্যান্সে করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালের বেডে পরীক্ষা দেওয়ার পর বিকেলে দুজনই ছাড়া পায়।

পুলিশের দাবি, রবিবার রাতেই আরফিন ও সাইনাকে ডিসচার্জ করা হয়েছিল। যদিও অজ্ঞাত কারণে পরিবার নিতে আসেনি। নজরুলের পরিবার পালটা যুক্তি দিচ্ছে, ডিসচার্জ সংক্রান্ত কোনও ফোন জেলা হাসপাতাল থেকে আসেনি। গোটা বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নজরুলের পরিবারের সদস্যরা।

এদিকে, পুলিশের এই 'গাজোয়ারি' মনোভাবের পেছনে অভিযুক্ত মাদক কারবারিদের কলকাঠি রয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন পড়শিরা। নজরুলের আরও আক্ষেপ, 'হামলার ঘটনায় ওপর মহলের কাছ থেকে কোনও সহযোগিতাই আমরা পেলাম না।' এব্যাপারে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং অবশ্য বলছেন, 'চিকিৎসক ডিসচার্জ করেছেন। জোরপূর্বক কোনও ঘটনা ঘটলে সেটা ওঁরা প্রমাণ করে দেখান।' তিনি আরও বলেন, 'যার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, সে আগেই মাদক মামলায় আদালত থেকে অ্যান্টিসিপেটরি বেল নিয়েছে। এই মামলার সঙ্গে ড্রাগসের কোনও সম্পর্ক নেই। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের নোটিশ করা হবে।'

নজরুল আনসারির পরিবারের তরফে এদিন খালপাড়া ফাঁড়িতে দায়ের করা অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার ও মেয়রকে পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যায় ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার। তিনি বলেন, 'পড়ুয়াদের ওপর কোনও ধরনের অত্যাচার আমরা মেনে নেব না। মাদকবিরোধী অভিযানে পড়ুয়াদের প্রচারের জন্য পুলিশ অনুরোধ করছে, অথচ এক্ষেত্রে দুই পড়ুয়াই মারধরের শিকার হল। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে।'

যাবতীয় ঘটনার রিপোর্ট রাজ্য মহিলা কমিশনকেও পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন অমিত।

দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : মোস্ট ওয়ান্টেড এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল কিশনগঞ্জ জেলা পুলিশ। ধৃতের নাম মঙ্গল ওরফে জামশেদ আলম। সে প্রায় দশ বছর ধরে পলাতক ছিল। রবিবার রাতে সদর থানার পুলিশ ও পূর্ণিয়ার এসটিএফ উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানার সহযোগিতায় তাকে গ্রেপ্তার করেছে। গোয়ালপোখরের মণিভিটা গ্রাম থেকে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে সোমবার পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানিয়েছেন।

স্বস্তিতে মোদি

প্রথম পাতার পর

তবে লড়াইটা বোধহয় তাঁর ভাগ্যের সঙ্গেই জোড়া। স্বামী এহসান '৭৭ সালে বুরহানপুরের ভোটে জেতা সাংসদ। ১৯৬৯ সালের দাঙ্গার সময় তাঁদের খাড্ডোয়ার বাড়ি আক্রান্ত হয়। প্রাণ বাঁচাতে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয় ত্রাণশিবিরে। তারপর ১৯৭১ থেকে আহমেদাবাদে।

শেষ করার আগে দুটো কথা। গোধরায় ট্রেনে আগুনের পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ন'টা থেকেই হিন্দুপ্রধান চমনপুরা এলাকা থেকে লোকজন জড়ো হয় গুলবার্গা সোসাইটির বাইরে। তারা পাথর ছুড়তে শুরু করে। ভয়ে অনেকে আশ্রয় নেন এহসান জাফরির বাড়িতে। বাইরের লোকজন তখন পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে আগুন লাগাতে শুরু করে। পরের ৬ ঘণ্টায় কম করেও ৬৯ জন মারা যান। গুরুতর আহত হন আরও ৮৫ জন। আর এহসান জাফরিকে কুপিয়ে, পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আরও ৩৫ জনকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মৃত্যুর পরেও

প্রথম পাতার পর

শেখর আজ ৫৮। ২০১৯ সালে ৮৭ বছর বয়সে মা চলে গিয়েছেন। সশরীরে না হলেও তিনি অবশ্য আজও ছেলের সঙ্গেই আছেন। প্রতিটি মুহূর্তে মাকে যাতে 'অনুভব' করতে পারেন সেজন্য প্রমীলাদেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে শেখর একটি তাবিজ বানিয়ে নিয়েছেন। মালার অংশ হিসেবে তা সবসময়ই গলায় ঝোলে। স্মার্টফোনের ওয়ালপেপারে মায়ের পায়ের ছবি। এবারের সরস্বতীপুজোর সময়ও আগে মায়ের পুজো করে তারপর দেবীর পুজো সেরেছেন। বাড়ির প্রতিটি ঘরে মায়ের ছবি। কীভাবে মাকে ভগবানরূপে সেবা করতে হবে পড়ুয়াদের সেই পাঠ সবসময়ই দেন তিনি। ছেলের কথায়, 'মা-ই আমার ঈশ্বর।'

কৈলাস খেরের গাওয়া সেই গান শেখর শোনেননি। কিন্তু নিজেই যেন সেই গানের কলি হয়ে মাতৃঘ্রাণের সুবাস ছড়াচ্ছেন। যে সুবাসে ভালোবাসার সপ্তাহ পরিপূর্ণ হবেই হবে।

শুরু চা পাতা তোলার নয়া মরশুম

নাগরাকাটা ও চোপড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা সহ দাম না পাওয়ায় গত বছর উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে ক্ষতি হয়েছে। উৎপাদনের ঘাটতিও ছিল ২০২৪ সালে। তাই এবার যেন সেসবের আঁচ উৎপাদনে না আসে সেজন্য সোমবার রীতিমতো প্রার্থনা করে কাঁচা পাতা তোলা শুরু হয়। বেশ কিছু বাগানে শ্রমিক ও মালিক পক্ষ একসঙ্গে পুজো করার পর কাজ শুরু করে। কিছু বাগান আবার মাঘীপূর্ণিমার পবিত্র দিন থেকে পুরোদস্তুর উৎপাদনের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ডুয়ার্স তরাই জুড়ে শুরু হল চায়ের এবারের নয়া মরশুম। প্রথম দিন অবশ্য খুব বেশি পরিমাণ কাঁচা পাতা মেলেনি। তবে বহু বাগান প্লাকিংয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছে। অল্প কাঁচা পাতা ফ্যাক্টরিতে প্রক্রিয়াকরণের কাজ লাভজনক নয়। সেজন্য অনেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দু'দিনের পাতা একসঙ্গে জড়ো করে আপাতত উৎপাদন শুরু করবেন।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলছেন, 'এখন কাঁচা পাতা খুব বেশি নেই। এমাসের শেষে নতুন কুঁড়ির ঝাঁক চলে আসবে বলে মনে করছি।'

টি বোর্ড গত বছর ৩০ নভেম্বর থেকে শীতকালীন উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করেছিল। সম্প্রতি আরেকটি নির্দেশিকা জারি করে প্রথমে ১৭ ফেব্রুয়ারি ও পরে সংশোধিত আরেকটি নির্দেশিকায় ১০ জানুয়ারি থেকে উৎপাদন শুরু করা যেতে পারে বলে জানায়। এটা অবশ্য ডুয়ার্স তরাইয়ের জন্য। পাহাড়ের বাগানগুলিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকেই নতুন মরশুম শুরু হবে।

টি বোর্ডের নির্দেশে সোমবার থেকে চা পাতা তোলা ও কারখানার কাজ শুরু হল। তবে চোপড়া ব্লক সহ উত্তর দিনাজপুর জেলায় চা শিল্প ছন্দে ফিরতে আরও অন্তত সপ্তাহ-খানেক সময় লাগবে বলে এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিরা জানিয়েছেন। এদিকে, মরশুমের প্রথম দিন কাঁচা চা পাতার জোগান না পাওয়াতে কারখানা খোলা হলেও লাগাতার চালানো যাবে কি না তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। এলাকার কারখানা মালিক প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলেন, 'অনেকেই কারখানা খুলেছেন। পুজোপাঠ হয়েছে। তবে এলাকায় এখনও সেভাবে কাঁচা চা পাতা উৎপাদন শুরু হয়নি। চা শিল্প ছন্দে ফিরতে অন্তত আরও কয়েক-দিন সময় লাগবে।'

এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে জফর ইকবাল রানা বলেন, 'ফার্স্ট ফ্লাশ পেতে আরও অন্তত ১০-১২ দিন সময় লাগবে।' এদিন অবশ্য একাংশ চাষি কাঁচা পাতা তুলেছেন। যাঁরা আগেভাগে বাগানের শীতকালীন পরিচর্যা শুরু করেছিলেন তাঁদের বাগানে পাতা আসা শুরু করেছে। তবে অধিকাংশ চাষির বাগানে এখনও পাতা তোলার মতো পরিস্থিতি হয়ে ওঠেনি।

চোপড়া ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক পার্থ ভৌমিক বলেন, 'এবার টি বোর্ডের আগাম পাতা তোলার নির্দেশে শুধুমাত্র অসাধু কারখানা মালিকদের সুবিধা হবে। এলাকার চাষিদের সেভাবে কাজে লাগবে না।'

চা বাগানে জল সেচ। সোমবার চোপড়ায়।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু শিশুর

কিশনগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : দ্রুতগতির বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল সাত বছরের এক শিশুর। সোমবার দুপুরে কিশনগঞ্জের পাহাড়কাট্টা থানার বাভনবস্তি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম প্রেম কুমার। বাইকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়েছে। বাইকচালক পলাতক। এবিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হাতির তাণ্ডব

কিশনগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : বছরে এই প্রথম কিশনগঞ্জে তাণ্ডব চালাল হাতি। রবিবার রাতে দিঘলব্যাংক থানার আটগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তলবারবাঁধা এবং দোরিয়া গ্রামে ঢুকে বাড়িঘর ভেঙে দেয় বুনোটি। নষ্ট করে ফসল। জানা যাচ্ছে, হাতিটি নেপালের জঙ্গল থেকে বিহারের সীমান্তবর্তী এলাকায় ঢুকে পড়ে। এ ব্যাপারে ডিএফও মেঘা যাদবের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

কাজে ফাঁকি

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে অধ্যাপক চিকিৎসকদের বায়োমেট্রিক মেশিনে উপস্থিতি দিতে হয়। পাশাপাশি অধ্যক্ষের অফিসের রেজিস্ট্রারেও সই করতে হয়। পে স্লিপ তৈরির আগে দুটি জায়গার উপস্থিতির সংখ্যা মিলিয়ে দেখে তবেই বেতন দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু বেশিরভাগ অধ্যাপক চিকিৎসক সেসবের তোয়াক্কা করেন না বলে অভিযোগ।

অর্থোপেডিক, সার্জারি, নেফ্রোলজি, প্রসূতি, চক্ষু বিভাগের সিনিয়ার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। এমনই ১৬ জন চিকিৎসক কয়েক মাস ধরে অনিয়মিত যাতায়াত করছেন। মেডিকেল সূত্রের খবর, অভিযুক্ত প্রত্যেক চিকিৎসককে একাধিকবার নোটিশ পাঠিয়ে নিয়মিত কর্মস্থলে আসার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কেউই সদুত্তর দেননি। এরপরেও কেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না সেটা শেষবার নোটিশ দিয়ে জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু তার পরও জবাব না আসায় বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেলের সিনিয়ার চিকিৎসকদের অনেকেই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি, এক একজন অধ্যাপক চিকিৎসক দেড় লক্ষ থেকে আড়াই-তিন লক্ষ টাকা বেতন পান। তারপরও তাঁরা কেন নিয়মিত কর্মস্থলে আসবেন না? শুধু এই ১৬ জনই নয়, আরও এমন প্রচুর অধ্যাপক চিকিৎসক নিয়মিত আসছেন না। প্রতিটি বিভাগে কঠোরভাবে নজরদারি চালিয়ে বাকি ফাঁকিবাজ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধেও বেতন বন্ধ করে দেওয়ার দাবি উঠেছে।

সরকারি নোটিশে হাসির রসদ

কোচবিহার, ১০ ফেব্রুয়ারি : লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষের বিষয়টি মোটামুটি সকলেরই জানা। চার বছর অন্তর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাস একদিন বেড়ে ২৮ দিনের জায়গায় ২৯ দিন হয়। চলতি বছর অবশ্য লিপ ইয়ার নয়, কিন্তু বিকাশ ভবন থেকে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের পাঠানো এক নোটিশে ফেব্রুয়ারির দিনসংখ্যা ৩১ হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর সেটা নিয়ে রসিকতা করছে সকলে।

গত ৩১ জানুয়ারি রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের বিকাশ ভবন থেকে মুখ্য সচিবের তরফে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর ও সমস্ত জেলা শাসকদের উদ্দেশ্যে একটি সরকারি নোটিশ করা হয়েছে। তাতে কন্যাশ্রী, শিশু পাচার, কমবয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া, বয়ঃসন্ধিকাল, মানব পাচার সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। আর সেখানেই দেখা গিয়েছে, মানব পাচার, শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসার বিষয় নিয়ে সচেতনতা শিবির করতে বলা হয়েছে ১৬ থেকে ৩১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আর এতেই প্রশ্ন উঠেছে যে ফেব্রুয়ারি মাস তো সর্বোচ্চ ২৯ দিনের হয়। তাও সেটা ৪ বছর পরপর। তাহলে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ৩১ দিনের ফেব্রুয়ারি মাস কোথা থেকে পেল? বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এই নিয়ে বলতে শুরু করেছে যে, রাজ্য সরকার আবার নতুন করে ফেব্রুয়ারি মাস ৩১ দিনের করল না তো। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি বিপুল নন্দী বলেন, 'সরকারের নির্দেশগুলিতে মাঝেমধ্যেই এ ধরনের ভুল লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু এবারের ভুলটা একেবারে অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের থেকে এরকম ভুল আশা করা যায় না। এ বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের আরও যত্নবান হওয়া উচিত।'

এদিকে, এধরনের ভুলে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের দিকে আঙুল তুলছে অনেকে। কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক সেটা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরই অন্যদেরকে শেখাবে। এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু সেই জায়গায় যদি শিক্ষা দপ্তরই এ ধরনের ভুল করে বসে তাহলে মানুষ কার থেকে শিখবে?

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সভাপতি মানস ভট্টাচার্য বলেন, 'ওটা ক্লারিকাল মিসটেক হয়েছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই সংশোধন হবে।'

ফেব্রুয়ারি ৩১!

- ৩১ জানুয়ারি রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের বিকাশ ভবন থেকে মুখ্যসচিবের তরফে নোটিশ আসে
- সেখানে মানব পাচার, শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসার বিষয় নিয়ে শিবির করতে বলা হয়েছে ১৬ থেকে ৩১ ফেব্রুয়ারি
- কেউ বলছে রাজ্য সরকার নয়া ক্যালেন্ডার বানিয়েছে

গরহাজির প্রচুর পরীক্ষার্থী

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, আসারুবস্তি জালালউদ্দিন হাই মাদ্রাসা কেন্দ্রে অবশ্য ইসলামপুর ব্লকের ১টি মাদ্রাসার পড়ুয়াদের আসন পড়েছে। ওই পরীক্ষাকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দিনের পরীক্ষায় মোট ২৪৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১৩ জন অনুপস্থিত ছিল।

চোপড়া হাইস্কুল কেন্দ্রে এবার চোপড়া গার্লস হাইস্কুলের ৫১৬ জন পরীক্ষার্থীর আসন পড়েছে। তার মধ্যে ২৮ জন অনুপস্থিত ছিল। দাসপাড়া হাইস্কুলের টিআইসি তথা ভেনু ইনচার্জ জাকির হুসেন বলেন, 'আমাদের স্কুলে এবার লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের ৭৫৪ জন পরীক্ষার্থীর আসন পড়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম দিনেই ১৭৪ জন অনুপস্থিত ছিল। বেশিরভাগই ছাত্রী ও সিসি ক্যান্ডিডেট। মহম্মদ বক্স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার সরকার বলেন, 'আমাদের স্কুলে এবার ৪০৫ জন পরীক্ষার্থীর আসন পড়েছে। তাদের মধ্যে ১৬ জন অনুপস্থিত ছিল। অধিকাংশই সিসি ক্যান্ডিডেট। আসলে গ্রামীণ এলাকায় মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে।'

ব্লকের সবক'টি কেন্দ্রে মাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। তবে পরীক্ষার্থীদের জন্য কোনওরকম সরকারিভাবে গাড়ির ব্যবস্থা না থাকা গ্রামীণ এলাকার অনেককেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

উদয়নকে ধমক মমতার

প্রথম পাতার পর

বারবার ভুল করলে কিন্তু আর ক্ষমা করা হবে না।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী অবশ্য দাবি করেছেন, এমন কিছু তিনি শোনেননি। রসিকতার সুরে তাঁর মন্তব্য, 'তাহলে হয়তো বৈঠকে আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' দলের নেতাদের এদিন জনসংযোগ বাড়াতে পরামর্শ দেন মমতা। সেক্ষেত্রে ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদাহরণ টেনে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আপনারা মোশারফকে দেখুন। কীভাবে এক মাস ধরে বুথে বুথে বসে সংগঠন করেছে। একেই মডেল হিসেবে ধরতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। তার জন্য এখন থেকেই সকলকে জনসংযোগ আরও নিবিড় করতে হবে। কেউ কোনও ভুল করলে তাঁরা মানুষের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবেন। আমরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসব। কিন্তু তার জন্য আত্মতুষ্টিতে ভুগলে হবে না। আপনাদের আরও নিবিড় জনসংযোগ ও মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস অনেকেই জানেন না। মূলত দলের তরুণ প্রজন্ম এই ব্যাপারে অনেকটাই অজ্ঞ। তাই এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে লেখা 'লিপিবদ্ধ কিছু কাজ' বিধায়কদের হাতে তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে বিধায়কদের ধারণা দিতেই তাঁর এই 'উপহার'।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি : মদ বাজেয়াপ্ত করল এসএসবি। সোমবার দুপুরে দিঘলব্যাংকের দুব্বাতলিতে ঘটনাটি ঘটেছে। এসএসবি'র ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা এক সাইকেলচালকের থেকে ১৮০ বোতল মদ বাজেয়াপ্ত করেছেন। ধৃতের নাম মুসবা আখতার (৩৮), সে দুব্বাতলির বাসিন্দা। এসএসবি'র আধিকারিক প্রিয়রঞ্জন চাকমা জানিয়েছেন, এদিন সন্ধ্যায় ধৃতকে দিঘলব্যাংক থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

খুনের হুমকি

ধূপগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : হাসপাতালের আউটডোরের টেবিল থেকে চিকিৎসক ও নার্সদের হত্যা করার হুমকি দেওয়া চিরকুট উদ্ধারের ঘটনায় সোমবার চাঞ্চল্য ছড়াল ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে। তবে, এদিনের ঘটনায় স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। পুলিশও বিষয়টি নিয়ে খোলসা করে কিছু জানায়নি।

রাস্তায় শিক্ষিকারা

প্রথম পাতার পর

ভাঙা বরদাস্ত করা হবে না। ফের আশ্বাস দিয়েছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে। কিন্তু উত্তেজনা থামছে না। বিশৃঙ্খলাও না। এদিন সকালেও মুজিবুরের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রচুর ছোটখাটো জিনিস নিয়ে গিয়েছে লোকে। তার মধ্যে কিছু হাড় পাওয়া গিয়েছে। সেটা কার, তদন্ত করার জন্য পুলিশ নিয়ে গিয়েছে। চুরিচামারি থামাতে পারেনি অবশ্য। এসবের ভিতরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, 'অভ্যুত্থানের পক্ষে হলে মব করা বন্ধ করেন। আর যদি মব করেন, তাইলে আপনাদেরও ডেভিল হিসাবে ট্রিট করা হবে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাত্র প্রতিনিধির মন্তব্য, 'তৌহিদী জনতা! আপনারা দেড় দশক পরে শান্তিতে ধর্ম ও সংস্কৃতি পালনের সুযোগ পেয়েছেন। আপনাদের আহম্মকি কিংবা উগ্রতা আপনাদের সে শান্তি বিনষ্টের কারণ হতে যাচ্ছে।'

পর্যবেক্ষকদের মতে, অন্তর্বর্তী সরকার, তার সমর্থক ছাত্র নেতা এবং মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামি লিগকে সাংগঠনিকভাবে পঙ্গু করার কৌশল নিয়েছে তারা। নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে ধরপাকড় করে বাংলাদেশকে আওয়ামিমুক্ত করার চেষ্টা চলছে। সমান্তরালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে মুছে ফেলার কৌশল নিয়েছে বর্তমান শাসক শিবির। গোটা ঘটনায় জামাতের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

অপারেশন ডেভিল হান্টের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের। তিনি জানান, বিরোধী মতকে নিশ্চিহ্ন করতে অপারেশন ডেভিল হান্টের মাধ্যমে গ্রেপ্তারি চলছে। শুধু আওয়ামি লিগকে নয়, জাতীয় পার্টিকেও কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'জাতীয় পার্টির ওপর জুলুম-নির্যাতন চলছে। নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। গ্রেপ্তার করাদের জামিন দেওয়া হচ্ছে না।' এদিকে পুলিশ, বিচারবিভাগ ও তদন্তকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে আওয়ামি লিগের নেতা, বিশেষ করে প্রাক্তন সাংসদ এবং মন্ত্রীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার কাজ চলছে জোরকদমে। ইউনূস সরকারের কোপে পড়েছেন ক্ষমতাচ্যুত দলের নেতা, মন্ত্রীদের আত্মীয় এবং আমলাদের একাংশ। জামাত প্রভাবিত ছাত্র নেতারা যখন আওয়ামি লিগকে নিশ্চিহ্ন করাকে পাখির চোখ করেছেন, তখন দ্রুত নির্বাচনের জন্য সক্রিয় বিএনপি।

এদিন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেন বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফকরুল আলমগির। তাঁর দাবি, ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ব্যাপারে বিএনপিকে আশ্বস্ত করেছে সরকারপক্ষ। বিএনপি'র মহাসচিব বলেন, 'জনগণের প্রত্যাশা হল একটা রোড ম্যাপ ঘোষণা করবে সরকার। সেটার মধ্য দিয়ে ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশা করছি।' এদিন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল বিএনপি'র ৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল। মহাসচিব ছাড়াও প্রতিনিধিদলে ছিলেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ ও মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।

টিকিট বন্ধে গাইডদের পেটে টান

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১০ ফেব্রুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই রাজ্যের সমস্ত জঙ্গলে 'এন্ট্রি ফি' তুলে দেয় বন দপ্তর। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জঙ্গল সাফারির জন্য অনলাইন টিকিট। আর এই অনলাইন টিকিট বন্ধের প্রভাব পড়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তত ৩০০ গাইডের উপর। গাইডদের রুটিরুজিতে টান পড়েছে। সাফারি করতে এসে যেমন পর্যটকদের বন দপ্তরকে কোনও টাকা দিতে হচ্ছে না তেমনই গাইড নেওয়াও বাধ্যতামূলক নয়। এই অবস্থায় গাইডের পেটে টান পড়লেও পর্যটকরা খুশি।

নিজেদের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কোদালবস্তি এলাকার ট্যুরিস্ট গাইড সুরেশ টোপ্পোর বক্তব্য, 'আগে যে নিয়ম ছিল তখন পর্যটকদের গাইড নিতেই হত। এতে একজন গাইডের সপ্তাহে ৮-১০টি রাইড হত। তবে বর্তমানে সপ্তাহে ২ থেকে ৩টি রাইড হচ্ছে। উপার্জন বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা বনবস্তির বাসিন্দা। এটাই আমাদের আয়ের রাস্তা ছিল। তবে সেটাতে বর্তমানে টান পড়েছে। আগে পর্যটকরা বন দপ্তরকে টাকা দিত। আর বন দপ্তর আমাদের টাকা দিত। এখন পর্যটকদের কয়েকবার বলে টাকা নিতে হয়।' এই সমস্যা ঠিক কী কারণে? গাইডদের কাছে জানা গেল, অনলাইন জঙ্গল সাফারির টিকিট বন্ধ হওয়ার আগে পর্যটকরা নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে রাইড বুক করতেন সাফারির জন্য। বিভিন্ন জঙ্গলের ক্ষেত্রে সেটা আলাদা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রে যেমন ২৮০ টাকা। এই টাকা অনলাইনে দিতে হত। এরপর পর্যটকরা যে গেট থেকে সাফারি করবেন সেখানে এসে তাদের টিকিট নিতে হত এবং সেখানেই ক্যাশ টাকা দিতে হত ১৮৫০ টাকা। এখানে গাড়ি ভাড়া বাবদ ১৫০০ টাকা এবং গাইড চার্জ ৩৫০ টাকা ধরা থাকত। প্রতিদিন ওই টাকা বন দপ্তর পর্যটকদের কাছে নেওয়ার পর গাড়ি মালিক ও গাইডদের দিয়ে দিত। তবে বর্তমানে বন দপ্তর কোনও টাকা নিচ্ছে না। পর্যটকরা কাউন্টারে এসে টিকিট নিচ্ছেন। এরপর বাইরে এসে গাড়ি ঠিক করছেন। কেউ গাইড নিচ্ছেন কেউ আবার গাইড নিচ্ছেন না। কেননা সরাসরি গাইডের টাকা আর বন দপ্তরকে দিতে হচ্ছে না। চিলাপাতার ট্যুরিস্ট গাইড বিরা ওরাওঁয়ের কথায়, 'আমাদের উপার্জন বলতে যে পর্যটকদের দেওয়া টাকা, সেটা অনেকে বুঝছেন না।'

পর্যটকদের এই সমস্যা নিয়ে বন দপ্তরের কর্তারা আপাতত কিছু বলতে নারাজ। বনকর্তাদের বক্তব্য, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছে সেইভাবেই কাজ হচ্ছে।'

এদিকে, গাইড না নিয়ে জঙ্গলে যেতে পেরে খুশি অনেক পর্যটক। কেননা তাদের বাড়তি টাকা দিতে হচ্ছে না। এতদিন একবার অনালাইনে জঙ্গলে ঢোকার এন্ট্রি ফি দেওয়ার পর গাড়ি ও গাইডের জন্য কাউন্টারে এসে টাকা দিতে হত। অনেক পর্যটক বুঝতেনও না যে কীসের জন্য তাদের কত টাকা দিতে হচ্ছে। জলদাপাড়ায় ঘুরতে আসা দুর্গাপুরের এক পর্যটক বীরেন্দ্র আগরওয়াল বলেন, 'দুই বছর আগেও একবার এখানে জঙ্গল সাফারি করতে এসেছিলাম। তখন জানানো হয়েছিল যে গাইড নিতেই হবে। তবে এবার এরকম কেউ বলেনি।'

তাঁর মতে যাঁদের জঙ্গল সম্পর্কে কম জ্ঞান রয়েছে তাঁদের গাইড নেওয়া দরকার।

চিলাপাতা সিসি লাইনে জিপসিতে পর্যটকরা।

ভালো মানুষের সঙ্গে ভালোই হয় : সূর্য

রো-হিটে ভাঙল শচীনের নজির

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : একটা ম্যাচ। একটা ইনিংস।

আর সেটাই বদলে দিয়েছে রোহিত শর্মাকে ঘিরে পুরো আবহ। সমালোচনা, প্রবল চাপ ঝেড়ে স্বস্তির তরতাজা অক্সিজেন। হিটম্যানসুলভ ব্যাটিংয়ে শুধু ইংল্যান্ডকে নয়, সমালোচকদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছেন। ৯০ বলে ১১৯-যে হিটম্যান শোয়ের হাত ধরে ভারতীয় ক্রিকেটে ফের রোহিত-ম্যানিয়া।

দীর্ঘদিন ধরে এই রকম একটা ইনিংসের জন্য নিজেও মুখিয়ে ছিলেন। কটক ম্যাচ শেষে গতকাল যা স্বীকারও করেন রোহিত। ৪৮৭ দিন পর পাওয়া ওডিআই শতরানে ভেঙেছেন শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়দের একাধিক নজির। আর নতুন রূপে পাওয়া রোহিতকে ঘিরে ফের আশায় বুক বাঁধে আসমুদ্র হিমাচল। চলছে প্রশংসা, আবেগের বহিঃপ্রকাশও।

সেরা প্রতিক্রিয়া বোধহয় সূর্যকুমার যাদবের থেকে। ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়কের কথায়, ভালো মানুষের সঙ্গে ঈশ্বর সবসময় ভালোই করেন। বারাবাটি স্টেডিয়ামের বাইশ গজে রোহিত ধামাকার পর সমাজমাধ্যমে প্রিয় তারকার ছবি সহ সূর্যের পোস্ট, 'ভালো মানুষের সঙ্গে ভালোই হয়। গড ইজ গ্রেট।' ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বারাবাটি স্টেডিয়ামের পরিবেশের প্রশংসা করে হার্দিক পান্ডিয়া লিখেছেন, রোহিত শর্মা একাই পুরো আকর্ষণ কেড়ে নিল।

আবেগঘন পোস্ট স্ত্রী রীতিকারও। গত কয়েক মাস কঠিন সময় কেটেছে। স্বামীর সমর্থনে গ্যালারিতে বসে চিয়ার করলেও বারবার হতাশ হতে হয়েছে। সেই ক্ষতে প্রলেপ কটকের স্পেশাল ইনিংসে। যার প্রতিফলন রীতিকার পোস্টে। লিখেছেন, প্রতিটি শট তাঁর

স্বমেজাজে প্রত্যাবর্তন। হিটম্যানকে খুব বেশিদিন চুপ করে রাখা যায় না। আতশি ইনিংসে ব্যাট হাতে সব জবাব দিল।

যুবরাজ সিং

হৃদয়ে গিয়ে 'আঘাত' করেছে। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন 'সিক্সার কিং' যুবরাজ সিং। লিখেছেন, 'স্বমেজাজে প্রত্যাবর্তন। হিটম্যানকে খুব বেশিদিন চুপ করে রাখা যায় না। আতশি ইনিংসে ব্যাট হাতে সব জবাব দিল।'

গত ১৬ ইনিংসে ব্যাটিং গড় টেনেটুনে দুই অঙ্কের ঘরে (১০.৩৭)। প্রথম ওডিআই ম্যাচে ব্যর্থতার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে অধিনায়কের ফর্মে সমালোচনার মাত্রা বেড়েছিল। আপাতত তা ঠান্ডা ঘরে। ওডিআই ফর্ম্যাটে ৩২তম শতরানের সুবাদে পিছনে ফেলে দিয়েছেন শচীন তেন্ডুলকারকে। তিরিশ পেরোনোর পর ভারতীয়দের সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির মালিক এখন রোহিত।

২০১৭ সালে তিরিশতম জন্মদিন পালন করেন। তারপর এখনও পর্যন্ত ৩৬টি শতরান করেছেন তিন ফরম্যাট মিলিয়ে। শচীনের সেখানে ১০০টি শতরানের ৩৫টি এসেছে বয়স তিরিশ পেরোনোর পর। রোহিতের সামনে শুধু কুমার সাঙ্গাকারা (৪৩)। সবমিলিয়ে রোহিতের শতরানের সংখ্যা ৪৯। আর একটা তিন অঙ্কের স্কোর মানে দশম ব্যাটার হিসেবে ৫০টি আন্তর্জাতিক শতরানের মালিকানা।

পিছনে ফেলে দিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়কেও। ওডিআই ফরম্যাটে ১১ হাজারের ক্লাবে পা রাখতে আর ১৩ রান প্রয়োজন। তবে পূর্বসূরিকে টপকে ওডিআই ক্রিকেটে সেরা দশ রান সংগ্রাহকের তালিকায় ঢুকে পড়তে অসুবিধা হয়নি। ২৬৭টি ওডিআইয়ে ৪৯.২৬ গড়ে ১০৯৮৭ রান করেছেন রোহিত। দ্রাবিড়ের সংগ্রহ সেখানে ১০৮৮৯।

দীর্ঘদিন পর রোহিত শর্মার রানে ফেরা স্বস্তি জোগাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে।

রোকো-র ফর্মেই ভাগ্য গড়বে ভারতের : মুরলী

প্রশ্নের মুখে গম্ভীরের পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : রবিবাসরীয় কটক দ্বৈরথে ফর্মে ফিরেছেন রোহিত শর্মা।

এবার প্রতীক্ষা বিরাট কোহলির বড় ইনিংসের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সাফল্য পেতে ভারতীয় দলের জন্য যা জরুরি বলে মনে করছেন মুথাইয়া মুরলীধরন। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনারের দাবি, রোহিত, বিরাট কীরকম ফর্মে থাকেন, তার ওপর নির্ভর করবে ভারতের মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য।

ভারতের সম্ভাবনা নিয়ে বলতে গিয়ে মুরলীর যুক্তি, 'রোহিত-কোহলি বিশ্বমানের। আর ক্লাস চিরস্থায়ী। রোহিত গত ম্যাচে সেঞ্চুরি পেয়েছে। আমি নিশ্চিত, বিরাটও শীঘ্রই ছন্দে ফিরবে। ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে হলে দুইজনের ফর্মে থাকা আবশ্যিক।'

সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক মুরলীর মতে, স্পিনাররা এক্স ফ্যাক্টর হতে চলেছে আসন্ন আইসিসি আসরে। পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাইয়ের পিচে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পাবে। ফলে সাফল্য পেতে স্পিনারদের ওপর নির্ভর করতে হবে। মুরলীর মতে, 'বিশ্ব ক্রিকেটে এই মুহূর্তে একঝাঁক ভালো স্পিনারের ছড়াছড়ি। ভারতীয় দলেই চারজন স্পিনার। আফগানিস্তান এমনকি বাংলাদেশের স্পিন ব্রিগেডও শক্তিশালী। পাকিস্তান ও ভারতের অলরাউন্ড বোলিং আক্রমণও (পেস ও স্পিন) বেশ ভালো।'

রোহিত-কোহলি বিশ্বমানের। আর ক্লাস চিরস্থায়ী। রোহিত গত ম্যাচে সেঞ্চুরি পেয়েছে। আমি নিশ্চিত, বিরাটও শীঘ্রই ছন্দে ফিরবে। ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে হলে দুইজনের ফর্মে থাকা আবশ্যিক।

মুথাইয়া মুরলীধরন

এদিকে, টিম কম্বিনেশনে গৌতম গম্ভীরের সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার ঝড়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঘোষিত প্রাথমিক দলে অর্শদীপ থাকলেও চলতি সিরিজে এখনও রিজার্ভ বেঞ্চে। অগ্রাধিকার পাচ্ছেন হর্ষিত রানা! একইভাবে দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরা কুলদীপ যাদবকে একটা ম্যাচ খেলিয়েই বিশ্রামে পাঠানো হয়েছে।

প্রাক্তনদের যুক্তি, লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটিয়েছেন চায়নাম্যান স্পিনার। ছন্দে ফিরতে কয়েকটা ম্যাচ দরকার। অথচ ঠিক উলটো পথে হেঁটেছেন গৌতম গম্ভীররা। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার পার্থিব প্যাটেল যেমন বলেছেন, 'লম্বা সময় পর কুলদীপ কামব্যাক করেছে। অথচ দ্বিতীয় ম্যাচেই কি না বিশ্রাম ওকে! দল নির্বাচন পদ্ধতি, ভাবনা অবাক করছে মাঝেমধ্যেই।'

যশস্বী জয়সওয়ালকে বাদ দেওয়াও না-পসন্দ আকাশ চোপড়ার। প্রাক্তন টেস্ট ওপেনারের যুক্তি, নতুন কাউকে নেওয়া হলে অন্তত গোটা তিনেক ম্যাচ দেওয়া উচিত। প্রথম ম্যাচে যশস্বী-রোহিতকে ধরে ওপেনিং কম্বিনেশন ঠিক হয়। শুভমান গিল তিনে। বিরাট না খেলায় শ্রেয়স আইয়ার দলে। অথচ বিরাট ফিরতে কোপ যশস্বীর ওপর। দল গঠনে ধারাবাহিকতার অভাব পরিষ্কার। যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রেই।

এদিকে, বাটলার ব্রিগেডের বোলিং নিয়ে চিন্তিত ম্যাট প্রায়োর। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের কথায়, ভারতীয় দল সেভাবে ঘাম না ঝরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছে, যা আশঙ্কার। প্রায়র বলেছেন, 'হার-জিত হতে পারে। কিন্তু অনায়াসে ৩০৫ রানের চ্যালেঞ্জ উতরে গিয়েছে ভারত। শেষদিকে কয়েকটা উইকেট হারালেও ম্যাচের রাশ শুরু থেকে ওদের হাতে ছিল। মার্ক উডের গতি রয়েছে, কিন্তু এই পিচে ব্যাটারদের চাপে ফেলতে নিখুঁত লাইন-লেংথের দরকার ছিল। কিন্তু তা হয়নি। আর ইংরেজ বোলারদের কাছে তো রোহিতের কোনও উত্তরই ছিল না।'

অঙ্গদানে উৎসাহ দিতে উদ্যোগ জয়ের

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : 'অঙ্গদান করুন, জীবন বাঁচান'।

সাধারণ মানুষকে অঙ্গদানে উৎসাহ জোগাতে অভিনব উদ্যোগ জয় শা-র। ১২ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় ওডিআই ম্যাচ। ম্যাচ শুরুর আগেই নয়া উদ্যোগের কথা ঘোষণা করবেন আইসিসি সভাপতি জয় শা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই বার্তা দিয়েছেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি।

নিজের অফিশিয়াল হ্যান্ডেলে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। জীবনের সেরা উপহারটা দিয়ে ব্যবধান গড়ার বার্তা দিয়ে জয় শা লিখেছেন, 'আহমেদাবাদে ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় ম্যাচের সময় 'ডোনেট অর্গ্যান, সেভ লাইভস' শীর্ষক প্রোগ্রামের সূচনা করা হবে। স্পোর্টস মানুষকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসে। শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও ছাপ রেখে যায়। এই উদ্যোগে প্রত্যেকের কাছে জীবনের সেরা উপহার দেওয়ার আবেদন রাখব আমরা। আপনার একটা সিদ্ধান্তে বাঁচতে পারে একাধিক জীবন। আসুন সবাই এক হয়ে পার্থক্য গড়ি।'

আলো-বিতর্কে চাপে ওসিএ

এদিকে, কটক ম্যাচে বারাবাটি স্টেডিয়ামের বাতিস্তম্ভ নিভে যাওয়ায় মুখ পুড়েছে বিসিসিআইয়ের। পাকিস্তানের ক্রিকেট মহলের তরফে উপহাস করা হচ্ছে যা নিয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাক ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের জলঘোলার পালটা হিসাবে আলো বিতর্ককে হাতিয়ার করে কটাক্ষ চলছে। পাকিস্তান থেকে বাতিস্তম্ভ ভারতে পাঠানোর প্রস্তাবও দিয়েছে কেউ কেউ। কাঠগড়ায় ওড়িশা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ওসিএ)। খবর, ওড়িশা সরকার এবং বিসিসিআইয়ের তরফে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। জোড়া চাপের মুখে ওসিএ দুষছে আর্থিক অসংগতিকে। দাবি, বারাবাটি স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো অনেক পুরোনো। সংস্কার দরকার। সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। কথাবার্তা চলছে।

বিদায়ের মুখে গুকেশ

উইসেনহস (জার্মানি), ১০ ফেব্রুয়ারি : গ্রুপ পর্বে জয়ের মুখ দেখেননি। সঙ্গে ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রথমবার হারের হতাশা। তারপরও চলতি ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড টুরে নকআউট রাউন্ডে উঠেছিলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার কাছে প্রথম গেম হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের মুখে ভারতের এই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। পরিস্থিতি যা তাতে কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় গেমে কারুয়ানার বিরুদ্ধে জিততেই হবে গুকেশকে। ড্র করলে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাবেন তিনি।

বুমরাহকে নিয়ে অন্ধকারে জাদেজাও

কটক, ১০ ফেব্রুয়ারি : হাতে খুব বেশিদিন নেই। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করবে ভারত। তার আগে চলতি ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ ম্যাচ বুধবার আহমেদাবাদে। অথচ দলের পেস ব্রিগেডের মূল অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেস নিয়ে অন্ধকারে ভারতীয় দল। এনসিএ-তে রিহ্যাবে থাকা বুমরাহকে নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে কোনও সুখবর দিতে পারেননি রবীন্দ্র জাদেজা।

'রনজি খেলার সুবিধা পেয়েছি'

কটকে সিরিজ জয় শেষে বুমরাহকে নিয়ে জাদেজা বলেছেন, 'ওকে নিয়ে আমার কাছে কোনও খবর নেই। যদি জসসি ফিট হয়, দল এবং দেশের জন্য দুর্দান্ত খবর হবে।' কটক ম্যাচের আগের দিন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাকের গলাতেও প্রায় এক সুর শোনা গিয়েছিল। পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ফিজিয়ো বলতে পারবেন বুমরাহর ব্যাপারে।

ইংল্যান্ড সিরিজে টানা দুই ম্যাচে তিন উইকেট নিলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

পিঠের ব্যথার কারণে বর্ডার-গাভাসকার টেস্ট সিরিজের পর মাঠের বাইরে বুমরাহ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে রাখা হলেও এখনও ফিট নন। কবে মাঠে ফিরবেন, নির্ভর করবে বেঙ্গালুরুস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সবুজ সংকেতের পর। আপাতত সেখানেই রিহ্যাবে রয়েছেন। ইতিমধ্যেই স্ক্যান করানো হয়েছে। তবে রিপোর্ট নিয়ে প্রকাশ্যে এখনও কিছু জানানো হয়নি। সূত্রের খবর, ১-২ দিনের মধ্যেই হালকা অনুশীলন শুরু করবেন (জিম সেশন, হালকা বোলিং)।

অবশ্য বাকি দলের সঙ্গে দুবাইগামী বিমানে ওঠা বুমরাহর পক্ষে সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে সংশয় কাটছে না। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষার পক্ষে। তবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঘোষিত দলে পরিবর্তন করতে পারবে অংশগ্রহণকারী দলগুলি। সেক্ষেত্রে আগামীকাল বুমরাহকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি না, বিশেষ ছাড় মিলবে আইসিসি থেকে, সেদিকেই চোখ থাকছে।

বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা আবার দাবি করেছেন, '১ শতাংশ সম্ভাবনা থাকলেও অপেক্ষা করবে বিসিসিআই। অতীতে হার্দিক পান্ডিয়া এমনকি শুভমান গিলকে নিয়েও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়েছিল। বুমরাহর ক্ষেত্রেও একই ভাবনা। চূড়ান্ত দল জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ রয়েছে। তবে এর পরেও মেডিকেল-গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের টেকনিকাল কমিটির কাছে পদক্ষেপ করা যেতে পারে।'

বুমরাহর থাকা আর না-থাকার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। চলতি সিরিজে মহম্মদ সামি-হর্ষিত রানাকে খেলানো হলেও পেস ব্রিগেডে ধারাবাহিকতার অভাব। ফাঁক পূরণে দুবাইয়ের বাইশ গজে স্পিন ব্রিগেডের ওপর বাড়তি দায়িত্ব থাকবে। যে ভাবনায় জাদেজা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচে তিনটি করে উইকেট নিয়ে এখনও পর্যন্ত সিরিজের সবচেয়ে ধারাবাহিক বোলারও।

সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন সম্প্রতি রনজি ট্রফি খেলাকে। দিল্লি-সৌরাষ্ট্র ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছিলেন। ঋষভ পন্থের দিল্লি জাদেজার (১২ উইকেট নেন) স্পিন-ঘূর্ণির সামনে এঁটে উঠতে পারেননি। সেই ফর্মটা জারি জাতীয় দলের হয়েও। জাদেজা বলেছেন, 'সৌরাষ্ট্রের হয়ে রনজি ম্যাচ খেলাটা আমার পক্ষে গিয়েছে। ৩০ ওভার বল করেছিলাম ওই ম্যাচে, যা আমার ছন্দ ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। একই লাইন-লেংথটাই ধরে রেখেছি ওডিআই টক্করেও। আর তাতেই সাফল্য।'

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের পর চলতি সিরিজে প্রথমবার ওডিআই ফরম্যাটে নেমেছেন। প্রত্যাবর্তনেই সাফল্য। স্বস্তি আড়াল করলেন না। জাদেজার কথায়, 'প্রায় বছর দুয়েক পর (১৫ মাস) ওডিআই ম্যাচ খেলছি। দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল। সাফল্য পেয়ে ভালো লাগছে।'

ম্যাচ সিচুয়েশন অনুশীলনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সোমবার।

দুই ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : কলকাতায় জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে খেলতে এসে সেই সময়ই জেরার্ড জারাগোজা লিগ-শিল্ড জয়ের জন্য আগাম অভিনন্দন জানিয়ে যান মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে।

তাঁর মতো অভিজ্ঞ কোচের পরিস্থিতি বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি। এবার অন্য দলগুলির সঙ্গে এতটাই তফাত যে হোসে ফ্রান্সিকো মোলিনার দলের শিল্ড ধরে রাখা সময়ের অপেক্ষা। তাই এত আগে অভিনন্দন জানানো। শুধু বেঙ্গালুরু এফসি কোচ নন, সারা দেশের ফুটবল মহলই হিসাব কষতে ব্যস্ত ঠিক কোন ম্যাচে গিয়ে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হবে। পাঞ্জাব এফসি-কে হারিয়ে মোহনবাগান ৪৬ পয়েন্টে পৌঁছাতেই চ্যাম্পিয়নশিপের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যান লিস্টন কোলাসো-জেমি ম্যাকলারেনরা। তবে তখনও পর্যন্ত অঙ্ক বলছিল জামশেদপুর এফসি ৫২ এবং এফসি গোয়া ৫১ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। ফলে মোহনবাগান পরবর্তী দুই ম্যাচ জিতলেই হেড টু হেডের বিচারে জামশেদপুরের থেকে এগিয়ে থেকে চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে। ঠিক এই চাপের মুখে রবিবার খালিদ জামিলের দল সরাসরি ০-৩ গোলে বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছে হেরে আরও সুবিধা করে দিল মোহনবাগানের। জামশেদপুরের এখন যা পরিস্থিতি তাতে দুই ম্যাচ জিতলে গোয়াকে টপকে পয়েন্টের পার্থক্যেই চ্যাম্পিয়ন হবে সবুজ-মেরুন বাহিনী। মোহনবাগান ১৫ ফেব্রুয়ারি কেরালা ব্লাস্টার্স ও ঘরের মাঠে ২৩ তারিখ ওড়িশা এফসি-র বিপক্ষে খেলবে। যদি কোচিতে গিয়ে কেরালাকে হারায় মোলিনার দল, তাহলে ঘরের মাঠে ২৩ তারিখ ম্যাচ জিতেই তারা চ্যাম্পিয়ন হবে বলে এখন আশায় সমর্থকরা।

কেরালা ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু

তাঁদের সেই আশায় জল ঢেলে দেওয়ার কোনও ইচ্ছাই কোচ বা ফুটবলারদের নেই। চারদিন ছুটি কাটিয়ে এদিন থেকে তাই আবার কড়া হেডমাস্টারের ভূমিকায় মোলিনা। ঘণ্টা দেড়েক প্রবল খাটালেন ফুটবলারদের। সকলেই অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। আগের ম্যাচে চোট পাওয়া সাহাল আব্দুল সামাদ ও আশিস রাই এদিন রিহ্যাব করেন। অনিরুদ্ধ থাপা ফিট হয়ে গেছেন। ডাক্তার এঁদের তিনজনকেই নাকি পরবর্তী ম্যাচে খেলার জন্য তৈরি বলে সবুজ সংকেতও দিয়ে রাখলেও তাঁদের মোলিনা খেলাবেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। এছাড়া চারটি হলুদ কার্ড হয়ে যাওয়ায় ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে নেই গ্রেগ স্টুয়ার্ট।

শার্দূলের ছয়ের পর ধ্রুপদি ব্যাটিং রাহানে-সূর্যের

মুম্বই-৩১৫ ও ২৭৮/৪
হরিয়ানা-৩০১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় বিকেল পাঁচটা। ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘর থেকে বেরিয়ে টিম বাসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় হরিয়ানা ক্রিকেটারদের শরীরীভাষাই বলে দিচ্ছিল তারা কতটা চাপে। গতকাল শেষ বিকেলে অধিনায়ক অঙ্কিত কুমারের মুখের চওড়া হাসি উধাও।

হওয়ারই কথা। কারণ, প্রতিপক্ষ দলটার নাম মুম্বই। পরিসংখ্যান ও ইতিহাস বলছে, ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল ও ধারাবাহিক দল। এমন একটা দল, যারা পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, লড়তে ও পালটা দিতে জানে। হরিয়ানা বনাম মুম্বই রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের তিন নম্বর দিন যার বড় প্রমাণ। ব্যাকফুটে চলে যাওয়া মুম্বইকে সকালে নতুন বল হাতে ভরসা দিলেন শার্দূল ঠাকুর। ছয় উইকেট নিয়ে হরিয়ানা ইনিংসে ধ্বস নামিয়ে তাদের ৩০১ রানে অলআউট করে প্রথম ইনিংসের মূল্যবান ১৪ রানের লিড নিল মুম্বই। শার্দূল ধাক্কায় বেসামাল হরিয়ানা মুম্বই দ্বিতীয় ইনিংসে দেখল সূর্যকুমার যাদব ও আজিঙ্কা রাহানের ধ্রুপদি ব্যাটিং। সূর্য যেমন তাঁর ৮৬ বলে ৭০ রানের ইনিংসে আগ্রাসনের পাশে ধৈর্যের পরীক্ষাও দিয়েছেন। অন্যদিকে, রাহানে ১৪২ বলে অপরাজিত ৮৮ রানের ইনিংসে প্রমাণ করেছেন, তাঁর এখনও অনেক কিছু দেওয়ার রয়েছে। সূর্য-রাহানের ধ্রুপদি ব্যাটিংয়ে ভর করে মুম্বই-হরিয়ানা ম্যাচের তিন নম্বর দিনের শেষে রাহানেদের সংগ্রহ ২৭৮-৪। শেষ বিকেলে সূর্য ফিরে গেলেও অধিনায়ক রাহানে নিশ্চিত শতরানের পথে এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গে ২৯২ রানের লিড নিয়ে ম্যাচে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেছে মুম্বই।

৬ উইকেট নেওয়ার বল হাতে শার্দূল ঠাকুর। সোমবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

গতকালের ২৬৩/৫ থেকে শুরু করে আজ দিনের প্রথম ওভারেই হরিয়ানাকে দ্বিতীয় নতুন বলে ধাক্কা দেন শার্দূল। নিখুঁত লাইন, লেংথের সঙ্গে শার্দূলের সুইং বিভ্রান্ত করে দেয় হরিয়ানার ব্যাটারদের। শার্দূলের স্কিল সামলাতে না পেরে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন বিলীন হয়ে যায় হরিয়ানার। ১৪ রানে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে আকাশ আনন্দকে হারিয়ে শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল মুম্বই। পরে ম্যাচের রাশ ধরে নেন সিদ্ধেশ লাড (৪৩), রাহানে, সূর্যরা। দিনের শেষে শার্দূল বলছিলেন, 'মুম্বই ক্রিকেটের একটা সংস্কৃতি রয়েছে। আমরা কখনও হারার আগে হারি না। অতীতেও ছিল এই সংস্কৃতি। আগামীদিনেও থাকবে।'

২৯২ রানে এগিয়ে মুম্বই

তাই কঠিন পরিস্থিতিতেও মুম্বই ঘুরে দাঁড়াতে জানে। আর বাংলা আসছে বছর আবার হবে স্লোগান নিয়ে পিছনের সারিতে বসে থাকে।

২ মার্চ সিএবি এসজিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : বয়স ভাঁড়ানো রুখতে কঠোর হচ্ছে সিএবি। সংশোধন হচ্ছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সংবিধানও। এই নিয়ম বদল চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আগামী ২ মার্চ সিএবি-র বিশেষ সাধারণ সভা বা এসজিএম ডাকা হয়েছে। যেখানে ভূমিপুত্রদের আরও বেশি করে সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি বয়স ভাঁড়ানো রুখতে প্যান, আধার, ভোটার কার্ডের মতো সরকারি সচিত্র পরিচয়পত্র জমা করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আগামীদিনে বাংলায় ক্রিকেট খেলতে হলে কোনও ক্রিকেটারকে তার ন্যূনতম তিন বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্টও জমা করতে হবে সিএবি-তে। ২ মার্চের এসজিএমের আসরে সদস্যদের সম্মতি পাওয়ার পরই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সংবিধান সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত করবে সিএবি।

সুযোগ পেলে কাউন্টি খেলতে চান শার্দূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : একটা সময় তাঁকে দেশের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার ভাবা হত। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ১১টি টেস্ট, ৪৭টি একদিনের ম্যাচের পাশে ২৫টি টি২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে শার্দূল ঠাকুর আগেই প্রমাণ করেছেন তাঁর ক্রিকেটীয় স্কিল।

মাঝের সময়ে চোটের কারণে দীর্ঘসময় ছিলেন ক্রিকেটের বাইরে। চোট সারিয়ে সুস্থ হয়ে ফেরার পর থেকেই মুম্বইয়ের হয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে চলেছেন। তার মাঝেই আইপিএল নিলামে আনসোল্ড থেকে গিয়েছেন তিনি। মুম্বই বনাম হরিয়ানা রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের মঞ্চে আজ সকালে বল হাতে ছয় উইকেট নিয়ে শার্দূল ফের প্রমাণ করেছেন তাঁর দক্ষতা। দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শার্দূল জানিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের দৌড়ে ভালোভাবেই রয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে রনজি ট্রফি শেষ হলে বিলেতের মাটিতে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার কথাও ভাবছেন তিনি। শার্দূলের কথায়, 'আইপিএলে আনসোল্ড হওয়ার পর হতাশা, খারাপ লাগা ছিলই। কিন্তু আমায় তো বসে থাকলে চলবে না। তাই আমি মুম্বইয়ে স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটের পাশে রনজিও খেলছি। হয়তো সেই কারণেই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছি।'

টিম ইন্ডিয়ার শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের স্কোয়াডে ছিলেন না শার্দূল। জুনে ভারতীয় দলের পাঁচ টেস্টের ইংল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে তিনি ফিরতেই পারেন। প্রয়োজনে কাউন্টি ক্রিকেটও খেলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। শার্দূলের কথায়, 'রনজির পর ও আইপিএলের সময় আমার তেমন খেলা থাকবে না। ওই সময়ে ইংল্যান্ডে কাউন্টি খেলতে পারলে মন্দ হয় না। যদি সুযোগ আসে, নিশ্চিতভাবেই কাউন্টি খেলব।' কেন এমন ভাবনা? প্রশ্নের জবাবে শার্দূল বলছেন, 'বিলেতে কাউন্টি খেলার সুযোগ পেলে ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য দারুণ প্রস্তুতি হতে পারে। আমি ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছি। পারফর্মও করছি। আগামীদিনেও এই ছন্দ ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই।'

ডিফেন্ডার কবে, উত্তর নেই ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলে কবে আসবেন হিজাজি মাহেরের পরিবর্ত ডিফেন্ডার। সঠিক উত্তর নেই কারও কাছেই।

শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে বিশ্রি খেলে হার চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে। তারপরেই মোটামুটিভাবে সুপার সিক্সের আশা শেষ হয়ে যায়। যদিও অঙ্কের বিচারে ক্ষীণ সম্ভাবনা এখনও আছে। কিন্তু তার জন্য অনেক 'যদি'-'কিন্তুর' উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। তিনি প্রকাশ্যে দায়বদ্ধতা নিয়ে কিছু বলছেন না অবশ্য। তবে তাঁর বিরক্তিও গোপন থাকছে না। সাউল ক্রেসপো গত মরশুমের মতোই এবারও লম্বা সময় চোটের শিকার হয়ে বাইরে বসে কাটালেন। তারপরেও ফিরে এসে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একই পরিস্থিতি দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের। যেখানে মোহনবাগানের ডিফেন্ডারদের মধ্যে শুভাশিস বসুর ছয় গোল আছে সেখানে গত মরশুমের সর্বাধিক গোলস্কোরারের এখনও পর্যন্ত গোলসংখ্যা তিন। তিনি মাঠে নেমে গোলের থেকে বেশি হাত-পা ছোঁড়েন বা অঙ্গভঙ্গি করেন। দুই বিদেশি মাদিহ তালাল ও হিজাজি চোট পেয়ে গোটা মরশুমের জন্য ছিটকে গেছেন। ক্লেইটন সিলভার চোট কতটা গুরুতর পরিষ্কার নয়। তবে তিনি এবং হেক্টর ইউস্তে বয়সের জন্য এমনিই মাঠে নেমে সুবিধা করে উঠতে পারেন না। এঁদের রিক্রুট করেছেন টিম ম্যানেজমেন্টের টেকনিকাল সদস্যরা। কেন করা হয়েছে তার উত্তর নেই। নতুন বিদেশি ডিফেন্ডার আসা নাকি এইমুহূর্তে আর্থিক কারণে আটকে আছে। বিনিয়োগকারীরা কতটা খরচ করবে, সেই নিয়েই চলছে দড়ি টানাটানি। কোচের কার্যকলাপেও ক্ষুব্ধ সমর্থকরা। যেখানে অন্য দলে বিদেশিরাই পার্থক্য গড়ে দেন বলে তাঁদেরই প্রথম একাদশে খেলান কোচরা, সেখানে ইস্টবেঙ্গলের বিদেশিরা কোনও ছাপ ফেলতেই পারছেন না। তা সত্ত্বেও কোচ ভারতীয়দের সুযোগ না দিয়ে বিদেশিদেরই কেন খেলিয়ে চলেছেন সমর্থকরাই প্রশ্ন তুলছেন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **দ্বিতিপ্রিয়া (টুয়া)** : তোমার পঞ্চম শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক আদর ও ভালোবাসা। তুমি সুস্থ থেকো ও দীর্ঘায়ু হও। - **দাদান (শ্রী অসিত কুমার রায়), দিম্মা (অনিতা রায়), বাবা (দেবেশ মুখার্জী), মা (পৌলমী মুখার্জী), মামাই (প্রত্যয় রায়) এবং ভাই প্রদ্যুম্ন, শিলিগুড়ি।**

রিয়াল ম্যাচ স্বপ্নের : স্যাভিনহো

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মানেই ফুটবল মাঠে মারকাটারি লড়াই। আর মঙ্গলবার রাতের সেই লড়াইয়ে প্লে-অফ রাউন্ডে মুখোমুখি হতে চলেছে শেষ দুইবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। দুই দলের মুখোমুখি সাক্ষাতে লস ব্লাঙ্কোস এবং সিটিজেন্স উভয়েই জিতেছে ৪টি করে ম্যাচ। বাকি চারটি ম্যাচ শেষ হয়েছে ড্র-তে। গত ৩ মরশুমে এই ম্যাচের বিজয়ীরাই শেষপর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেতাব জিতেছে। তাই এই ম্যাচের গুরুত্ব কতখানি তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভাস্কুয়েজের চোটে চাপে আন্সেলোত্তি

সিটির ২০ বছরের ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার স্যাভিনহোর মতে সিটি বা রিয়ালের প্লে-অফ রাউন্ডে খেলার মতো অবস্থা হওয়ারই কথা নয়। ম্যাচের আগে তিনি বলেছেন, 'আমাদের পরবর্তী রাউন্ডে খেলা আরও আগেই নিশ্চিত করা উচিত ছিল। একই কথা প্রযোজ্য রিয়ালের ক্ষেত্রেও।' তিনি আরও যোগ করেন, 'বরাবরই সিটি-রিয়াল ম্যাচ টিভিতে দেখেছি। এই ম্যাচে নামা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো।'

চলতি মরশুমে একাধিক ফুটবলারের চোটে বারবার ভুগেছে দুই দলই। নতুন করে চোট পেয়েছে রিয়ালের লুকাস ভাস্কুয়েজ। তিনি নাম লিখিয়েছেন ড্যানি কার্বাহাল, এডের মিলিটাও, ডেভিড আলাবা এবং অ্যান্টোনিও রুডিগারদের দলে। প্রথম একাদশের একাধিক ডিফেন্ডাররা না থাকলেও আক্রমণভাগ নিয়ে স্বস্তিতে কার্লো আন্সেলোত্তি। ৮ ম্যাচে মোট ১৪ গোল করেছেন আপফ্রন্টের তিন তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, কিলিয়ান এমবাপে ও রডরিগো।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির চ্যালেঞ্জ নিতে তাদের ডেরায় চলেছেন কিলিয়ান এমবাপে।

অন্যদিকে, পেপ গুয়ার্দিওলা পাবেন না নাথান একে, জেরেমি ডোকু, রড্রিদের। ম্যাচ জিততে তাই সিটি তাকিয়ে থাকবে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের দিকে। ইতিমধ্যেই ৬ গোল করে ফেলেছেন তিনি। আক্রমণভাগে হাল্যান্ডের সঙ্গী স্যাভিনহো জানিয়েছেন, সুযোগ হাতছাড়া করলে রিয়াল ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'সুযোগ পেলেই তা কাজে লাগাতে হবে এবং তারপর ফোকাসড থাকতে হবে। কারণ, রিয়াল ২ বা ৩ গোলে পিছিয়ে থেকেও বহু ম্যাচ জিতেছে।'

অন্যদিকে, সিটি তারকা কেভিন ডি ব্রুয়েন দাঁড়িয়ে অনন্য নজিরের সামনে। মঙ্গলবার গোল বা অ্যাসিস্ট করলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাদ্রিদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ৯ গোলের অবদান রাখবেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

ব্রেস্ট বনাম **প্যারিস সাঁ জাঁ**

ম্যাচ শুরু : রাত ১১.১৫ মিনিটে

স্পোর্টিং লিসবন বনাম **বরুসিয়া ডর্টমুন্ড**

জুভেন্তাস বনাম **পিএসভি আইন্দহোভেন**

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম **রিয়াল মাদ্রিদ**

ম্যাচ শুরু : রাত ১.৩০ মিনিটে
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

সোনা জয় করে বাংলা মহিলা টেবিল টেনিস দলের সদস্যদের সঙ্গে কোচ সুব্রত রায় (বাঁয়ে) ও ম্যানেজার অনুপ বসু।

মৌমাকে ছাড়াই ফাইনালে জয় বাংলার মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে টেবিল টেনিসে জোড়া সোনা জিতল বাংলা দল। ফাইনালে পুরুষ ও মহিলা দল যথাক্রমে ৩-০ এবং ৩-১ ব্যবধানে মহারাষ্ট্রকে হারিয়েছে।

বর্তমান জাতীয় চ্যাম্পিয়ন দিয়া চিতালের মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফাইনালে মৌমা দাসকে না নামিয়ে বাংলা চমক দিয়েছিল। যদিও এমন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে খোদ দলের অধিনায়ক মৌমা বলেই জানিয়েছেন কোচ সুব্রত রায়। বলেছেন, 'মৌমাই আমাদের বলেছিল চলতি মরশুমে মহারাষ্ট্রের তারকা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে ওর একটাও জয় নেই। বদলে ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়দের সাফল্য থাকায় ওদেরই গুরুত্ব দিতে বলেছিল। ওর আবেদন মেনেই আমরা ফাইনালে দল নামিয়েছিলাম।' যার ফল ফাইনালের দ্বিতীয় ম্যাচে দিয়ার কাছে ঐহিকা ৩-০ হেরে গেলেও টাই জয়ে সমস্যায় পড়তে হয়নি বাংলাকে। স্বস্তিকা ঘোষকে ৩-২ হারিয়ে দেন সুতীর্থা। তানিশা কোটেজাকে পয়মন্তি বৈশ্য এবং স্বস্তিকাকে ঐহিকা ৩-০ হারিয়েছেন।

আরও দুই সোনা জয়ের টার্গেট সুব্রত-অনুপের

শিলিগুড়ির সুব্রতর কোচিং কেরিয়ারে সিনিয়ার জাতীয় পর্যায়ে এটাই প্রথম সোনা। তারপরও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি মহিলাদের সিঙ্গলস-ডাবলস থেকে আরও দুটো সোনা জয়ের টার্গেট খেলোয়াড়দের দিয়েছেন বলে জানালেন।

শিলিগুড়ির অনুপ বসু প্রথমবার বাংলা দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পেয়েছেন। আর প্রথমেই সোনালি সাফল্যের স্বাদ পেয়ে তাঁর মন্তব্য, '৪২ বছর ধরে আমি টেবিল টেনিসের সঙ্গে জড়িয়ে। এদিনের অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। খেলোয়াড়, বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সবাইকে ধন্যবাদ আমার ওপর ভরসা রাখার জন্য।'

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে রাইফেল, ইলিংওয়ার্থ

দুবাই, ১০ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দায়িত্বে থাকবেন পল রাইফেল ও রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। এদিন টুর্নামেন্টের গ্রুপ ম্যাচের আম্পায়ারদের তালিকা ঘোষণা করেছে আইসিসি। ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের (২০ ফেব্রুয়ারি) দায়িত্বেও থাকছেন রাইফেল। সঙ্গী আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক। নিউজিল্যান্ড (২ মার্চ) ম্যাচের আম্পায়ারদ্বয় মাইকেল গফ ও ইলিংওয়ার্থ। ভারতের তিনটি গ্রুপ ম্যাচেই ম্যাচ রেফারি ডেভিড বুন।

ব্রিৎজকের নজিরেও হার প্রোটিয়াদের

লাহোর, ১০ ফেব্রুয়ারি : ওডিআই অভিষেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাথু ব্রিৎজকে ১৪৮ বলে করলেন ১৫০ রান। যার ধাক্কায় ভেঙে গেল ৪৭ বছর আগে ডেসমন্ড হেইনসের একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে অভিষেকে গড়া ১৪৮ রানের রেকর্ড। তারপরও ত্রিদেশীয় সিরিজে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তারা ৬ উইকেটে হেরে গেল। ম্যাথু ব্রিৎজকের ব্যাটে ভর করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৬ উইকেটে ৩০৪ রান তোলে। জবাবে নিউজিল্যান্ড ৪৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৩০৮ রান তুলে নেয়। কেন উইলিয়ামসন ১৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ৯৭ রানে আউট হন ডেভন কনওয়ে।

রিয়াল ও অ্যাটলেটিকোর চাপ বাড়াল বার্সেলোনা

সেভিয়ে, ১০ ফেব্রুয়ারি : লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে রিয়াল ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ঘারের ওপর নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করে দিল বার্সেলোনা। সেভিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে লিগ টেবিলের প্রথম দুই দলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান আরও কমিয়ে নিল কাতালান জায়েন্টরা।

রবিবার প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলল বার্সা। তারই ফসল ৭ মিনিটে রবার্ট লেওয়ানডস্কির গোল। কর্নার থেকে বল পেয়ে ইনিগো মার্টিনেজ বাড়িয়ে দেন লেওয়ানডস্কিকে। গোল করতে ভুল করেননি পোলিশ তারকা। এই গোলের সুবাদে লিওনেল মেসির একটি নজির ছুঁলেন লেওয়ানডস্কি। মেসির পর দ্বিতীয় ফুটবলার হিসাবে লা লিগায় এক মরশুমে ২২ ম্যাচে ১৯টি গোল করলেন। পরের মিনিটেই অবশ্য সমতা ফিরিয়েছিল সেভিয়া।

মেসিকে ছুঁলেন লেওয়ানডস্কি

হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা আক্রমণে ঝড় তুলল আবার দ্বিতীয়ার্ধে। ৪৬ মিনিটের মাথায় পেদ্রির চিপ থেকে বল পেয়ে হেডে তা জালে জড়ান ফের্মিন লোপেজ। ৫৫ মিনিটে বক্সের বাইরে বল পেয়ে জোরালো শটে গোল করেন রাফিনহা। মিনিট সাতেক পরই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ফের্মিন। তবে দশজন হয়েও দমে যায়নি বার্সা। উলটে ৮৯ মিনিটে রাফিনহার ফ্রি কিক হেড দিয়ে গোল করে স্কোরলাইন ৪-১ করেন এরিক গার্সিয়া। এই জয়ের পর ২৩ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে বার্সা রইল লিগ টেবিলের তিন নম্বরে।

হারের পর ব্যথিত স্লট

ডেভন, ১০ ফেব্রুয়ারি : চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। প্রিমিয়ার লিগেও সবার আগে লিভারপুল। তাও এক ম্যাচ কম খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ছয়। লিগ কাপেও ফাইনাল খেলবে। এরই মাঝে এফএ কাপে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে অবনমনের আওতায় থাকা প্লাইমাউথের কাছে হার।

প্লাইমাউথ স্কোয়াডের সর্বমোট আর্থিক মূল্য প্রায় ৩০ মিলিয়ন ইউরো। যা মহম্মদ সালাহর বেতনের থেকেও কম। সেই দলের কাছে হেরে এফএ কাপ জেতার স্বপ্নভঙ্গ মেনে নিতে পারছেন না রেডস কোচ আর্নে স্লটও। ম্যাচ শেষে লিভারপুল কোচ বলেছেন, 'এই ফল আমাদের কাছে হতাশা ছাড়া আর কী! আমাদের জন্য দিনটা ভালো ছিল না। ম্যাচের ফলাফলই তা বলে দিচ্ছে।' স্লট যোগ করেছেন, 'লিভারপুলের সঙ্গে যুক্ত থাকা সকলে, আজ ব্যথিত। আমরা সবাই এই প্রতিযোগিতায় শেষপর্যন্ত থাকতে চেয়েছিলাম।' দলের শেষ দশ মিনিটের খেলার প্রশংসা করে বলেছেন, 'আমরা কখনওই হাল ছাড়িনি। শেষ বাঁশি না বাজা পর্যন্ত লড়ে গিয়েছি।'

ডেভেলপমেন্ট ডার্বি জয় বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : সোমবার ডেভেলপমেন্ট লিগ আঞ্চলিক বাছাই পর্বের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। লাল-হলুদ গোলরক্ষক গৌরব সাউ অন্তত তিনবার দলের পতন রোধ করেন। ৬০ মিনিটে ভাইপেইয়ের পাস বক্সের মধ্যে ফাঁকায় পান টংসিন। লক্ষ্যভেদে ভুল করেননি তিনি।

জয়ী মহানন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সুপার সিক্সে সোমবার মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ৭ উইকেটে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে নেতাজি ৩৯.২ ওভারে ১৩৬ রানে অল আউট হয়। লোহিত চৌধুরী ৩৪ রান করেন। রাহুল নন্দী ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রোহিত মাহাতোও (১৬/২)। জবাবে মহানন্দা ২১.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রাহুল ৩৮ ও সৌরভ দাসগুপ্ত ৩৫ রান করেন। প্রকাশ রায়ের অবদান ৩৪। অভিজিৎ মজুমদার ২৭ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে রাহুল নন্দী।

সেরা পাপিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার অধীনে সূর্যনগর ফ্যান্সি ইয়ুথ ক্লাবের জীবেশকুমার সমাদ্দার, সায়ন সাহা চৌধুরী ও গীতা কর্মকার ট্রফি জেলা ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পাপিয়া বিশ্বাস। রানার্স নিত্যগোপাল কুণ্ডু। দুই সেমিফাইনালিস্ট পৃথ্বী সাহা ও অনিরুদ্ধ লাহিড়ি। পুরস্কার তুলে দেন কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, জেলা ক্যারম সংস্থার সভাপতি সিদ্ধার্থ বিশ্বাস, সচিব সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ।

72198 21111 | BAJAJ SECURE
*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। *N160 ভেরিয়েন্টের এক্স-শো রুম দাম পশ্চিমবঙ্গ। যেকোনও একটি বা সবকটি অফার বিনা বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাহার করে নেবার অধিকার বাজাজ অটোর আছে। নিজের সেগমেন্টে। স্টান্টগুলি দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবদ্ধ পরিবেশে, সাধারণ জনতা ও জন চলাচলের রাস্তা থেকে দূরে সম্পাদন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে এইসব স্টান্ট নকল করতে যাবেন না এবং সর্বদা পথগত এবং নিরাপত্তামূলক বিধিসমূহ পালন করে চলুন। AMC পাওয়া যাবে কিছু বিশেষ মডেলে এবং কিছু বিশেষ রাজ্যে। বিশদ জানতে বাজাজ ডিলারের কাছে খোঁজ নিন। পথকালীন সহায়তা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সরবরাহিত এবং তাদের নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক্ষ।
Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Siliguri Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7098689004 •**Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062879. • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9832015373 **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999• **Raiganj** BAJAJ WHEELS: 8967878803 • **Sahapur** Bajaj Wheels: 9593825338 • **Karandighi** Bajaj Wheels: 8509047694 • **Tungidighi** Bajaj Wheels: 9547525283 • **Checkpost** Bajaj Wheels: 9547424873 • **Kaliyaganj** Bajaj Wheels: 9382830461• **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Mangalbari** PLANET BAJAJ :9679997998• **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93.